প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ '৪৫

প্রকাশ করেছেন
চন্দন ঘোষ
গ্রন্থ-গৃহ
৬৫-এ, গড়পার রোড
কলিকাতা-৯

ছেপেছেন
জয়গোবিন্দ পাল
যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১, রাজেন্দ্র দেব রোড,
কলিকাতা-৭

বাঁধিয়েছেন
হীরালাল ধর
ধর ব্রাদার্স
৪, রামমোহন রায় রোড,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আগামীকালের
বাঙালীকে

সূচীপত্র

পরশুরাম ১ ঘাস
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ৩ পতু গীজ
নরেন্দ্র দেব ৪ সানুনয় নিবেদন
কালিদাস রায় ৫ ভগবানের বিদায়
অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় ৭ মানুষ
জগদানন্দ বাজপেয়ী ১০ খরগোসের আত্মকথা
কৃষ্ণধন দে ১২ মহাপুরুষ
প্রভাতকিরণ বসু ১৫ ক্যালকেশিয়ান
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৭ হাল বাংলা
পরিমল গোস্বামী ১৯ ২২শে শ্রাবণ স্মরণে
বিভূতি বিদ্যাবিনোদ ২১ কাগজ পড়ার তাগিদ
বনফুল ২২ শকুনি
সজনীকান্ত দাস ২৬ প্রার্থনা
বিষ্ণু বন্দোপাধ্যায় ২৯ আমার কবিতা
কমলাকান্ত ৩৩ হর-পার্বতী সংবাদ
সুনির্মল বসু ৩৬ হবুচন্দ্রের আইন
অখিল নিয়োগী ৩৯ সুবিধাবাদীর ছড়া
কানাই সামন্ত ৪০ দুধ খাও
অন্নদাশঙ্কর রায় ৪২ খুকু ও খোকা
অপরাজিতা দেবী ৪৩ স্যাণ্ডাল্
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪৮ মহামায়া
অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৪৯ ছেলেবেলার যেদিন গেছে
রামেন্দু দত্ত ৫১ কবির অভাব হ'তেই পারে না
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫৩ ফাউ
শিবরাম চক্রবর্তী ৫৪ অতিথি
অজিত দত্ত ৫৫ ফানুষ
বুদ্ধদেব বসু ৫৬ ইচ্ছে
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৮ গৃহলক্ষ্মী
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৫৯ উর্বশী : মহাযুদ্ধ সংস্করণ
বিমল[illegible] ঘোষ ৬০ চাকরি-করো
পতিতপাবন বন্দোপাধ্যায় ৬১ শেষ কবিতা

দক্ষিণারঞ্জন বসু ৬৫ প্রাণতৃষ্ণা
অজিত কৃষ্ণ বসু ৬৭ জাতক
বেণু গঙ্গোপাধ্যায় ৬৯ কবিতা পাঠ
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ৭১ কূপমণ্ডুক
কুমারেশ ঘোষ ৭৩ কোন বুড়ো গরুর প্রতি
দিনেশ দাস ৭৫ নখ
সুশীল রায় ৭৬ সভ্যতা
তারাপদ লাহিড়ী ৭৭ ফোকের ফক্কিকারী
সমর সেন ৭৯ ব্রতচারী
সরিৎশেখর মজুমদার ৮০ পেটকাটা বাসের ডাক
কলেজবয় ৮২ বৌদির ছোটবোন
গোপাল ভৌমিক ৮৫ সময়
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮৬ তিনজন
সন্তোষকুমার দে ৮৭ ঘড়ি
হরপ্রসাদ মিত্র ৮৮ রামধন কবিরাজের জন্যে
বিশ্ব বন্দোপাধ্যায় ৮৯ শৃগাল-সংবর্ধনা উপলক্ষে ভাষণ
ইন্দিরা দেবী ৯৩ খাম-খেয়ালীর প্রতি
ইন্দুমতী ভট্টাচার্য ৯৪ জীবন দর্শন
সু মো দে ৯৫ লোকে বলে মোরে কবি
বাণী রায় ৯৬ চায়ের গান
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ৯৭ দর্জিবিধাতা
সুধীরকুমার রায় ১০০ পোষ্টার
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১০১ প্রস্তাব
প্রবুদ্ধ ১০২ সকলই সমান
জগন্নাথ সরকার ১০৩ অপ-রূপকথা
শুদ্ধসত্ব বসু ১০৬ মওকা
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ১০৭ নাগরিক কাব্য
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১১০ আমি অল্প মূল্যে কেনা
গোবিন্দ চক্রবর্তী ১১২ প্ল্যান
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ১১৪ স্বর্গদ্বার
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১১৫ বর্তমান
প্রভাকর মাঝি ১১৬ বিংশ শতাব্দীর চাঁদ

বেলা দেবী ১১৭ ঠাকুরমার আক্ষেপ
সুনীলকুমার লাহিড়ী ১১৯ অথ ধর্মকথা
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১২০ প্রিয়বরেষু
গৌরকিশোর ঘোষ ১২১ নাগরদোলা
অরুণাচল বসু ১২২ চড়ুই
শতদল গোস্বামী ১২৩ কাক
প্রণব বন্দোপাধ্যায় ১২৪ দৈনন্দিন
রাম বসু ১২৫ প্রথম গর্ভিণী
কৃষ্ণ ধর ১২৭ হে রবি ঠাকুর
রাণা বসু ১২৯ মনভ্রমণ
সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৩০ একটি মোরগের কাহিনী
বিমল ভৌমিক ১৩১ পরাভূত দেবতা
প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ১৩২ সমুদ্রটা দিচ্ছে গালি
পুলক আঢ্য ১৩৩ একটি বাস্তব কবিতা
মনোজ ভট্টাচার্য ১৩৪ ঘুঘু ও ফাঁদ
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৫ স্বপ্ন বনাম বাস্তব
গোবিন্দ ভট্টাচার্য ১৩৭ ইচ্ছাময়ী
নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার ১৩৮ ভেজাল মহিমা
চণ্ডী লাহিড়ী ১৩৯ পুঁটি যখন উঠলো ফুটি
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪২ উল্টোরথ
চিত্ত সিংহ ১৪৩ ক'লকাতা
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৪৪ বড় বেশী ভাবছি
অলক চক্রবর্তী ১৪৬ তোমায় হারাণোর উদ্দেশ্যে
সুধীরকুমার দাস ১৪৭ যদি মেরে দিই
অশোক ভট্টাচার্য ১৪৯ বটানিকাল গার্ডেনে
আনন্দ বাগচী ১৫০ মাকড়সার উক্তি
অঞ্জনকুমার দত্ত ১৫১ একটি অতি আধুনিক কবিতা
অচিন্ত্যকুমার বসু ১৫৩ টাকার খেলা
অশোক মুখোপাধ্যায় ১৫৪ প্রাচীন
সুকুমার মিত্র ১৫৬ একটি বাস্তব কবিতা
অসিত মৈত্র ১৫৭ চিরকালের ছড়া
অবধূত ১৫৮ স্বখাত সলিলে

আমাদের কথা

অনেক বড় কাজ খুব ছোট থেকেই সুরু হয়। তিলে তিলে তিলোত্তমার দৃষ্টান্ত নতুন নয়, স্বাভাবিকও।

শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা সংকলনের পরিকল্পনা আমাদের মাথায় এসেছিল এক ঘরোয়া বৈঠকে, ঠিক হয়েছিল তা' নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার।

কিন্তু মন দিল না সাড়া।

রেষ্টুরেণ্টের একটা টেবিল অধিকার করে দু'চার জনে মিলে নীচু গলায় গল্প করা আর চপ-কাটলেট খাওয়ায় রসনার তৃপ্তি হয় হয়তো, তবে পংক্তি ভোজনে বসে হৈ হৈ ক'রে সপাসপ ঝোল-ভাত খাওয়ার সার্বজনীন আনন্দটুকুর অভাব কিন্তু থাকে সেখানে।

তাই বেড়া ভেঙে বার হ'লাম বাইরে।

এই শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা সংকলনের মাথায় 'সমকালীন' কথাটি নিঃস্ব হয়ে দান করলেন 'সমকালীন' পত্রিকার সম্পাদক বন্ধু শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। সংকলনের অভিষেক হ'লো।

আর আমাদের প্রধান লক্ষ্য হ'লো একটি 'বিশুদ্ধ' সংকলন প্রকাশ করা।

কোন সংকলন যদি গোষ্ঠীগত ব্যাপার হয়, বা দলীয়-ঢাকের সাহিত্য রূপ হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ পরস্পরের পিঠ চাপড়ানিই যদি হয় সেই প্রচেষ্টার পরম এবং চরম উদ্দেশ্য, তবে সে সংকলন সম্পাদনার মত সহজসাধ্য সাহিত্য-কর্ম আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ! এবং স্বার্থে বাঁধা সে সংকলন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সাহিত্যের হাটে সংকলনের এ কলঙ্ক ইতিপূর্বে বহুরূপে দেখা গেছে, আর সেই আশঙ্কায় আমরা সংকীর্ণতার পথ অসংকোচেই পরিহার করবার চেষ্টা করেছি সর্বতোভাবে। তাই গোপন বৈঠকে এই ব্যঙ্গ সংকলনের উদ্বোধন বা সমাপ্তি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না ক'রে সানন্দে সমকালীন প্রায় সব প্রবীন ও নবীন কবিদের কাছে প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ ও আবেদন জানিয়েছিলাম। কৃতজ্ঞচিত্তে জানাই, তাঁরা প্রায় সবাই দিলেন সাড়া, দিলেন উৎসাহ। ভীরু মনে পেলাম ভরসা।

যে অল্প কয়েকজন কবি এই সংকলনে অনুপস্থিত, তাঁরা এই পূর্ণাঙ্গ সংকলনের আয়োজনে শুভেচ্ছা জানিয়েও সহযোগিতা করতে পারেননি শুধু এই কারণে, যে, তাঁদের কলম ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় অভ্যস্ত নয়।

কাব্যে বা সাহিত্যে, আমরা অন্তত, রাজনীতি মানিনে। কবি বা লেখক কোন দলের, সেইটাই বড় কথা নয়, তাঁর কবিতা বা রচনা রসোত্তীর্ণ কিনা, সেইটাই বিবেচ্য। তাই বাম বা দক্ষিণপন্থীদের এক তরফা পন্থা অবলম্বন না

ক'রে আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের রসোত্তীর্ণ কবিতাগুলিকে এক গ্রন্থিতে বাঁধবার চেষ্টা করেচি, আর এই কাব্য-উৎসবের পংক্তিভোজে তাঁদের জন্যে আসন পেতেচি বয়সের মাপকাঠিতে।

অবশ্য আসন পাতা দু'তিন জায়গায় আগে-পরেই হয়ে গেচে। সে অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে হেতুটা জানাই :

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'গৃহলক্ষ্মী' যখন ১৩৬৪ সালের শারদীয় 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হ'লো তখন তাঁর বয়সের কবিদের কবিতা ছাপা হয়ে গেচে সংকলনে। সেই একই অবস্থা ঘটলো, যখন 'কলেজবয়ের' 'বৌদির ছোট বোনের' খবর গেল পাওয়া। রাণা বসুর বেলাতেও এই একই বিপর্যয়। তবে অবধূতের ব্যাপারই স্বতন্ত্র। তিনি বয়সে প্রবীণ হলেও মনে নবীন এবং কাঁচা। (তাই বয়সও তিনি জানান নি)। আর বাংলার কাব্য জগতে তিনিই এখন বোধকরি তরুণতম কবি। কাজেই তাঁর প্রায় সদ্যোজাত কবিতা 'স্বখাত সলিলে' দিয়েই করা হলো এই সংকলনের শেষরক্ষা।

কাব্যগুচ্ছের এই অবিন্যাস হয়তো বিসদৃশ নয়। বরং, ফুলবাগে ফুল তুলতে গিয়ে পাতায় ঢাকা ফোটা ফুল, হঠাৎ দেখেও, একটু যদি হাত বাড়িয়ে সে ফুল তুলে সাজি না ভরি— সে হয় তবে পেয়ে হারানো। সেই না-পাওয়ার শোক অসহ্য। তবে এই অবিন্যাসের যথাসাধ্য সংশোধন করেচি আমরা পরিশেষে কবি-পরিচিতির মাধ্যমে।

ব্যঙ্গ কবিতার এধরণের সংকলন বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রচেষ্টা বললে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে না, যদিও কথাটা আত্মস্তুতির মতোই শোনালো। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আঙিনায় ব্যঙ্গ বা রঙ্গ রসধারা, করুণ গম্ভীর রচনার দীর্ঘশ্বাসে শুষ্কপ্রায়। যে নদী মরুপথে হারালো ধারা—সে নদীতে রসের বন্যা আনা আয়াসসাধ্য হলেও, এ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আজ অর্থনৈতিক জাঁতাকলের নিষ্পেষণে জন-জীবন মূক, মলিন। হৈ-হল্লা-হাসি আনন্দ যেন বন্ধ। শুষ্ক প্রাণ-লতাকে পল্লবিত কুসুমিত করবার পরম প্রয়োজনে যে সময়ে কাব্যরসের জলসিঞ্চন একান্ত দরকার, ঠিক সেই সময়েই আমাদের কাব্য-সাহিত্যের নবরসের অন্যতম প্রধান রস হাস্য (রঙ্গ ও ব্যঙ্গ) রসধারা থেকে আমরা কেন বঞ্চিত জানিনে। এ লক্ষণ অসুস্থ সাহিত্যের। সর্বদেশে সর্বকালে রঙ্গ-ব্যঙ্গের সম্পর্ক-শূন্য সাহিত্য, সর্বাঙ্গীনভাবেই পঙ্গু।

এই সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা সংকলনের আর একটি উদ্দেশ্যও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ব্যঙ্গ কবিতা সাময়িক ঘটনা নিয়ে অনেক সময় লেখা হলেও, পরে কালকে অতিক্রম ক'রে চিরন্তনের পর্যায়ে পড়েচে, সে উদাহরণ অনেক আছে।

তাছাড়া আজ আমাদের আশ-পাশের দৈনন্দিন ঘটনাগুলো নেহাৎ নিত্যনৈমিত্তিক বলেই হয়তো হারাচ্ছে তাদের গুরুত্ব, কিন্তু বাঁকা চোখে দেখা ব্যঙ্গ কবিদের রসালো কলমের খোঁচায় আজকের আটপৌরে ঘটনাগুলো আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে স্থায়ী দাগ কেটে দিলো, তার মূল্য বড় কম নয়। সামাজিক-রেকর্ডে যে আঁচড় আজ কাটা হলো, ভবিষ্যৎ-সাউণ্ডবক্সের মাধ্যমে সেগুলি বেজে উঠবেই আগামী কালের সন্ধিৎসু মানুষের কানে। তাই আমাদের এই যৌথ প্রচেষ্টা আজ অভিনন্দনের যোগ্য হয়—ভালোই, তবে সেই অনাগত দিনে সুনিশ্চিতরূপে দেখা দেবে এর সার্থকতা।

অধুনা বিজ্ঞাপনের যুগে 'শ্রেষ্ঠ' কথাটি বহু ব্যাপারেই অপরিহার্য। এই 'শ্রেষ্ঠ' তিলকটি কোনো কিছুর কপালে এঁকে না দিলে বাজারে তার মানের পরিমান অনেকটা যায় ক'মে। অথচ এই শ্রেষ্ঠ কথাটি বড় গোলমেলে। কার মতে শ্রেষ্ঠ? কী হিসেবে শ্রেষ্ঠ?—গায়ের জোরে? এসব তর্কের কথা। তবে অনর্থক তর্ক না ক'রে যদি বলি, কোন কবি বা লেখকের কলমে সৃষ্ট সৃষ্টিগুলির মধ্যে এই রচনাটিই শ্রেষ্ঠ, তা'হলে কি ভুল বলা হবে? অন্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে লাভ কি? এর সঙ্গে ওর তুলনা ক'রে শ্রেষ্ঠত্বের মালা কাউকে পরাতে যাওয়া বাতুলতা। এখানে সবাই 'আপন গরবে আপনি গরবী।'

শেষের পাতায় কবি-পরিচিতি এই সংকলনের এক বিশেষ সংযোজন। অবশ্য স্থানাভাবে অতি সংক্ষেপেই এই কাজটি সমাধা করতে হয়েচে। তাছাড়া কারোর বিষয়ে কিছু বলতে গিয়ে বাড়িয়ে বলা বা কমিয়ে বলার চাইতে বরং কিছু না বলাই ভালো। তাই কবির নাম-ধাম আর জন্ম তারিখসহ তাঁর সাহিত্য-কর্মের তালিকাটুকু পাঠক সমাজে পেশ করেই ক্ষান্ত হ'লাম। আর যোগাযোগের সুবিধার জন্যে—যদিও পরিবর্তন সাপেক্ষ—তবুও কবিদের বর্তমান ঠিকানার উল্লেখ, এই সংকলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

কবিতাগুলি যে পত্রিকা বা বই থেকে সংগ্রহ করা, কবিতার তলায় সেই সব নামগুলিই উল্লেখিত। শেষের দিকে অনেকগুলি কবিতার নীচে 'ষষ্টি-মধু'র নাম থাকার একমাত্র কারণ, বর্তমানে রঙ্গ-ব্যঙ্গের কবিতা প্রকাশ করবার মত সরস পত্রিকা দুর্ভাগ্যবশত বাংলা দেশে আর নেই বললেই চলে। উক্ত পত্রিকাই তাই এই সৌভাগ্যের ভাগীদার।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল, রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের—বিশেষ ক'রে জীবিত কবিদের, যাঁরা আজও সমকালীন ঘটনাবলী নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করচেন—তাঁদেরই কবিতাগুলিকে এই সংকলনের দুই মলাটের মধ্যে সযত্নে বাঁধিয়ে রাখবো।

কিন্তু ঈশ্বরের রঙ্গ-ব্যঙ্গ সৃষ্টিছাড়া। তিনি তাঁর বক্রদৃষ্টি হানলেন। সহসা কাছে টেনে নিলেন সংকলনের প্রাণ-পরিকল্পনার উৎসাহীদের মধ্যে তরুণতম অঞ্জনকুমার দত্তকে। সংকলনের কাজ চলার পথে আবার হঠাৎ থমকে থামতে হলো ছন্দের সুখ্যাত কবি সুনির্মল বসুর আকস্মিক মৃত্যুতে। বুঝলাম, কবির কবিতা অমরত্বের অমৃত হ'লেও বাস্তববাদী ঈশ্বরের এই ভঙ্গুর জগতে কবি মৃত্যুর সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে। কাজেই, নিয়ম যখন ভাঙলোই, অনিয়মই করা গেল। আমাদের জনপ্রিয় হারানো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সুপ্রচলিত কবিতাগুলির মধ্যে বহুশ্রুত কবিতা 'একটি মোরগের কাহিনী, এই সংকলনে প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করায় সুযোগ পেলাম সহজেই।

সমর সেন ও কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে কার্যোপলক্ষে মস্কো থাকায় তাঁদের কবিতা এই সংকলনে পাবার কোন আশাই ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেখানেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই কবিতা দুটি আমাদের কাব্যরসিকদের উপহার দিতে পারা গেল।

সরস গল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী পরশুরামের ব্যঙ্গ কবিতাটি নিঃসন্দেহে অনেকের কাছেই এক নতুন আস্বাদের বস্তু, আর এই সংকলনের এক অভিনব সংযোজন।

শ্রদ্ধেয় কবি ও কবি-বন্ধুরা শুধু কবিতা দিয়ে নয়, পরামর্শ দিয়েও এই সংকলনের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য কবেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমাদের নেই। আর স্নেহাস্পদ কবি-ভাইদের কবিতা ছাড়াও তাঁদের অনেকের হাতে-কলমের সাহায্য না পেলে এই সংকলন হ'তো আরও সংকুচিত।

তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বহু রকমে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীসজনীকান্ত দাস আর বহু ব্যাপারে বন্ধুবর শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাছাড়া প্রচ্ছদপট এঁকে সাহায্য করেছেন স্বনামধন্য শিল্পী-বন্ধু শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ছাপার বিষয়ে পরামর্শ পেয়েচি সোদরপ্রতিম শ্রীদেবকুমার বসুর। অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রুফ দেখে এবং বহুরকমে সহায়তা করেছেন পরম স্নেহাস্পদ শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রেস ও অফিসের টানা-পোড়েনের কাজে কল্যানীয় শ্রীঅসিত মৈত্র ও শ্রীরথীন দেব দিয়েছেন ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষা।

এই সংকলনের সম্পাদক হিসেবে কাগজে-কলমে এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেও এঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালবাসার কাছে এই সামান্য কৃতজ্ঞতার মূল্য আর কতটুকু!

কুমারেশ ঘোষ

সমকালীন
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা

পরশুরাম

ঘাস

মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকগণ,
এবং আর সবাই যাঁদের এ পাড়ায় বাস,
মন দিয়ে শুনুন আমার অভিভাষণ,
আজ আমাদের আলোচ্য—Eat more grass।
অর্থাৎ আরও বেশী ঘাস খান প্রতিদিন,
কারণ, ঘাসেই পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বলাধান,
দেদার ক্যালরি, প্রোটিন ও ভাইটামিন,
ঘাসেই হবে অন্নসমস্যার সমাধান।
এই দেখুন না, হরিণ গো মহিষ ছাগ
সেরেফ ঘাস খেয়েই কেমন পরিপুষ্ট,
আবার তাদেরই গোস্ত খেয়ে বাঘ
কেমন তাগড়াই কেঁদো আর সন্তুষ্ট।
যখন ঘাস থেকেই ছাগল ভেড়ার পাল
তথা ব্যাঘ্র শৃগালাদি জানোয়ার পয়দা,
তখন বেফায়দা কেন খান ভাত ডাল
মাছ মাংস ডিম দুধ ঘি আটা ময়দা ?
দেখুন জন্তুরা কি হিসেবী, এরা কদাপি
খাটের ওপর মশারি টাঙিয়ে শোয় না,
এরা কুইনিন প্যালুড্রিন খায় না, তথাপি
এদের ম্যালেরিয়া কস্মিন কালে ছোঁয় না।
এরা কুসংস্কারহীন খাঁটী নিউডিষ্ট,
ধুতি শাড়ি ব্লাউজ অমনি পেলেও নেয় না,
এরা আজন্ম অদৃষ্টবাদী ফেটালিস্ট,
মাননীয় মন্ত্রীদের বেহুদো গাল দেয় না।

এদের দেখে শিখুন। যদি আপনারাও চান
এই অতি আরামের আদর্শ জীবনযাত্রা,
তবে আজ থেকেই উঠে পড়ে লেগে যান,
সব কমিয়ে দিয়ে বাড়ান ঘাসের মাত্রা॥

। মাসিক বসুমতী।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পর্ত্তুগীজ

ক বিঘত জমি আছে ? মরিতেছ—
তাহারি লাগিয়া দম্ ফেটে ?
কত শতাব্দী চলে গেল তবু,
রয়ে গেলে সেই বোম্বেটে ?
'গোয়াকে' দ্বিতীয় গয়া কি করিবে ?
সাঙ্গ করিতে শেষ লীলা ?
উহাই হবে কি পর্ত্তুগালের
পিণ্ড দানের প্রেতশিলা ?
শৌর্যের নয়—চৌর্যের দাবী—
প্রয়োগ করিছ কি অর্থে ?
'সালজার' তুমি কালজয়ী হবে
'কুইকসোটিক' বীরত্বে।
অস্ত্র-বিহীন সত্যাগ্রহী—
তাহাদিকে বধ নিন্দারি—
ইতিহাসে রবে হীন পরিচিতি
শ্বেতকায় ঠগী পিণ্ডারী।
কোথায় যীশুর প্রেমের ধর্ম ?
কোথায় নিঠুর রক্তবীজ ?
নিজেদের দিন ঘনায়ে আনিছ
নিপীড়ন-পটু পর্ত্তুগীজ।
দগ্ধ বিবেকে প্রলেপ লেপিতে
পাপ প্রদিগ্ধ ক্ষুদ্র মন,
'সার্টিফিকেট' জোগাড় করিতে
কাহারে করিছ নিমন্ত্রণ ?

। যষ্টি-মধু ।

নরেন্দ্র দেব

সানুনয় নিবেদন

দোহাই তোমার বব্‌ করা চুল অমন করে ফুলিও না।
মুহুর্মুহু মাজতে ও মুখ হাতব্যাগটি খুলিও না।
তুলিয়ে দোতুল কাণের ও তুল, দিল্‌ অভাগার তুলিও না।
ধূমপানে নীল্‌ অধর তুটোয় লাল বাতি আর বুলিও না।
পলকা নাচের হাল্‌কা সুরে সুর ভেঁজে মন ভুলিও না।
কণ্ঠে তোমার কোকিল কোথা? টুনটুনি বুল্‌বুলিও না।
চপল চোখের চাউনিতে আর ক্লাবের মাথা গুলিও না।
ভেনাস্‌ হেন' হাত তুটিতে চিকণ তুটি রুলিও না।
তোমার জুড়ি করতে খাড়া পারবে কুমোরটুলিও না।
অমন করে হাতটি তোমার সবার মাথায় বুলিও না।

ককৃটেলে কাল যাইনি বলে রাগ করে ঠোঁট ফুলিও না।
নাচের ফাঁকে এগিয়ে অধর পার্টনারে আর লুলিও না।
উঠচো বেলা দশটা, তবু—ঘুম চোখে রোজ ঢুলিও না,
চড়ছো এখন প্যাকার্ড, পরে জুটবে দড়ির ডুলিও না।
পেসট্রি-কেকের বাস্কে পাবে আস্কে পিঠে পুলিও না।
বিয়ের গামছা গলায় বেঁধে দোহাই, কাকেও ঝুলিও না।
চক্ষু-লজ্জা থাকতে আমি খুলবো চোখের ঠুলিও না।
ভুলতে যা চাই, সে সব কথা—খুঁচিয়ে আবার তুলিও না,
থিতিয়ে গেছে মনের তলে যে পাঁক তাকে ঘুলিও না।
শুন্‌বে তবে? কাম্য আমার তোমার পাড়ার ধুলিও না।

। বাণী-মধু।

কালিদাস রায়

ভগবানের বিদায়

সাহিত্য হইতে প্রভু এবে স'রে পড়ো,
আশ্রম মন্দির মঠ এবে সার করো।
ছিলেন মহাত্মা গান্ধী বড় ভক্ত, হায়,
তাঁহার ভক্তেরা আর মানে না তোমায়।
তব কথা লিখে কবি নোবেল প্রাইজ
পেলেন। বাজারে আর চলে না সে চীজ।
বদল হইয়া গেছে তার পরে পট
করিয়াছে এবে সবে তোমা বয়কট।
গাহিয়া তোমার নাম অস্ত গেল রবি,
তোমায়ও বিদায় দিল আর সব কবি।
একেরে ক'রেছে বড় ছন্দের গৌরব,
আর জন বড় হলো গেয়ে প্রিয়া-স্তব।
একজন তোমা সহ করিল বিবাদ
দেখিল তোমার বিশ্বে বিষ ও বিষাদ।
নারীর দারার কালা-পাহাড়ের গানে
একজনে বড় কবি বলি সবে মানে।
তোমার কথায় যেবা পায় খুব রস
কল্পিত প্রিয়ার চিতা দিল তায় যশ।
আরজন বড় হ'লো লাগায়ে চমক
বিদ্রোহী সাজিয়া, দিয়া তোমাকে ধমক।
লিখিয়া তোমার কথা এই যুগে কেহ
কবিখ্যাতি পায় নাই, নাইকো সন্দেহ।

নভেলে হ'য়েছে পূজ্য এবে শয়তান
সেখানেও প্রভু তব নাই কোন স্থান।
তরুণ কবিরা লেখে যত স্পষ্ট কথা
শুধু মাত্র বাদ দেয় তোমার বারতা।
তব নাম থাকে যদি কোন কবিতায়
ছড়া বা পাঁচালী বলি দেয় তা বিদায়।
বিদিশা কি শ্রাবস্তীর কোন-লতা সেন
এখন তোমার স্থান কাব্যে পাইলেন।
এর জন্যে তুমি দায়ী। আমার কি দায়!
সেকেলে পয়ার লিখে দিলাম বিদায়।
স্থবির বাল্মীকি হ'তে সেদিনের রবি
গতানুগতিক যত মাজা ভাঙ্গা কবি
লিখিল তোমার কথা, রাবিশ সবি তা,
ভেবেছিলে তোমা ছাড়া হয় না কবিতা!
বাঁধা আয়ু সকলেরই হয় তা-ত শেষ,
তোমার ফুরাল আয়ু ভাগো পরমেশ।
কবিতা যুবার তরে, হইয়াছ বুড়া,
তোমারে ডাকিছে শোনো মঠের সাধুরা।
স'রে পড়ো, হ'লে নাকি জরায় বধির?
চ্যাঙ দোলা ক'রে সবে করিবে বাহির।

। যষ্টি-মধু।

অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

মানুষ

তিন শত কোটি বর্ষ আগে
সুরু যা'র—কোথা তা'র শেষ ;
কে জানে কি হবে শেষ,
উপস্থিত বিপত্তি বিশেষ !

জলন্ত বাষ্পের পিণ্ড
ক্রমে ক্রমে হইল শীতল,
জল আর মাটি নিয়ে
গ'ড়ে ওঠে ধরা-পৃষ্ঠতল ।
ক্রমে জীব সৃষ্টি হ'ল—
প্রাণের প্রথম প্রস্ফুরণ
অপ্রাণের গর্ভ হ'তে
ধীরে ধীরে লভিল জনম ।
ক্লোরোফিল, সপুষ্পক অপুষ্পক উদ্ভিদ-আগম
অচল সচল হ'ল ;
এমিবা ও মশা, মাছি, কেঁচো, প্রজাপতি,
মেরুদণ্ডী সাপ, ব্যাঙ, মাছ, পাখী
জলস্থল ক্রমে ফেলে ঢাকি ;
হস্তী চলে গজেন্দ্র-গমনে ;
সিংহ, ব্যাঘ্র লুকাইয়া ফিরে বনে বনে
শিকার সন্ধান করি ।
মস্তকের ভাণ্ডে বুদ্ধি ধরি
সর্বশেষে সর্বনেশে আসিল মানুষ ;
অহং-এর হাওয়া ভরা হিংসার ফানুষ ।

জলন্ত মশাল ল'য়ে হাতে ;
অধৃষ্য, অনধিগম্য ;
দিনে কিংবা রাতে
সংবরণ করে না'কো লীলা।
হাতে ল'য়ে লৌহ অগ্নিশিলা
এরে মারে, তা'রে কাটে,
ইহা ভাঙ্গে, উহাকে পুড়ায় ,
প্রায় নখ-দন্ত-হীন
তবু তার নখ-দন্ত-ঘায়
জর্জ্জর ধরা বক্ষ ;
সর্বজীব রক্ষ রক্ষ ডাকে ;
জয় ভগবান্! বলি
থেকে থেকে ঘন ঘন হাঁকে
কাঁপায়ে ধরার বক্ষ।
প্রতিপক্ষ শেষ করি এবে
পরস্পরে করে হানাহানি ;
মাথা আর হাত দুটি ল'য়ে
মারনাস্ত্র-পরম-সন্ধানী।

তা'রে ল'য়ে কি যে হবে
এ সমস্যা শত পথে করে অভিযান।
কেহ বলে, ক্রমে বুদ্ধি হবে ;
একদিন বুঝি লবে আপন কল্যাণ
কোন এক 'ইজম্' কি 'প্যাক্ট' কিংবা 'চার্টার'-এর বলে।
কেহ বলে, এই কথা জেন সারাৎসার,
আমাদের গুরুদেব
যোগবলে করিবেন জীবের উদ্ধার।

কেহ বলে মৃদু হাস্যে,
ওসব ভণিতা কিছু নয় ;
বরঞ্চ ইহাই মনে হয়
আগামী মুষল-পর্বে
সবে মিলি লভিবে নির্বাণ,
ধরণী হইবে শান্ত,
সর্বজীব লভিবেক ত্রাণ।

কি যে হবে
সে ঠিকানা ঠিকঠাক কারও জানা নাই ;
উপস্থিত আকাশে বাতাসে
উড়ে চলে মরণের ছাই।

। চার্বাকের উক্তি।

জগদানন্দ বাজপেয়ী

খরগোসের আত্মকথা

আমি ভাই খরগোস,
সবার সঙ্গে সখ্য আমার, মানি না কাহারো পোষ।
সিংহ-ব্যাঘ্র-ভল্লুক আদি ধরে যারা নখ-দাঁত
সকলের সাথে মিতালি আমার সবার সনে আঁতাত।
তাহারা কিন্তু সবে
ভাবে মনে মনে প্রতি জনে জনে, শশ শুধু মোর রবে।
এমন হৃষ্ট পুষ্ট পেলব নধর যাহার দেহ
না জানি তাহার কোমল মাংস হবে কিবা উপাদেয়।
পেতে চায় সবে, কিন্তু তথাপি খেতে কেহ নাহি চায়
ভয় হয় পাছে আমারে লইয়া লড়াই বেধে বা যায়।

সিংহের সনে কথা কই যদি বাঘ চাপে এসে ঘাড়ে,
বাঘের সঙ্গে আলাপ করিলে সিংহ কেশর নাড়ে।
ভল্লুক ভাবে মনে
ওরা শুধু আছে এই বনে বুঝি আমি কি থাকি না বনে।
ভালুকেরে ভালবাসিতে দেখিলে সিংহ-ব্যাঘ্র রোখে
কটমট ক'রে চেয়ে রয় ওরা রোষ-কষায়িত চোখে।
আমারে লইয়া কেন এই লীলা কেন রোষ-সন্তোষ
খরগোস আমি সব ক্ষেতে চরি—মানি না কাহারো পোষ।

খরগোস আমি ভাই,
নখী ও দন্তী জীবদের দ্বারে শান্তির গান গাই।

পুচ্ছ উঁচায়ে দন্ত খিঁচায়ে কহি চারি পায়ে নাচি,
আমরা শ্বাপদ চাহি না আপদ, শান্তিই মোরা যাচি ;
নহে তা' শান্তি, মনের ভ্রান্তি—শান্তির অপলাপ
কেবা তাহা চায়—নাহি আর গায় সোঁদরবনের ছাপ।

কহিছে ভালুক, আমার তালুক তুষার মরুর দেশ
তাই মোর গায় লোম-কোট হায়, তাই মোর হেন বেশ।
সে দেশে বিরাজে যে মহাশান্তি কাহছে জাম্ব্‌বান
খাঁটি নিরম্ব্‌ সেই সে শান্তি আর সব কিছু ভাণ।
সিংহ-ব্যাঘ্র হাঁকে হুঙ্কার, ভল্লুক তাল ঠুকে ঃ
শান্তি শান্তি পেলব কান্তি শান্তি সভয়ে ধুকে।
উদ্দাম কোলাহলে
আমার গানের শেষ রেশটুকু ডুবে যায় তার তলে।

। যষ্টি-মধু।

কৃষ্ণধন দে

মহাপুরুষ

তীর্থের পথে পেয়েছিনু আহা, আসল সাধুর সঙ্গ,
রঙিন্ চশমা, আতরগন্ধে সুরভিত সারা অঙ্গ,
হাতীর দাঁতের খড়ম শ্রীপদে, রেশ্‌মী গেরুয়া গায়ে,
কুঞ্চিত কালো দীঘল শ্মশ্রু দুলিছে মৃদুল বায়ে,
কাঞ্চন সম অঙ্গ-লাবণী, হাসিটি মধুর কত,
শুনি মুখে তাঁর মুক্তির বাণী ভক্তিতে মাথা নত।
গৃহিণী কহেন : গুরু যদি চাও, ছাড়িও না এঁকে তবে,
হেন কাণ্ডারী কোথা পাবে বল এ মহা ভবার্ণবে ?

দীক্ষা নিলাম সস্ত্রীক আহা, মোক্ষলাভের সুখে,
হারমোনিয়ম সংযোগে শুনি পদাবলী তাঁর মুখে।
শুধু নিরামিষ পলান্ন খান, গব্যঘৃতের লুচি,
সন্দেশ-ক্ষীর নবনীত খান যখন যাহাতে রুচি।
সকালে বিকালে মোটরে বেড়ান, ভাড়া গুণে যাই আমি,
ব্যাঙ্কের টাকা খরচের খাদে তাড়াতাড়ি যায় নামি'।
সরবৎ খেয়ে আরাম-চেয়ারে বসিয়া করেন ধ্যান,
ধূপের গন্ধে মাথার উপরে ঘোরে বিদ্যুৎ-ফ্যান্।

গৃহিণী বলেন : মুক্ত পুরুষ, দেহরক্ষার তরে
তাই কিছু খান, তাই যে বেড়ান, তাই যে ঘুমান ঘরে।
ও চোখের জ্যোতি দেখেছ কি তুমি ? হয়েছে অন্ধ বুঝি
অনেক ভাগ্য করেছিলে তাই পেয়েছ যে এঁরে খুঁজি'।
যোগের দৃষ্টি ত্রিকাল দেখে যে, বলেছেন মোরে তাই,
শ্রীরাধা অংশে জন্ম আমার, প্রেমের তুলনা নাই।

গুরুও নহেন কেউ-কেটা, তাই চুপি চুপি শোন বলি,
জেনেছেন ধ্যানে উনি শ্যামচাঁদ, এসেছেন হেথা ছলি'।

ক্রমে গুরুজীর সেবায় করিনু সকলি সমর্পণ,
দেনার জ্বালায় হয় অস্থির মোক্ষ-পিপাসু মন।
এ বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যান না, কায়েমী দখল নিয়া
কৃপা বিতরণ করেন সদাই, আনন্দে ভরে হিয়া।
সংসার কাজ তুচ্ছ করিয়া দিবানিশি গুরুপাশে
গৃহিনী আছেন, ডাল-ভাত তাও হোটেল হইতে আসে।
শুধু গুরুজীর আহারের তরে গৃহিনী যে নিজ হাতে
গব্যঘৃতের পলান্নটুকু রেঁধে দেন তাঁর পাতে।

ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও শেষ হয়ে গেছে কখন যে কোনদিকে,
সাধনমার্গে চলেছি এবার হ্যাণ্ড্নোট লিখে লিখে।
পরমতত্ব ক্রয় করি হায়, ঘরের অর্থ দিয়া,
গুরুজী-সেবায় মোক্ষ-ক্ষুধায় হয় যে তৃপ্ত হিয়া।
গৃহিনী কহেন : গুরুজী যাবেন সুদূর বদ্রীনাথে,
যত্ন তাঁহার কে করিবে আর আমি না রহিলে সাথে ?
জীবন মিথ্যে যদি না তীর্থে হই তাঁর অনুগামী,
সংসার ভার তোমায় এবার দিনু প্রিয়তম স্বামী।

যাত্রার শুভ লগ্নটি এল, তল্পি-তল্পা বাঁধি'
গৃহিনী বলেন ধরি' হাত মোর অঝোর-ধারায় কাঁদি' :
পোষা মেনিটাকে দিও মাছ ভাত, পাখীটারে দিও ছোলা,
উৎপাত বড় বেড়েছে চোরের, রেখো না দরজা খোলা।
প্রতি সপ্তাহে পাঠিও টাকাটা যখন যেখানে থাকি ;
অর্থের মোহে বিদেশ বিভূঁয়ে গুরুরে দিওনা ফাঁকি।

রেশমী গেরুয়া অঙ্গে পরিয়া মোটরে উঠেন গুরু ;
তারপর যেন ম্যাজিকের খেলা পথে হয়ে গেল সুরু—
মোটর হইতে নামিয়া গুরুজী ছুটিয়া চলেন পথে,
পুলিশের লোক ধরিয়া তাঁহারে বেঁধে আনে কোনমতে।
গৃহিনী কাঁদিয়া ওঠেন সভয়ে গুরুজীর অপমানে,
দারোগা কহেন ঃ এতদিন ধরি' ফিরি এঁরই সন্ধানে।
নারী-আশ্রম গড়ি' ইনি হন নারী-হরণের রাজা,
এবার শ্রীঘরে গুরুজীর তরে আছে মিঠে-পান সাজা।
তবুও গৃহিনী ছাড়েন না হাল, বলেন ঃ মিথ্যা সব,
গুরুজীর মত মহাপুরুষের দর্শনই দুর্লভ।

। যষ্টি-মধু ।

প্রভাতকিরণ বসু

ক্যালকেশিয়ান

কথায় যাহারা তুবড়ি ছোটায়, হুজুগে যাহারা মাতে,
অফিসে খাটুনি ছাড়া মেহনত সহে না যাদের ধাতে,
মুখে সিগারেট, পায়ে নিউকাট্, চুলগুলি ব্যাকব্রাস,
গিলেহাতা সাদা পাঞ্জাবি গায়ে, চেহারাটা ফাষ্ট ক্লাস,
এক মিনিটেই চিনিবে তাদের, দেখিতে শিখেছ যাবা—
অদ্ভুত চীজ্ এ কলিকাতার ক্যালকেশিয়ান তারা।

বাঁকুড়া, বগুড়া, ঢাকা, কি কটক, পাটনা, চাটগাঁ, উলো
যে দেশেরি হোক, কেবল হ'লেই বাঙালী কতকগুলো—
এ শহরে কেনা চামরমণির দানাটি পড়িলে পেটে,
ফটকিরি দেওয়া কলের জলেই সব দোষ যায় কেটে,
সেলুনের ক্লিপে মসৃণ ঘাড়, মুদ্দফরাস পারা—
কলকাত্তাই ভাষা শিখে হয়, ক্যালকেশিয়ান তারা।

ছুলিয়া ছুলিয়া চলিবে তখন, হাসিবে মেয়েলি ধাঁজে।
জর্জেট পরা তরুণী হেরিলে থামিবে পথের মাঝে।
গাঁয়ে যারা চলে মাথা নিচু ক'রে, হেথা যায় গায়ে ঢ'লে।
Forward মন, Onward গতি, ক্যালকেশিয়ান ব'লে
চেনা যায় নাকো কোন্‌টা পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র কারা,
ধুতি পাৎলুনে সকলে সমান, ক্যালকেশিয়ান তারা।

কাণে দোলে দুল, খুঁটি বুলবুল কণ্ঠে আলাপ করে,
শ্যাম্পুতে চুল রুক্ষ বাতাসে মুখে উড়ে এসে পড়ে ;
সধবা কুমারী চেনা যায় নাকো সবারি মাথা যে খোলা,
ঘুঙুর কাঁটায় খোঁপা দেখা যায় মনে দিয়ে যায় দোলা,

মুখপানে চেয়ে না দেখিলে চটে, দেখিলেও রেগে সারা,—
হিলতোলা জুতো, আলতাও পায়ে—ক্যালকেশিয়ান তারা।

সুতানুটি আর গোবিন্দপুরে যারা বেঁধেছিলো বাসা,
ক'জন বা তারা? ষাট লক্ষের জনতায় কোন ঠাসা।
এলো মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, উড়িয়া, বেহারী ও মাদ্রাজী,
এলো পাঞ্জাবী, এলো চীনাম্যান লুটিয়া লইতে বাজী,
তাহাদেরি সাথে ভাঙি' দুই হাতে সাত পুরুষের ধারা—
দেশ ছেড়ে যারা জ'মে গেল হেথা—ক্যালকেশিয়ান তারা।

গাঁয়ে ঘবে ঘরে প্রদীপ জ্বলেনা, ম্যালেরিয়া বাসা নিলো।
স্নিগ্ধ শীতল সিনেমাব হল্ সে কথা ভুলিয়ে দিলো।
কে দেখে চণ্ডীমণ্ডপ, আর কে রাখে কাহার ভিটা,
সাপ কি বিচ্ছু কোনো ভয় নেই, ভালো চৌরঙ্গীটা।
চলো চাঙোয়ায়, অনাদি কেবিনে—ঘোরে যত দিশাহারা,
সাঙ্গুভ্যালিতে বাজনীতি করে—ক্যালকেশিয়ান তারা।

। অসি ও মসী।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হাল বাংলা

কাব্যের দেশে ফলে না কাব্য, ফলিছে ধোপার খাতা
সোনা ওঠে নাক সোনার খনিতে উঠিছে ব্যাঙের ছাতা।
কবির সমাধি ঢেকে দেয় আজ গুবরে পোকার ঝাঁক,
সুজলা বঙ্গে সম্পাদকেরা ঘাঁটে নির্জলা পাঁক।
নরে ও বানরে হাতাহাতি হয়, ভেড়া দেয় হাততালি
কমবক্তেরা দূর হতে দেখে, মনে মনে দেয় গালি।
বেড়া ভেঙ্গে ঢোকে সব্জি বাগানে যত ছাগলের পাল
মেহনৎ করা আবাদী জমির এবম্ প্রকার হাল।
কালো বাজারের ফটক খুলিতে ফট্কা খেলার ধুমে
পরোয়ানা হাতে বসি ফুটপাথে সিপাহি ঢুলিছে ঘুমে।
মুনাফার লোভে ইজাফা জমায় ডানে বাঁয়ে গড়মিল
বৃথা হাঁক ডাক সন্ধ্যা না হতে দুয়ারে পড়িছে খিল।
উদ্ভট প্রেমে বাধে বিভ্রাট আদালতে সোর গোল
কণ্ঠী বদলে বাবাজী বাজান অষ্ট প্রহর খোল্।
বেনামীতে খোলে 'চিপ্ ক্যান্টিন' নামজাদা ব্যবসায়ী
ধরা পড়ে যায় বিমলা দাস্তা, প্রেমনাথ ধরাশায়ী।
ছায়াচিত্রের তারকা ফুটিছে টালিগঞ্জের মাঠে
সিনেমা ফ্যানের বুড়বুড়ি ওঠে রাত্রে লেকের ঘাটে।
মোটরে চড়িছে মতি ময়রাণী, হয়রানি হয় ভজা,
যার দই তার দই নয় ভাই, নেপোয় মারিছে মজা।
ট্রামে বাসে চলে রম্য বিলাস হাল ফ্যাসানের ছবি
কাব্য ভেপারে উদীয়মানেরা ঢাকিতে চাহিছে রবি।
ছাগ-সাহিত্যে গ্যাঁজলা উঠিছে হাতে হাতে বণ্টন
অভিনন্দনে উজ্জ্বল দৃশ্য জ্বলে ঝাড় লণ্ঠন।

নেবু বাগানের হরিদাসী আজ ঢপগান দেয় ছেড়ে
লিলি দাস এই ষ্টেজ্ নাম নিয়ে বসিল আসন গেড়ে।
গান লেখে আর 'ডায়লগ'ও লেখে সিনেমা ডিরেক্টর
নয়া তালিমের এলেমে গর্ব তিনি নাকি এক্‌টর।
সিনারিও লেখে বেনোয়ারী ভড়, গান লেখে ভজহরি
মহরৎ করে ঢোল সহরতে মহাজনে হাত ধরি।
নাড়াবুনে যত কীর্তন করে ব্রজদাস হতমান
রেকর্ডের গানে রাখিল রেকর্ড প্রেমতোষ সাধুখান।
নটের গুরুরা মাধুকরি করে রঙ্গমঞ্চ পরে
থিয়েটারে হয় আর্টের শ্রাদ্ধ লোকরঞ্জন তরে।
নাটক লেখেন যতীন হাজরা ; মঞ্চ সজ্জাকর
পরাণ পাঁড়ুই হরিজন নেতা, ম্যানেজার অহি ধর।
এডিটারি করে ছিদাম আদক, লিডার লিখিয়ে যতী
দাশরথী দাস কথা-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ সম্প্রতি।
রবি ঠাকুরের কথা গেঁথে গেঁথে কবি হল রামলাল
বঙ্কিম বেচে নিধু হালদার ফিরিয়ে ফেলেছে হাল।
সুঁটকি মাছের ভাষায় চলিছে ওপাড়ার কারবার
প্রগতির নামে ছারপোকা করে সংসার ছারখার।
হাল ফ্যাসানের মৌতাতে মন আনচান্ করে খালি
হাল বাঙলায় চলে অবিরাম জীবনের জোড়া তালি।

বাংলা (সাপ্তাহিক)

পরিমল গোস্বামী

২২শে শ্রাবণ স্মরণে

তুমি যদি রইতে বেঁচে আমাদের এই কালে
বলতে পারি কি যে এখন ঘটত তোমার ভালে।
দেখতে তুমি অবশেষে তোমার বঙ্গজননী সে
লাঞ্ছিত হয় অবাঞ্ছিত নরপশুর হাতে।
মানুষ মরে হাজার হাজার খাদ্য হরে কালোবাজার
জীবনতরী আর বহে না মন্দাক্রান্তা ছাঁদে।
দেখতে হত দাঙ্গাবাজি সকল ভারত জুড়ে,
অন্তরীক্ষ আঁধার ক'রে শকুন বেড়ায় উড়ে।

তুমি যদি থাকতে বেঁচে আমাদের এই কালে
চিন্তামূঢ় রইতে চেয়ে হস্ত রাখি গালে।
ধ্বনি শুনে 'লড়কে লেঙ্গে' মিলন স্বপ্ন যেত ভেঙ্গে
দেখতে হত দেশের মাটি রক্তস্রোতে ডোবে।
র‍্যাথবোনেরা বিদায় বেলায় দিল ঠেলে পাঁকের তলায়
তোমার স্বদেশ, যেমন তুমি বলেছিলে ক্ষোভে।
সেদিন হতে খণ্ডিত দেশ, শান্তি উধাও, কবি,
তুমি যেমন এঁকেছিলে ফুটল না সে ছবি।

তোমায় যদি বাঁচতে হত আমাদের এই কালে
দেখতে হত গান্ধিহত্যা আটচল্লিশ সালে।
দেখতে, সকল বিশ্ব জুড়ে শান্তিবাণী হাওয়ায় উড়ে
ইউ-এন-ওর নূতন বাণী শুনতে শ্রবণ পাতি।
মানব নীতির কবর পরে কূটনীতির ধ্বজা ওড়ে
রাতকে যাহা দিবস করে দিবস করে রাতি।

হিংস্রবাণী ব্যঙ্গ করে শান্তিবাণীটিরে
চণ্ডধর্ম আসর জমায় বদ্ধমুষ্টি ঘিরে।
তোমায় যদি চলতে হত আমাদের এই কালে,
পাগল হয়ে ঘুরতে বোধ হয় খাওয়া পরার তালে।
কাব্যলেখা যেত চুলোয় একতারাটি লুটতো ধুলোয়
নতুন গানে যোগ হত না একটি নতুন আখর।
মোটের উপর দিনে রাতে ছটাক চালের ভাতের সাথে
হজম করতে হত তোমায় অর্ধ ছটাক কাঁকর।

তাই তো তোমায় স্মরণ ক'রে গর্বে বেড়াই নেচে
আমরা মরি, নাই কো ক্ষতি—তুমি গেছ বেঁচে।
তোমার চোখে দেখা জগৎ আকাশ বাতাস প্রান্তর পথ,
কল্পনাতে আজও আমরা দেখি তাহার ছবি।
কিন্তু মোদের কালের গ্লানি এই যে ইতর হানাহানি
তোমায় দেখতে হয় না, তোমার ভাগ্য, মহাকবি।
উঠছে গরল বর্তমানের সকল সাগর সেচে
আমরা তাতে তলিয়ে যাব, তুমি রইবে বেঁচে।

। যুগান্তর সাময়িকী।
(১৯৪৯)

বিভূতি বিদ্যাবিনোদ

কাগজ পড়ার তাগিদ

কলেজে তখন পড়ি মেসে করি বাস,
নিয়মিত মোটা টাকা আসে প্রতিমাস।
ফেলও হই নিয়মিত প্রত্যেক বছর
কী করে যে টাকা আসে রাখিনে খবর।
রেষ্টুরেণ্ট, সিনেমায় অবাধ গমনে—
সিনেমা-তারকা কথা শয়নে স্বপনে,—
কোন অভিনেত্রী ভাল, ভাল কোন ছবি,
কাগজ পড়ার তাই ছিল জোর 'হবি'।

বি. এ. পাশ না হ'লেও বিয়ে হয়ে গেল
ষষ্ঠীর কৃপার সাথে দারিদ্র্যও এল ;
মাতালের নেশা অন্তে হায়রে যেমন
ভারাক্রান্ত হল মোর বেকার জীবন ;
তখন 'ভেকেন্সি' কোথা খুব মন দিয়ে
আকুল আগ্রহে পড়ি কাগজটা নিয়ে।

বয়স গড়িয়ে গেছে আজকে যখন
কাগজ ঠিকই পড়ি আগের মতন
সর্বাগ্রে এখন তবে দেখি ভাল ক'রে
পাত্র-প্রাপ্তি-বিজ্ঞাপন নিরাশ অন্তরে।

। ষষ্ঠি-মধু ।

বনফুল

শকুনি

ব'সে আছে যত লুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া ;
কৃষক বসিয়া চাহিছে আশায়
নদীতে কখন পড়িবে চড়া।
নদীর পাঁজর বাহির হইবে—পড়িবে পলি,
উঠিবে চাষাব অনেক আশার ফসল ফলি'!
ভাবিছে রাঁধুনি কাঁচা কাঠগুলা উঠিলে জ্বলি',
পেঁয়াজ-কলি
কুটিয়া ভাজিবে পেঁয়াজি বড়া!
বসে আছে যত লুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া!

ভাবে ডাক্তার অসুখে কখন পড়িবে কেবা,
উকিল ভাবিছে করিব কখন আইন সেবা,
দোতলার ছাদে দাঁড়ায়ে ভাবিছে গণিকা যেবা
—কামিনী, রেবা,
দুয়ারে কখন নড়িবে কড়া!
উড়িয়া উড়িয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া!

রঙে ও ঢঙেতে ঢলিয়া পড়িছে প্রবীণা বুড়ি,
মদের দোকানে গান্ধীর ছবি টাঙায় শুঁড়ি,
আধ-পেটা খেয়ে দিন কাটে যার চিবায়ে মুড়ি
—মুড়ি ও গুড়ই!

চক্‌চকে তার চূড়া ও ধড়া।
মুখে মৃদুহাসি ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

ভুলাতে পাঠক, লেখক বসিয়া লিখিছে যা' তা',
স্নেহ-ক্ষুধাতুর জননী চিবায় ছেলের মাথা,
দয়ালু জনের ভিজাইতে হায় নয়ন-পাতা
—চাঁদার খাতা।
ভিখারী আসিয়া কাটিছে ছড়া!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

হাসে বড়বাবু হেরি' কেরানীর প্রতিভা-জ্যোতি,
আপিসে কলম না পিষে তাহার কোথায় গতি।
ঘরে ও বাহিরে কুমারী খুঁজিছে আবেগে অতি
শাঁসালো পতি,
—শাঁস দেখে চাই প্রেমেতে পড়া।
কটাক্ষ হানি' ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

অন্যায় যাহা স্বপক্ষে তারি লড়িছে বীর,
শোণিতের স্রোতে ভেসে গেল কত উচ্চ শির।
কত অর্জুনে ভাসাইল কত উর্বশীর
নয়ন নীর,
হইল শেষটা গহনা গড়া।
ছন্দে ও গীতে গাহিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

দর্জির মত বসে আছে কবি কাব্য কলে,
ফরমাস-মত কবিতা-ফতুয়া বানায়ে চলে !
শিল্পীর সেরা ভিড়িছে কুম্ভকারের দলে,
আর্টের ছলে
মূর্তি ফেলিয়া গড়িছে ঘড়া !
গুমরি' গুমরি' ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

পাণ্ডা পুরুত কাটিয়া তিলক রেখেছে টিকি !
সিনেমা দেখায় যুবক যুবতী, 'মাউস মিকি'।
দালাল বলিছে, 'বলুন না স্যার আনিব কি কি'
—পাইনা ঠিকই !
একসাথে সব টনক-নড়া !
ঝরিতেছে লালা—ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

মহাজন ব'সে সুদের হিসাব কষিছে রোজ ;
গুরুদেব কন, 'ভগবান পাবি চোখটা বোজ'
ইয়ার বলিছে, 'চিৎপুরে আজ জমিবে ভোজ,
নে 'অটো রোজ'
ফুলের মালাটা গলাতে জড়া' !
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রয়েছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

হস্ত-লিখন বিচার করিছে গণৎকার,
টং টং টং উঠিছে টাকার টনৎকার,
সমরাঙ্গনে বাজিছে অসির ঝনৎকার
চমৎকার !

সবারই গলায় ফাঁসির দড়া।
অট্ট হাসিয়া কহে মহাকাল
সবাই শকুনি সবাই মড়া।

বনফুলের কবিতা।

সজনীকান্ত দাস

প্রার্থনা

হেই ভগবান, চাকরি জুটিয়ে দাও,
দশটা পাঁচটা আপিস করুক ওরা,
দুপুরে যেন না পা দুটি ছড়িয়ে ব'সে
ফুলকো-কাঁটা ও খাড়া-ডাঁটা সুখে চোষে,
চোষে ও চিবায় আর তার ফাঁকে ফাঁকে
আমাদের মাথা ছেঁচিতে শানায় নোড়া।
ভয়ানক জাত, যে ঘোড়া বেড়ায় চ'ড়ে
প্রত্যহ চায় তারেই করিতে খোঁড়া।

হেই ভগবান, চাকরি জুটিয়ে দাও,
দুপুরে আরামে অনেক ঘুমুল ওরা,
মোরা ঘরে ফিরি সারাদিন খেটে খুটে,
ঘুম আসে চোখে—কিসে তাহা যাবে ছুটে
সারারাত ধ'রে তারি কসরৎ করে,
দুনিয়ায় নাই খুনে উহাদের জোড়া;
চাকুরি জুটিয়ে কেউটেকে, ভগবান,
আপিসে পাঠিয়ে ক'রে দাও তুমি ঢোঁড়া

হেই ভগবান, উহাদেরও দাড়ি-গোঁফ
গজাইয়া দাও—বুক ভ'রে দাও লোমে,
ভিতরে যাদের খোঁচা খোঁচা কড়া দাড়ি,
বাহিরে তারাই থাকে মোলায়েম ভারি;
আর কতকাল চলিবে এ জুয়াচুরি,
দাড়ি-সলিতায় পোড়াও শক্ত মোমে;

বার্লিনে তব অবতার হিট্‌লার
আর মুসোলিনি সার বুঝিয়াছে রোমে।

হেই ভগবান, কাছা কোঁচা গুঁজে দাও,
ধুলায় লুটিয়ে নেতিয়ে আসুক ক্রমে,
ছুটাছুটি করি দু বেলা ট্রামে ও বাসে
বাপ বাপ বলি মূর্চ্ছা পলাবে ত্রাসে,
সব অস্ত্রের সেরা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে একদম যাবে ক'মে ;
থলি হাতে রোজ বাজার করিতে হ'লে
রাজার ছাতিও তিন দিনে যাবে দ'মে।

হেই ভগবান, হেঁসেলের আশ্রয়ে
বাঘের মাসীরে পালন ক'রো না আর।
তাড়া খেয়ে খেয়ে হুলোরা হল্লা করে,
সুখে মেনীদের রেখো না শয়ন-ঘরে—
দোহাই তোমার, বাহিরে ছাড়িয়া দাও,
বুঝুক তাহারা কাকে বলে সংসার,
গহনা-কাপড়ে স্বার্থপরের দল
ডিঙিয়ে মোদের হইতেছে খেয়া পার।

হেই ভগবান, তুমি তো ভুক্তভোগী,
নারদের মুখে শুনিয়াছি সমাচার,
'বিট্রে' করেছ স্বজাতিরে বহুদিন,
থাক কিছুকাল না হয় লক্ষ্মীহীন।
দয়াময় প্রভু, ছাড় ঝুটা 'প্রেস্টিজ',
বয়স তো হ'ল, আর কেন ফেলা চার!

সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে করেছ লীলা,
কলিতে একটু দেখাও ন্যায়বিচার।

হেই ভগবান, শিন্নি মানছি মোরা—
কুচক্রীদের ঘুচাও গিন্নীপনা,
ভুলিয়ে মোদেরে খাওয়াইয়া গাদা গাদা,
বাড়াইয়া ভুঁড়ি করিয়া দিতেছে হাঁদা—
বাধা দিতে গেলে কেঁদে ও দিব্যি দিয়ে
ডবল গিলিলে তবে মানে সান্ত্বনা;
হাতীর সামনে আরশি ধরিয়া ওরা
বলে, পাঁজরের হাড় যে যেতেছে গোনা।

হেই ভগবান, গিয়েছি বরাহ ব'নে,
তবু জিভ নিয়ে বক বক করে খনা,
বহু লাঞ্ছনা সয়েছি দীর্ঘ দিন,
ফোঁস করিলেই শুরু করে 'ম্যাড সিন'—
মোরা কাপুরুষ, কেলেঙ্কারির ভয়ে
ঘুষ দিয়ে দিয়ে করি দেবী-বন্দনা,
হে প্রভু, ওদের এদিকে অন্ধ রেখো,
পড়িয়া না ফেলে মোর এই প্রার্থনা।

। কেডস ও স্যাণ্ডাল।

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার কবিতা

লিখিতে বসেছি আমার কবিতা বাদলের সাঁঝে আজি,
সুমুখে ভৃত্য রয়েছে দাঁড়ায়ে গাঁজার কলিকা সাজি' ;
টেবিলের 'পরে রাখা আছে আর,
অর্দ্ধবোতল দ্রাক্ষার সার—
ও সব না হলে মোটেই আমার
কবিতা ওঠে না বাজি'—
লিখিতে বসেছি আমার কবিতা বাদলের সাঁঝে আজি।

বিক্রমাদিত্য রাজার আমলে গাঁজার দমেরই জোরে,
কালিদাস তার মেঘদূতখানা লিখেছিল অত ক'রে ;
তোমরা বলিবে, তাহা মানিব না,
থাকুক সে কথা ; দিত কি দিত না,
কালিদাস-প্রিয়া তুলে মুখ ফণা,
কবির মুখের 'পরে ?—
কচি খোকা নও বোঝ তো সকলই, কখন ওষুধ ধরে ॥

পদে আছি আমি, টানি মাঝে মাঝে গাঁজার কলিকা শুধু,
হাজার গাঁজার কলিকা জ্বলিছে রমণী অধরে ধুধু ;
প্রিয়া এসে যবে মুখের ওপরে,
মুখ রেখে বুকে কেঁপে কেঁপে মরে,
মেঘদূত লেখে খস খস করে
যে খায় বোতলে হুহু—
বোঝ না কিছুই, চীৎকার কর কালিদাস ব'লে শুধু ॥

বাড়ীর মধ্যে নিছক একেলা, স্তব্ধ নিঝুম রাতি,
পাশের ও ঘরে, রূপসী পাচিকা রাঁধিছে জ্বালায়ে বাতি ;
সুন্দর মুখ, সুন্দর কেশ,
বেশ প্রাণপনে আঁট সাট বেশ,
চোখে মুখে বুকে ষোড়শীর ঠেস.
কাঁদে তিরিশের ছাতি—
পাশের ও ঘরে রূপসী পাচিকা রাঁধিছে জ্বালায়ে বাতি ॥

যাব না কি ছুটে, তাহাব নিকটে, অধর মধুর লাগি ?
বলিব কি তাবে, হে করুণাময়ী, তোমারি করুণা মাগি,
সুন্দর ঐ কম তনু-গাথা
রাঁধিবার তরে গড়েনি বিধাতা,
দাও দূরে ফেলে হাঁড়ি বেড়ি হাতা,
দূরে ফেলে দাও রাগি'—
তুমি না আসিলে, হে মোর কবিতা, কবিতা উঠে না জাগি ॥

ঝর ঝর ঐ ঝরিতেছে বারি, আকাশে চমকে আলো,
হাজারি বেটা তো বাজারে গিয়েছে, সুবিধা হয়েছে ভালো ;
থর-কম্পিত হৃদয়ের 'পরে,
এই বেলা বঁধু এসো তুমি সরে,
এ মোর আঁধার বুকখানা ভ'রে
তোমার প্রদীপ জ্বালো—
নিবে যাক আজ আকাশের চাঁদ, নিবে যাক সব আলো ॥

কুলবধু তুমি, নহ দ্বিচারিণী, লজ্জা লাগিছে নাকি ?
পঞ্চ সতীর পিত্ত গলিল, আর কি রহিল বাকি !
শোন রসময়ী, ওটা থাঁটী ধেনো—
এও বলি তবে, হইবে না কেন ?

এ হেন যুবতী, রূপসী এ হেন,
কিছুতে পড়ে না ফাঁকি—
বিধি বেছে বেছে নিখিলের মধু তারি কাছে যায় রাখি ॥

লজ্জা লাগিছে, কুলবধূ তুমি, একি কথা আজ শুনি ?
তোমারো এতোটা সেকেলে ধরণ তুমি কি গো ঋষি মুণি ?
সকল সময় স্বামীকেই চাই,
একি অদ্ভুত কথা শুনি ভাই ?
আমাদের নাই ওসব বালাই,
এটা ওটা ইনি উনি—
কি এমন দামী, বিবাহিত স্বামী, তাকে এত টানা টুনি।

বিবাহ করেছে যে জন তোমায়, সেজন তোমার স্বামী,
এতো ভালোবাসি পরাণ ভরিয়া, কেহ নহি বুঝি আমি ?
মাসহারা দিয়ে রেখেছি তোমারে,
মনে ভাব বুঝি শুধু রাঁধিবারে ?
রয়েছে বাঁচিয়া এখনো এ হাড়ে
রসিক পুরুষ দামী—
ভগবানে আমি তালাক দিয়েছি, পালাক তোমার স্বামী ॥

শোন কথা রাণী, হাজারি আসবে, সময় মোটেই নাই,
প্রেম আর টাকা, দুই ধরে পাখা, এক নিমেষেই ভাই ;
যাবে দিন মাস হাজারে হাজারে
আবার হাজারি যাবে না বাজারে,
এমন মধুর সিক্ত আধারে
ছুয়ে রেখে এক ঠাঁই—
দু'জনার এই নির্জন রাতি মিছে পুড়ে হবে ছাই।

* * * *

এসেছে হাজারি, ঐ কড়া নাড়ে, আর কেন মিছে ছল ?
যাক উড়ে যাক, এক ফুৎকারে, স্বপন তাজমহল ;
আসলে, পাচিকা পরকীয়া নহে,
মোরে নিশদিন কোলে ক'রে রহে,
বিবাহ করেছি, মিলনে বিরহে
ঐ শুধু সম্বল—
এক ঘেঁয়ে জ্বরে পচে গেছে মুখ, তাই এই অম্বল॥

জলের গেলাস নেড়ে নেড়ে যদি শরবত বলে খাই
টাইম-টেবল্ বই খানা খুলে যদি আমেরিকা যাই ;
স্বকীয়াকে যদি পরকীয়া ভাবি,
চল্লিশে করি সতেরোকে দাবি ;
খাবি খেতে খেতে যদি মৃগ নাভি,
পেটে পেকে ওঠে ভাই—
কেন রাগ কবো, হাততালি দিয়ে, বলো তাই, তাই, তাই॥

একুশটা মেয়ে।

কমলাকান্ত

হর-পার্বতী সংবাদ

(১৩৬০)

হর প্রতি হৈমবতী সসঙ্কোচে কন
শুভ বর্ষ ফলাফল করহ কথন ॥
কেবা রাজা, কেবা মন্ত্রী, কেবা কোট্টপাল,
কোন্ গোষ্ঠে কেবা হইল কাহার রাখাল ॥
শ্বেতরাজ্য, রক্তরাজ্য, পীতরাজ্য আছে,
শুনিয়াছি এই মতো নন্দী-ভৃঙ্গি কাছে ॥
কে জন্মিল, কে মরিল, কেইবা রহিল
কে মারিল সুকৌশলে কাহার তবিল ॥
এই সব গূঢ়তত্ত্ব জানিতে অন্তর
হ'য়েছে ব্যাকুল অতি শোন মহেশ্বর ॥
এত শুনি মহাদেব বলে হরপ্রিয়া
শোন বর্ষফলাফল হরিষ হইয়া ॥
পৃথিবীতে অবতরি তেরশত ষাট
নূতন প্রভাতে আজ খুলেছে কপাট ॥
শ্বেতরাজ্যে এইবার 'রাজা' হবে 'রাণী'
ব্যাকরণ অভিধান কিছুই না মানি ॥
রক্তরাজ্যে পিতৃহীন সন্তানের দল
পিতার অভাবে প্রায় হইবে পাগল ॥
কি করিতে কি করিবে কিছু নাহি ঠিক
বুকে করাঘাত করি কাঁপাইবে দিক ॥
পীতরাজ্যে এইবার আছে সুখ যোগ
চিয়াং শাসিত দ্বীপে হইবে দুর্ভোগ ॥
জম্বুদ্বীপে আছে যত কর্তাভজা দল
কর্তার না বুঝি মর্ম হইবে বিহ্বল ॥

এক বাক্যে আর অর্থ করিবে তাহারা
ব্যবহারে রুষ্ট হ'য়ে কর্তা দিবে তাড়া ॥
বিশ্ব জুড়ে নামিবেক শান্তির বাদল
হাবুডুবু খাবে সবে হয়ে গলাজল ॥
আরও আশ্চর্য কথা শোনো হরপ্রিয়া
হইবে প্রচুর ধান্য বর্ষন হইয়া ॥
তাহাতেও অনেকের হবে অসন্তোষ,
বলিবেক এ প্রাচুর্য সরকারের দোষ ॥
ধন ধান্য বেশী হবে এ কেমন ধারা
তাহ'লে যে রাজনীতি মাঠে যাবে মারা ॥
আরো আছে গুহ্য বার্তা বিষম বিস্ময়
জন্মিবে কতক লোক জানিহ নিশ্চয় ॥
তার মধ্যে কিছু ধলা, কিছু হবে কালো,
কারো হবে মাথা চ্যাপ্টা, কাহারো গোলালো।
জন্মিবে যেমন লোক, মরিবে কতক,
পাকা আম মিষ্ট হবে, কাঁচা আম টক ॥
উড়িবে আকাশে পাখী, জন্তুরা হাঁটিবে,
কি আশ্চর্য জলাশয়ে মৎস্য সাঁতারিবে ॥
ছেলেরা কাঁদিবে আর বুড়োরা কাশিবে,
রাত্রিকালে জননীরা মশক নাশিবে ॥
সকল দেশের মধ্যে বঙ্গদেশ সেরা
নিদ্রা দিয়ে তৈরী সে যে স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা ॥
সরল শিশুর মতো এ দেশের বৃদ্ধ
বালকে বৃদ্ধের মতো প্রায় বাক্‌সিদ্ধ ॥
বালকেরা বক্তা হেতা বৃদ্ধজন শ্রোতা
এ দেশের বর্ষফল শোনো গিরিসুতা ॥
এতটুকু দেশ তার এত বড় মাথা
ত্রিধা ভঙ্গ বঙ্গদেশে পুরী কলিকাতা ॥

বিধান সভায় হেথা চলিবেক গোল
অধিকাংশ সভ্য দিবে গোলে হরিবোল ॥
গণ্ডায় মিলাবে 'আণ্ডা' হত মহারথী
অতিবৃদ্ধ কারো কারো হবে ভীমরথী ॥
মনুমেণ্ট বেচারীর না মিলিবে স্বস্তি
পাদদেশে নিত্য হবে বাগ্মিতার কুস্তি ॥
পাকিস্তান দিবে পাট, বঙ্গ দিবে কয়লা,
দুধে জল আরও বেশী দিবে বুড়ো গয়লা ॥
মাঝে মাঝে কিল খাবে টিকিট চেকার
সংখ্যায় যাইবে বেড়ে দেশের বেকার ॥
সংবাদপত্রের যত বাড়িবেক কাট্‌তি
অন্যসব ব্যবসায়ে চলিবেক ঘাট্‌তি ॥
মোট কথা বাঙ্গালীরা থাকিবে তেমন
তেরশত ঊনষাটে আছিল যেমন ॥
এ বছরে হইবেক ঠিক বারো মাস
আশ্বিনে না হবে দোল, ফাগুনে না রাস ॥
সপ্তাহেতে সাত দিন হইবেক প্রিয়া,
দিনেতে চব্বিশ দণ্ড লইও গুনিয়া ॥
শুভ বর্ষ ফলাফল শুনিলে যা সতী
অন্তরে রাখিয়া দিয়ো সঙ্গোপনে অতি ॥
নন্দী-ভৃঙ্গি মুখে তুমি শুনিয়াছ সার
কমলাকান্তের মুখে শুনিলে আবার ॥
ইহাতেও দিব্যচক্ষু নাহি যদি ফোটে
তোমাতে শিখাতে পারি বুদ্ধি নাই ঘটে ॥
বোঝো আর নাই বোঝো, করিও না ফাঁস
অন্যথায় বিশ্বময় দেখা দিবে ত্রাস ॥

সুনির্মল বসু

হবুচন্দ্রের আইন

হবুচন্দ্র রাজা বলেন গবুচন্দ্রে ডেকে—
"আইন জারি করে দিও রাজ্যেতে আজ থেকে,
মোর রাজ্যের ভিতর
হোক্‌না ধনী, হোক্‌না গরীব, ভদ্র কিম্বা ইতর,
কাঁদ্‌তে কেহ পারবে না'কো, যতই মরুক শোকে—
হাস্‌বে আমার যতেক প্রজা, হাস্‌বে যত লোকে।
শান্ত্রী-সেপাই, প্যায়দা-পাইক ঘুরবে ছদ্মবেশে,
কাঁদ্‌লে কেহ, আনবে বেঁধে, শাস্তি হবে শেষে।"
বল্লে গবু—"হুজুর,—
ভয় যদি কেউ পায় কখনো দৈত্য, দানা, জুজুর,
কিম্বা যদি পিছ্‌লে প'ড়ে মুণ্ডু ফাটায় কেহ,
গাড়ীর তলে কারুর যদি থেঁত্‌লিয়ে যায় দেহ;
কিম্বা যদি কোনো প্রজার কান তুটি যায় কাটা,
কিম্বা যদি পড়ে কারুর পিঠের উপর ঝাঁটা;
সত্যিকারের বিপন্ন হয় যদি,
তবুও কি, সবাই তারা হাস্‌বে নিরবধি?"
রাজা বলেন,—"গবু,
আমার আইন সকল প্রজার মান্‌তে হবে তবু।
কেউ যদি হয় খুন বা জখম, হাড্ডিতে ঘুণ ধরে,
পাঁজরা যদি ঝাঁঝরা হ'য়ে মজ্জা ঝরে পড়ে,
ঠ্যাংটি ভাঙ্গে হাতটি কাটে, ভুঁড়িটি যায় ফেঁসে,
অন্ধকারে স্কন্ধ কাটা ঘাড়টি ধরে ঠেসে,
কিম্বা যদি ধড়ের থেকে মুণ্ডুটি যায় উড়ে,
কাঁদতে কেহ পারবে নাক বিশ্রী বিকট সুরে

হবুচন্দ্রের দেশে—
মরতে যদি হয় কখনো, মরতে হবে হেসে।"
পিটিয়ে দিল ঢ্যাঁড়া গবু রাজার আদেশ পেয়ে—
"কাঁদ্‌তে কেহ পারবে না আর, পুরুষ কিম্বা মেয়ে;
যতই শোকের কারণ ঘটুক হাস্‌তে হবে তবু"—
আদেশ দিলেন রাজাধিরাজ হবু;
রাজার আদেশ কেউ যদি যায় ভুলে,
চড়্‌তে হবে শূলে।"
সেদিন হ'তে হবুর দেশে উল্টে গেল রীতি,
হর্‌রা-হাসির হট্টগোলে,
অট্ট-হাসির অট্টরোলে,
জাগলো তুফান নিতি।
হাসির যেন ঝড় বয়ে যায় রাজ্যখানি জুড়ে,
সবাই হাসে যখন তখন প্রাণ-কাঁপানো সুরে।
প্যায়দা-পাইক ছদ্মবেশে হন্দ অবিরত,
কান্না কারো শুন্‌তে না পায়, হাঁপায় রীতিমত।
সবাই হাসে আশে-পাশে,
বিষম খেয়ে ভীষণ হাসে,
আস্তাবলে সহিস হাসে, আস্তাকুঁড়ে মেথর,
হাসছে যত মুমূর্ষুরা হাসপাতালের ভেতর।
আইন জেনে সর্বনেশে
ঘাটের মড়া উঠ্‌ছে হেসে,
বেতো-রুগী দেঁতো-হাসি হাস্‌ছে বসে ঘরে,
কাশতে গিয়ে কেশো-বুড়ো হাস্‌তে সুরু করে
হাস্‌ছে দেশের ন্যাংলাফ্যাচাং হ্যাংলা-হাঁদা যত,
গোমড়া-উদো-নোংড়া-ডেপো-চ্যাংড়া শত শত;
কেউ কাঁদেনা কান্না পেলেও,
কেউ কাঁদেনা গাঁট্টা খেলেও,

পাঠশালাতে বেত্র খেয়ে ছাত্রদলে হাসে,
কান্না ভুলে শিশুর দলে হাস্‌ছে অনায়াসে।
রাজা হবু বলেন আবার গবুচন্দ্রে ডাকি,
"আমার আইন মেনে সবাই আমায় দিলে ফাঁকি?
রাজ্যে আমার কাঁদার কথা সবাই গেল ভুলে,
কেউ গেলনা শূলে?
একটা লোকও পেলাম না এইবারে—
শূলে চড়াই যারে।
নিয়ম আমার কড়া—
প্রতিদিনই একটি লোকের শূলেতে চাই চড়া।
যা হোক্, আজই সাঁঝের আগে শূলে দেবার তরে—
যে করে হোক্ একটি মানুষ আনতে হবে ধ'রে।"

গবুচন্দ্র বল্লে হেসে চেয়ে রাজার মুখে,
"কাঁদতে পারে এমন মানুষ নাই যে এ মুল্লুকে;
আমি না হয় নিজেই কেঁদে আইন ভেঙ্গে তবে
চড়ব শূলে, মহারাজের নিয়ম রক্ষা হবে।
কিন্তু একি, আমিও যে কাঁদ্‌তে গেছি ভুলে,
কেমন ক'রে চড়ব তবে শূলে?"
রাজা বলেন, "তোমার মত মূর্খ দেখি না-যে,
কাঁদতে তুমি ভুলে গেলে এই কদিনের মাঝে?
এই ছাখোনা কাঁদে কেমন করে—"
এই না ব'লে হবু রাজা কেঁদে ফেল্লেন জোরে।
মন্ত্রী গবু বল্লে তখন "এবার তবে রাজা—
নিজের আইন পালন করুন, গ্রহণ করুন সাজা।"
বলেন হবু "আমার হুকুম নড়বেনা একচুল,
আমার সাজা আমিই নেব, তৈরি কর শূল।"

অখিল নিয়োগী

সুবিধাবাদীর ছড়া

চারদিকে যে লাগলো রে ভাই ডামা-ডোলের গোল—
আমি তখন টানছি ব'সে নিজের কোলে ঝোল।
তোদের সবার হিত যদি চাস্—
আমায় এসে ভোট দিয়ে যাস্
আমার পাতেই দিস্‌রে ফেলে বড় মাছের কোল।
আপন ভালো চাস? আমারে মাচায় নিয়ে তোল্।
বলবো আমি বহুৎ বুলি…লম্বা অনেক বাৎ
সকল সময় ঘুরবি পিছে, থাকবি আমার সাথ।
'বড়' কথার শুন্‌বি মানে?
তাকাস সদাই আমার পানে!
চাবি-কাঠি খোলার কাজে আছেই আমার হাত।
বড় করে দেখ্ আমারে—তবেই হবে মাৎ।
গান যদি বা গাইতে রে হয়, গা'বি আমার গান,
সকাল সাঁঝে তবেই সবার ঠাণ্ডা হবে প্রাণ!
আমার ছবি বাঁধাই ক'রে
রাখ্ টাঙিয়ে সকল ঘরে,—
থালা ভরা সকল ঝোলই আমার দিকে টান্—
মহাপুরুষ হ'য়ে আমি থাকবো ক'রে ভান॥
দেশের ভালো চাস্ যদি ত' আমার ভালো কর্
চাল-কলা সব সাজিয়ে নিয়ে আমার কাছে ধর্।
আমি তখন আন্‌মনা ভাব—
ওই ত' আমার ভুলো স্বভাব
গোপন পথে নিজের পানে ঝোল টানি সত্বর—
ডামাডোলের বণ্যাতে সব তখন ডুবে মর্॥

। যষ্টি-মধু।

কানাই সামন্ত

দুধ খাও

শুনেছ কী বলেছেন সদাশয় সরকার ?
দুধ অতি উত্তম, দুধ খাওয়া দরকার।
দুধ খেলে চোখে বাড়ে জেল্লা,
গায়ে এত জোর হয়
দেহ যেন দেহ নয়,
গড়খাই কেল্লা—
কী ভীষণ মজবুৎ!
পঞ্জাবী রজ্‌পুত
অদম্য যুদ্ধে
হাঁক ছাড়ে, ডাক ছাড়ে 'দুধ দে'।

বলেছেন এই শুনি মহামুনি চার্বাক,
টাকাকড়ি থাক্‌ আর নাই থাক্‌
খুব ক'রে দুধ খাও,
খুব ক'রে খাও ঘি—
ছাখো ধার পাও কি!
আসল সুধে কী কাজ? সুদ দাও,
না'ই দাও, জাম্‌বাটী পেতে বলো 'দুধ দাও'।
পাঁচ সের, দশ সের—'আরে আরে থাক্‌ থাক্‌,
যে বলে সে বীর নাকি? চার্বাক
ব'লে যা গেছেন শুনি মহামুনি তাঁর বাক্‌
(ম্লেচ্ছ যবন নই, আমরা তো আর্য ই)
মানব না? বলছ কী! দুধ খাওয়া ধার্যই।
এই জেনো করণীয়, এই জেনো কার্যই।

ধর্মের পন্থা ন বিদ্যতে অন্য।
মর্ম কি ভিদ্যতে ? বলো দুধ খাব না কিজন্য ?
দুধ কৈ ? অতএব দুধ কৈ ?

আঁখি মেলে দ্যাখ্ ঐ
আহারে ও অনাহারে গোরু প্রায় সবই শেষ।
ছটাক খানেক দুধ থাকে যদি অবশেষ
মণ মণ জল ঢেলে গোয়ালারা ঘর-ঘর
বিলি ক'রে বেড়াচ্ছে— সত্বর
ছাঁকনি ঢাকনি আর ঘড়া ঘটি বের কর্।

। নীরঞ্জনা।

* 'আহারে ও অনাহারে' অর্থাৎ গোখাদকদের আহারে আর গোরুর অনাহারে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

'খুকু ও খোকা'

তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো !—তার বেলা ?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী !—তার বেলা ?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা অফিস ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসার !—তার বেলা ?

যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব-উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট !—তার বেলা ?

তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো !—তার বেলা

। রাঙাধানের খৈ।

অপরাজিতা দেবী

স্ক্যাণ্ডাল্

রঞ্জা রায়ের ব্যাপার কিছুই জানিস্‌নে তুই ;—শোন্—
কম মেয়ে নয় আইবুড়ো ওই ধাড়ী !
ওর যে খবর সব জানি,—ও' রজত্ রায়ের বোন্,—
ডোভার রোড়ের মোড়েই ওদের বাড়ী।
বাপ ছিল ওর বা-র এ্যাট্‌ল্যা' বিখ্যাত এস্ ঘোষ,
—বেজায় রকম মাতাল ছিলেন শুনি !—
স্যার্ পি, এম,—ঐ চীফ্‌জাষ্টিস্—পূর্ণ মোহন বোস্—
জানিস্‌নে ? তাঁর ভাগ্নী যে হন্ উনি !

ধনীর ঘরের মস্ত মেয়ের নাচটা কিছুই নয়,
—গরীব হলেই উঠ্‌তো ঢিঢিক্কার।
বাপ বড়লোক ! হাকিম মাতুল !!—কাকেই বা ওর ভয়।
টাকার চাকায় চল্‌চে সবিই তার !
ওর দাদা সেই এচ্, কে,' মিটার,—'ভাই' নয় ওর ?....তবে ?...
ব্লাড্‌রিলেশন্ নেইকো কিছুই…হ্যাৎ !!
—দূর সুবাদের কাজীন্-ব্রাদার্ ?…হয় তো বা তাই হবে !—
ওদের বাড়ীর সব-ই তো অদ্‌ভূত্ !!

ওই ভ্যাগাবণ্ড্ এচ্, কে মিটার—নেই কোন চাল্ চুলো,—
'রায়-লজে' রোজ আড্ডা দেওয়াই কাজ !....
…কে বোল্‌লে ? ওর বোম্বে পুনায় ব্যবসা অনেকগুলো ?
ব্লাফ্ দিয়ে যায় !—আচ্ছা তো চালবাজ্ !!
আমার দিদির ননদ রেবার পিস্‌শাশুড়ীর মেয়ে
ওদের বাড়ীর হাঁড়ীর খবর রাখে।

চিন্‌লে যেদিন গোরার স্বরূপ—জান্‌লে আসল হাল্‌—
চাবুক নিয়েই করলে সেদিন তাড়া।

বছর খানেক উধাও ছিলেন, পশ্চিমে কোন্‌ দেশে,
সেদিন হঠাৎ এম্পায়ারের নাচে,—
ছিপছিপে এক ফরসা মেয়ের জড়িয়ে কোমর এসে
বোস্‌লো আমার সীটের খুবই কাছে।
সেদিন আবার আমার পাশেই চাটুয্যেদের 'হেনা'
তার পাশেই সেই চৌধুরীদের 'রমা'।
শুনিস্‌নি ওর প্রেমের রোম্যান্স্‌?—জান্‌তো পাড়ার কে না?
ওর স্বামী ভাই করলে সে-সব ক্ষমা॥

—ওদের ব্যাপার মিষ্টীরিয়াস্‌ পাটনাতে ওর বাপ
নামজাদা এক উকীল ছিলেন নাকি!
ওর মা ছিলেন বদ্ধ পাগল, গঙ্গাতে দ্যান ঝাঁপ্‌,—
কেউ বলে তাঁর মরার কথাই ফাঁকি!
মাথার বেঠিক্‌—মিথ্যেগুজব,-সত্যি তো নয় সেটা,
—স্বভাবটা তাঁর খারাপ ছিলই মোট্‌!
—স্বামীর বিশেষ বন্ধু কে এক—আসল ব্যাপার যেটা—
হঠাৎ "ইলোপ্‌"—এ-ইতো পাড়ায় ঘোঁট্‌।

এ্যাটর্নী ঐ সুরেশ ঘোষাল—পটল ডাঙ্গায় বাড়ী,
যার জুড়ী আর জোচ্চোর নেই দেশে!
উনিই রমার নিজের ভাসুর,—বদ্‌মায়েসের ধাড়ী
ভাইপোকে তাঁর তাড়িয়ে দিলেন শেষে॥
...জানিস না?—ওর বাপ থাকতেই যে-ভাই গেলেন মারা,
তার ছেলেরই হাতিয়ে বিষয় পরে—

এক কাপড়েই বিদায় দিলেন—চামার এমন ধারা ;—
ভাগের সরিক রাখলে না আর ঘরে।

সংসারটাই এমনি রে ভাই, যেদিক পানেই তাকা,
সব খানেতেই চলছে কেবল এ-ই।
জাল জালিয়াৎ ধাপ্পাবাজীর প্রধান কারণ—টাকা ;—
…ব্যর্থ জীবন অর্থ যাদের নেই।

* * *

সন্ধ্যে কখন উৎরেছে ?…ঈশ্, রাত্রি ঘনায় যে রে।
কথায় কথায় হয়নি খেয়াল আর।…
…ষাট যদি না-ই পারিস্ নিদেন্ পঁচিশ টাকাই দে রে
—মাসকাবারেই শোধ দেবো তোর ধারা
থ্যাঙ্ক ইউ! যাই আজকে এখন ; যাবার পথেই ফের্
মিনার মায়ের খোঁজটা নিতেও হবে
শুনতে পেলুম চল্‌ছে আজও পুলিশ-কেসের জের্—
—জানিস্ কি তুই মিটবে ব্যাপার কবে ?—
—রঞ্জা রায় আর এচ্ মিটারের কাণ্ডটা ভাই আজ
আধখানা বই হোলই না আর শেষ।…
আর কোনোদিন বোলবো তখন্—আজকে অনেক কাজ!—
…কাল সকালেই আসবো আবার ?—বেশ।

। আঙিনার ফুল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মহামায়া

রেশন উঠেছে বটে,
‘পাঁচশালা’ আশা শুনি
পর্যাপ্তের চেয়ে পূর্ণ বেশী ;
তবু মাছ দুধ আক্রা
পণ্য সবই তাই।
হন্তদন্ত পড়ি মরি
ট্রাম বাস ছুটে ধরে’
ঝুলে ঝুলে যাই।
শহরে টু-লেট নেই,
প্ল্যাটফর্মে পুলিশ পাহারা,
অদম্য উৎসাহ তবু ;
পরিত্যক্ত গ্যারেজ গোয়ালে
সাজিয়ে মঙ্গল ঘট
অহর্নিশি নিনাদিত
গ্রামোফন লাউড স্পীকারে
ভক্তি-উচ্ছ্বসিত চিত্ত,
নতুন পাঞ্জাবি ধুতি শাড়ি ও ব্লাউজ,
(কোথায় কি করে কেনা, প্রশ্ন অবান্তর)
পরে সেজে ষোড়শোপচারে
শারদীয়া (কোথায় শরৎ ? রাজপথে বিলম্বিত
বৃষ্টির কর্দম) পূজা করি
চতুবর্গ-ফল লোভী আমরা বেহায়া।
নইলে তোমার নাম হবে-ই-বা কেন মহামায়া !

। লোক সেবক।

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ছেলে বেলার যেদিন গেছে

ভ্যাবোল তখন ভাঁজতো মুগুর কস্‌তো গুপে 'গ্রিপ,'
ভাবতো হবে গামার মত দু'টি,
আমার সদাই সঙ্গী ছিল মৎস্য ধরার ছিপ,
চার ছড়াতে ঘাটে যেতেম ছুটি ;
ক্যাবলা নিতুই ব্যস্ত ছিল গানে এবং নাচে,
নিতাই-পেঁচো দিত কেবল তাই।
গজেন বসেই আঁক্‌তো ছবি প্রাচ্য কলার ধাঁজে,
তার মত যে শিল্পী কোথাও নাই।
নাটুকে দল গড়্‌লো গণেশ নতুন ক্লাব ক'রে ;
ক্লাস নাইনের ছাত্র ছিলেম মোরা ;
আশু স্যারের মারের চোটে ছেলেগুলোই মরে ;
গোরাই ছিল দলের বর্ণচোরা।
লিখিয়ে হবার চাপলো ঝোঁক, ভাবে বিভোর গদা
তারি হয়ে কাল্‌দা' কলম চালায়,
কল্পনারি আতস বাজি উড়িয়ে দিত সদা,
নিতাই এসে নিত্য তারে জ্বালায়।
ফেল করে যে মনের দুখে ছাড়্‌তে হোলো পড়া
পথিক বাবু মোদের গদাধর।
লিখ্‌ছে নানা রঙ্‌বেরঙের গল্প এবং ছড়া,
সাহিত্যে যে বেজায় হোলো দর।
ভ্যাবোল গুপে গজেন পেঁচো ক্যাবলা নিতাই শেষে
চোরা বাজারে লুটছে টাকা আজ।
আমার কপাল গড়িয়ে গিয়ে ব্লাক-আউটে মেশে
গোরাই পেলো 'আই সি-এস'-এর কাজ

তুড়ি মেরেও কাজ বাগাতে সবাই পারে দেখি,
খাতির যে পায় লক্ষ্মীছাড়ার দল।
এই জগতে আমি হ'লেম মস্ত বড় ঢেঁকি,
চাক্‌রি নিয়ে ফেল্‌ছি চোখের জল।

গণেশ এখন নাটমঞ্চে দেখায় আলোর খেলা
ছেলেবেলার সেদিন গেছে, বুঝ্‌ছি এখন ঠেলা।

। পৌষ-পার্বণ।

রামেন্দু দত্ত

কবির অভাব হ'তেই পারে না

'অভাব' 'অভাব' ভাবনা কেবল স্বভাবের দোষ জেনো,
হে কবি-বনিতা, এ নহে ভণিতা, গরীবের কথা মেনো।

কিসের অভাব ? চাল নাই ? বেশ ; দেখাবো ভীষণ 'চাল'
বাঁকায়ে বিঁড়িটা দাঁতে চেপে নিলে, হয়ে যাবে 'বান্-চাল'।
চিবায়ে চিবায়ে কথা কয়ে যাবো, কোঁচটা কুঁচায়ে ধ'রে
যে দেখিবে, ক'বে 'একী চাল !'—আর কি অভাব, কহ তা' মোরে।
'ডাল' নাই ? হের গাছে গাছে ডাল ! এবং কত না গাছ !
'মশেলা' ? দেখ এ দেয়ালে সুর্কি-চূণ-মশেলার কাজ !
'কয়লা ও ঘুঁটে' ? এক্ষুনি উঠে পেড়ে দেবো গোটা দুই
মোটা মোটা বই, চিঠির 'ফাইল', ধরে নাই যা'তে উই।
দরখাস্তের নকলগুলোও তাড়া ক'রে বাঁধা আছে ;
'তরকারি' চাও ? উপরে তাকাও—ঝুলিছে সজিনা গাছে।
ছোট খুকীটার দুধ নাই ? হায়, অকবির কাছে কও—
আজ পূর্ণিমা, দুধের বন্যা, খানিকটা দু'য়ে লও।
কবি-কন্যার আত্মা ও মন, দুয়েরই মিটিবে ক্ষুধা—
'চা'-য়ের অভাব ? দু'জনে দু'কাপ্ খাবো জ্যোছনারই সুধা।
ভাবনা কি প্রিয়ে, যাব না কি নিয়ে কাগজ কলমগুলো ?
হাজারে হাজারে আখর মিলাবো, তাহারি ছন্দে দুলো।
দোলন-ছন্দে বুঁদ হয়ে সব দুঃখ ভুলিয়া যাবো—
'চিনি' নাই ? তুমি পাশে ত রয়েছ ? 'র' জ্যোছনাই খাবো।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের পয়সা কড়ি ?
কবির অভাব হ'তেই পারে না, রয়েছে কলসি দড়ি।
সারাটা ভূতলে কণ্ট্রোল চলে, রোদ বায়ু জলে বাদ

সেগুলো যেদিন ল'বে সরকার, সেইদিন পরমাদ।
দরকারী যাহা, 'কণ্ট্রোল্'-হীন 'কুহু' ও জ্যোস্না ধারা
যত খুশী পাবে সরকারী ঐ পার্মিট্-কার্ড ছাড়া।
রোদে রোদে ঘুরে, হাওয়া পেটে পুরে, পিয়ে পুকুরের জল
এ শরীরে যদি ক'মে থাকে কিছু আধিভৌতিক বল,
আধ্যাত্মিক উন্নতি তরে সেটা প্রশস্ত, প্রিয়ে!
কলমের কালি ফুরায়েছে? বেশ, লিখিব রক্ত দিয়ে।
'ব্লেড্'খানা আনো, এইখানে টানো, ঐ শিশিটায় ধর—
রক্তের চাপে শরীরটা কাঁপে, মাথা ঘুরিতেছে বড়।
অসুখ করেছে? ঐ ত রয়েছে হোমিওপ্যাথিক শিশি
স্বজনাত্মীয় নাই? কেন? ঐ সরকারী 'পদি'-পিসী?
কত 'দাদা' কত 'জ্যাঠা' 'খুড়ো' 'মামা', তুমি আমি ছেলে মেয়ে
আপদে বিপদে প্রতি জনপদে ধন্য হয়েছি পেয়ে!
'আত্মীয়' হ'তে 'পর' আপনার; শোনো, বান্ধবী শোনো
অসময়ে তা'রা 'দূরাত্মীয়' যে, সন্দেহ নেই কোনো!
'পর' ত রাখে না পাবার দাবী যে, আশাও রাখে না কিছু—
'আত্মীয়' যত না পেলে গরম; নহিলে মাথাটি নীচু।
এ সার-সত্য— ছেলে, মেয়ে, বৌ, মা, ভাই, বাপেরও বেলা,
কপাল ভাঙিলে পরের চেয়েও করে তা'রা অবহেলা॥
কবির মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া কত লোক খেল রস—
পেটের জ্বালায় দুয়ারে দাঁড়ালে তা'রা গায় অপযশ।
তাই বলি প্রিয়ে 'ফিলজফি' দিয়ে ভরাও অভাবগুলো—
পেটে মারো কিল, দোরে দাও খিল, চোখে ঠুলি, কানে তুলো।
'অভাব' 'অভাব' ব'লো না প্রেয়সী—ভাবের অভাব হ'লে
সত্য অভাব ঘটিবে সেদিন, হনলুলু যাবো চ'লে।
তোমার অভাবে? কিছুই হবে না; কল্পলোকের মাঝে
তিলে তিলে রচা 'তিলোত্তমা' সে রূপে অনুপমা, আছে॥

। ভারতবর্ষ।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ফাউ

কে না ভালোবাসে ফাউ ?
এক ফালি অতিরিক্ত
কুমড়ো অথবা লাউ
চিংড়ি না পেলে তিক্ত।

বিয়ের সঙ্গে বৌভাত
বৌয়ের পিছনে শালী
জমিদারী আর গেঁটে বাত
যেন জার্ম্মানি-ইটালী।

ক্যুপন নইলে সিগারেট
জলযোগহীন চা !
নেশা, বিনা সবি নিরেট
কোল খালি হলে মা !

কিসের সোশ্যাল ফংশন
যদি না মেয়েরা নাচে !
বিফল হৃদয়-জ্যংশন
অধরের সুধা যাচে।

সওদা জমে না মোটেই
প্রতারণা ফাউ বৈ
জীবনের মানে নেই
অন্ততঃ হৈ-চৈ।

এক পয়সায় একটি
কবিতা কিম্বা কলা
ফাউ-সহযোগে মিষ্টি
প্রেমের সঙ্গে ছলা।

চন্দ্রকলা।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

অতিথি

সেদিন তো যেতে যেতে দেখলাম হায়,
দুর্গত এক
শুয়ে আছে লাট হয়ে লাটের বাড়ীর দরজায়
অস্থিসার ভারতের অস্তিত্বের সীমান্ত-বজায়
দুর্গত এক—
নারায়ণ, দরিদ্র বেজায়,
শুয়ে আছে শেষ নাগে অনন্ত শয্যায়।
ধনী ও দালালে মিলে
মেরে কি করেছে ওরে লাট ?
জলে যথা জল বাধে, তদ্রূপ প্রথায়,
তাই সে ঠেকেছে শেষে এসে
লাট বেলাটের মোহনায় ?
আরো একজন—যদি খুঁজি,
অবিকল ওর মতো এক
ছিল বুঝি ওখানে কোথায়।
সূক্ষ্মরূপে নিরখিলে
দুর্গতই, বিকল্পে, দূরগত বলা যায়।
সাত সমুদ্রের পার হতে, বিচিত্র স্থাখ—
কালোদের ভালবেসে,
সেও তো এসেছে বুঝি
একটু রুটির প্রত্যাশায়।

কে এলো কাহার অন্বেষণে,
তাই ভাবি মনে॥

। আমার লেখা।

অজিত দত্ত

ফানুস

ফানুসেরো দিন আছে ; উঁচু থেকে ওঠে সে উঁচুতে,
নিচের লোকেরা ভাবে সে-ও বুঝি তারারি সামিল।
গরম বাতাসে ফেঁপে মহাশূন্যে করে কিলবিল,
অহংকারে ডগমগ,—কার সাধ্য পারে তারে ছুঁতে ?
ফানুসেরো দিন আছে ; চুপসানো যদিও শুরুতে—
পেটে তাপ পেলে হয় চাঁদ-খেকো যেন তিমিঙ্গিল।
রঙিন পোশাকে করে মোমের আলোয় ঝিলমিল,
যোজন-যোজন উড়ে চলে যায় বাতাসের ফুঁতে।

অতি-সস্তা, শিশু তোষ্য, শূন্যগর্ভ রঙিন কাগজ
দশচক্রে ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের চক্ষে দেয় ধোঁয়া,
গম্ভীর মন্থর চালে অন্তরীক্ষে চলে ধূম্রধ্বজ,
নিম্নবর্তী মন্তব্যের বিন্দুমাত্র করে না পরোয়া
যতক্ষণ ঊর্ধ্বগামী ততক্ষণ সে-ও তো দিগ্‌গজ,
সুদূরে বিহার তার একমাত্র এ-টুকু বাঁচোয়া॥

। ছায়ার আলপনা।

বুদ্ধদেব বসু

ইচ্ছে

ইচ্ছে করে, মাগো. আবার ছেলেমানুষ হই,
ঘরের কোণে চুপটি ক'রে একলা বসে'রই।
ডাকবে না কেউ ক্ষণে ক্ষণে—আছেন অমুক বাবু?
গায়ে পড়ে তর্ক ক'রে করবে না কেউ কাবু।
চাইবে না কেউ দলে টানতে, ডাকবে না কেউ সভায়,
দয়া ক'রে আসবেন না হিতৈষীরা সবাই
ঠিক কথাটা বুঝিয়ে দিতে, কিংবা নিতে সই।—
ইচ্ছে করে, মাগো, আবার ছেলে মানুষ হই।

আজ আমি আর আমার তো নেই, খুলেছি এক দোকান,
সবই সেথায় চলছে, শুধু আমার ইচ্ছে no can।
বারোটা মাস ব্যস্ত আছি হাজার কাজের তাড়ায়,
ঘণ্টা-মিনিট আমার জন্যে একটুও কি দাঁড়ায়।
কেন-যে এই ব্যস্ত থাকা, নিজেই বুঝিনে তা,
শুধু জানি ভদ্রলোকের ব্যস্ত থাকাই কেতা।
কেন যে দিন কাটাবো না সকাল থেকে শুয়ে,
জানলা দিয়ে আকাশটাকে চক্ষু দিয়ে ছুঁয়ে,
ড্রয়িং-ছাড়া ইচ্ছে-ছবি আঁকবো না খুব ক'ষে,
বেসুরো গান গাইবো না বা আপন মনে ব'সে—
কেউ কি পারে জবাব দিতে, বলতে পারে কারণ?
একমাত্র কথা, এ সব ভদ্রলোকের বারণ।
যা-হোক কিছু নিয়ে তাই তো কিছু-একটা করছি,
একটার শেষ হবার আগেই আরো একটা ধরছি।
পণ্ডিতেরা চশমা এঁটে কাজটা করেন জরিফ।
অনেকটা তার ঠোঁট-বাঁকানো, একটুখানি তারিফ।

কেউ বা বলেন, 'ওহে, তোমার কলম তো নয় মন্দ,
আমার মতটা মেনে নিলেই থাকে না আর দ্বন্দ্ব'।
কলমটাকে খাওয়াতে এক মহাজনের নিমক
কত সূক্ষ্ম সদুপদেশ, কত রুক্ষ ধমক।
ভাবতে হবে দেশের কথা, বুঝতে হবে সবি,
ইকনমিক্স, উড়ো কেল্লা, ফসল, ফিলজফি।
বুদ্ধির ঢিল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে আমায় করে জখম—
আমি কেবল এইটে বুঝি, আমি অন্য রকম।
আমার যেটা ভালো লাগে সেটাই জানি ভালো,
আপন মনের তেলটুকুতেই জ্বলে আমার আলো।
গঙ্গাজলে কমছে কেন ইলিশ মাছের সংখ্যা,
অভাব কেন বাড়ে, যতই বাড়ে কাগজ-টঙ্কা।
একজনেরা কামান ছুঁড়ে কেন যে হয় পাতক,
উল্টো দিকেও যখন দেখি তেমনিতর ঘাতক—
বলো তো, মা, এ-সব প্রশ্ন সমাধানের জন্য
জ্ঞানীজনের সভায় কেন আমার নেমন্তন্ন?
নানান পাড়া থেকে যতই হোক না আক্রমণ,
কক্ষনো হবো না কোনো মতের মাইক্রোফোন।
যদি হতাম ছোটো, ওরা আমায় দিতো ছুটি,
মূর্খ ভেবে চোখ রাঙিয়ে করতো না ভিরকুটি।
থাকতে পেতাম যেমন খুশি ছোট্টো ঘরের কোণে,
হিল্লোলিত হতাম হাওয়ার অস্ফুট-কম্পনে।
ঐ যে তোমার তুলসী গাছে ফোটে সবুজ পাতা,
ওরই মতন আপনি খোলে আমার মনের খাতা।
অমনি কেঁপে, অমনি চুপে ছেলেমানুষ আমি,
আছি যে এই পরম সুখে ভুলি নিজের নামই।
আসল আমি ঐটে ছাড়া কিচ্ছু তো আর নই,
ইচ্ছে করে তাই তো, আবার ছেলেমানুষ হই

। বারো মাসের ছড়া।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

গৃহলক্ষ্মী

ভুখা রোগে ভুগে ভুগে মরে গেল বণিতা
তার চিতালোকে বসি লিখি এই কবিতা।
হাড় মাস জ্বলিতেছে, জ্বলে সারা অঙ্গ।
আগুনেরে বুকে লয়ে প্রেমের কী রঙ্গ!
মুখখানি ছিল নাকি ফোটা ফুল পদ্ম
আজ দেখ সেই মুখ ছাই পোড়া গন্ধ!

দেখে দেখে হাসি পায়, নেশা লাগে চক্ষে?
ভাগ্যস্ মরে গেল, ছিল না তো রক্ষে!
ভাত চাই, ডাল চাই, ব্যারামটা শক্ত
তার চেয়ে গলা দিয়ে পড়ুক না রক্ত?
পতির কোলেতে মরা সতীদের ধর্ম্ম
দুজনের বেঁচে থাকা বড় অপকর্ম্ম!

অতএব মরো তুমি, যাও তুমি সগ্গে
তুমি যে শহীদ হলে দেশহিত যজ্ঞে।
এর পরে মাঠে মাঠে হবে কত ধান্য
(মন্ত্রীরা মসনদে আরও হবে মান্য)।
তোমার ভিটায় আজ চরে ঘুঘু পক্ষী?—
চরুক না, ক্ষতি কি বা?—তুমি গৃহলক্ষ্মী!

আরে আরে নেভে চিতা, তাপ নাই কাষ্ঠে?
পুড়িবে না বউ এক, এত বড় রাষ্ট্রে?
ভালো কথা, খুলে নিই দু'কানের মাকড়ি
দাম দিতে হবে জেনো পোড়াবার লাকড়ি!

। শারদীয় যুগান্তর '৬৪ ।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

উর্বশী ঃ মহাযুদ্ধ সংস্করণ

উর্বশী তুমি আমারই পাড়ার মেয়ে—
যদিও অনেক রুজ লাগিয়েছো গালে,
মোজা গোঁজা খোঁপা বেঁধেছো রেশমি জালে,
সুর্মা মাখানো দু'চোখের কোণ ছেয়ে
যদিও মদিরা অচেনা আমেজ ঢালে।

ফৌজী ব্যারাকে বিলেতী হোটেলে ঢুকে
যদিও বেদম চুমুক দিচ্ছো গ্লাসে—
সুরা টলমল বিদেশীর বাহু পাশে
বিলিয়ে দিচ্ছো আপনাকে কৌতুকে,
যদিও দুমুঠো ফাঁপাই নোটের আশে।

যদিও এসেছো বহু বহু পথ হেঁটে
কেরাণী বাপের কুলীন রক্ত বেয়ে—
উর্বশী তুমি আমারই পাড়ার মেয়ে,
চিনতে হয় না বেশী পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে,
চোখই ধরা দেয় দু'চোখের মাথা খেয়ে।

হায় উর্বশী, স্বর্গ গিয়েছে ধ্বসে'
মর্ত্তে ক্ষুধার দাহ জ্বলে গনগনে—
রুটি হয়ে চাঁদ ধূসর দিগঙ্গণে
টিটকারি দেয় প্রতি রাত্তে বসে বসে,
তাই ডেন ছেড়ে ঘোরো যে এডেন বনে!

শারদীয়া হসন্তিকা।

বিমল চন্দ্র ঘোষ

চাকরী করো

সেদিন বোঝাতে এলো হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু একজন;
পরম বিজ্ঞের মতো সুচিন্তিত হিসেবী-ভাষণে :
'অর্থহীন বিদ্রোহের কাব্য লেখা ছেড়ে
সংসারের মুখ চেয়ে,
চাকরী করো সদাশয় সরকারের বশংবদ হ'য়ে।'
সে কথায় হেঁচে উঠে ল্যাজ তুলে পালালো গরুটা
পাষাণ ফুটপাত থেকে ;
ট্রামের পা-দানী ফস্কে পড়ে গেল সরকারী পিওন
ছাঁটায়ের ফাইলের চাপে !
তারা খসে গেল শূন্যে ;
চরকা-আঁকা তেরঙা পতাকা
শাঁ শাঁ করে উড়ে গেল গরুর হাঁচির হাওয়া লেগে,
খাড়া হ'ল কুকুরের ল্যাজ
যে কুকুর হন্যে হয়ে রাজপথ আলো ক'রে ঘোরে !

তবুও বোঝালো বন্ধু, 'কাব্য লেখা ছেড়ে
চাকরী করো, ছাড়ো মিছে বিদ্রোহ-বিলাস !'
সে কথায় খাটে-শোওয়া মড়া
শব-বাহীদের কাঁধে উঠে বসে তাকালো বিস্ময়ে
ভ্রুকুটি কুটীল চোখে।
সে কথায় বাঘমুখো-দোতলা বাসের
টায়ার বিদীর্ণ হলো উমেদার বেকারের চাপে !
একরাশি কৃষ্ণচূড়া-রক্তের ঝলক
রাঙালো কেল্লাব মাঠ,
চীনা-বাদামের খোসা উড়ে গেল তৃণশয্যা ছেড়ে।

। উদাত্ত ভারত ।

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ কবিতা

হইব কবি—
যদিও সে-পথ মেরে দিয়েছেন
আসিয়া রবি।
যদিও সে নেশা ধনীদেরই সয়,
যদিও সে পেশা গরীবের নয়,
যদিও জীবন তাতে মরুময়—
সাহারা গোবি।
তবু এঁকেছিনু কল্পলোকেতে
রঙীন ছবি।
আশা ছিল খুবই' নাম রেখে যাবো
হইয়া কবি।

কিনিয়া খাতা—
নানান্ ছন্দে কবিতা লিখিয়া
ভরান্থু পাতা।
ঘরেতে বসিয়ে চায়ের আসর
ক'রেছি কত যে কাব্য বাসর।
এসেছে অনেকে, ভ'রে গেছে ঘর,
প্রেরণাদাতা।
লেখার তারিফ ক'রেছে সকলে,
নেড়েছে মাথা।
ব'লেছে 'তুমিই নব-ছন্দের
সে উদ্‌গাতা।'

ছাপাতে হবে—
তা না হ'লে আর কবিতার হয়
পাঠক কবে।
সাপ্তাহিক ও মাসিকে মাসিকে
খুঁজে বার ক'রে যত পাক্ষিকে,
পাঠাতে লাগিনু অনুরোধ লিখে
কবিতা তবে।
উত্তর আশে ডাকের টিকিট
দিয়েছি সবে।
ভেবেছি—হয়তো এইবার 'কবি'
নামটা হবে।

কহিবো কা'কে।
যেখানে পাঠাই ফিরে আসে তাহা
ফেরৎ ডাকে।
ভাল কি মন্দ কেহ না জানায়,
যেমন তেমনি ফেরৎ পাঠায়।
বাঁধা-গৎ ছাপা দুঃখ তাহায়
জড়ানো থাকে।
কেউ বা ফেরৎ না দিয়ে হাতায়
টিকিটটাকে
হতাশ না হ'য়ে তবুও পাঠাই
একে ও তাকে।

সকলে বলে—
'নাম-করাদের পরিচিতি বিনে
কবিতা চলে?'
সেই কথা শুনে উৎসাহ ভরে
এঁর ওঁর তাঁর সুপারিশ ধ'রে

গিয়েছি তা-বড়ো কবিদের ঘরে
শোনাবো ব'লে।
অতি বিনয়েও আমল পাইনি
বড়র দলে।
ব'লেছেন কেউ—'বেশ তো, জানাবো
সময় হ'লে।'

সময় নাই—
সোজা বা প্যাঁচালো ভাষাতে সকলে
ব'লেছে তাই।
সম্পাদকের.নিকটে গিয়েছি ;
ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকেছি ;
সিগারেট দিয়ে স্তুতিও গেয়েছি
আগা গোড়াই।
তবুও ক'ল্‌কে পাইনি, পেয়েছি
ব্যঙ্গটাই—
'জ'মে আছে কত বড়োদের লেখা,
উপায় নাই।'

আম্‌ড়াগাছি—
অনেক ক'রেছি ছোটো বড়োদের,
কিছু না বাছি'।
খুঁজিয়া ফিরেছি ইঁহারে, উঁহারে,
প্রকাশকদের দুয়ারে দুয়ারে ;
ফিরায়ে দিলেও গেছি বারে বারে
করুণা যাচি'।
যে যেথা বলেছে সেখানেই গিয়ে
হাজির আছি ;

বুঝি, প্রকাশক জুটিবে ভাবিয়া
পুলকে নাচি।

হায় বিধাতা !
বেচে দিনু শেষে বেনের দোকানে
কবিতা খাতা।
হাতের লেখাটা গিয়েছিল পেকে,
মুক্তা ছড়ানো—মনে হ'তো দেখে;
জুটে গেল বুঝি তাই কোথা থেকে
অন্নদাতা।
বাজাবে তখন ঋণেতে গিয়েছে
বিকায়ে মাথা।
সেই থেকে লিখি মুদির দোকানে
জাব্‌দা খাতা

। যষ্টি-মধু।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

প্রাণতৃষ্ণা

[সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দেশকে বিভক্ত করিয়াছে। এই সর্বনাশা রাজনীতির ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু দেশত্যাগে বাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমানদের সমাজ জীবনেও কম বিপর্যয় দেখা দেয় নাই। তাহারা আজ তাই কামনা করে হিন্দুরা আর যেন দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া না যায়। যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহারা যেন ফিরিয়া আসে।]

ও মুন্‌সী ও মৌলভী,
খবর কিছু রাখনি—
এই দ্যাশ ছাইড়া গেছে যারা
আবার ফিরা আইবনি!
(আরে) বিকায় না দুধ,
বিকায় না ফল,
বিকায় না মাছ তরকারি;
বাজারের মাল
পইড়াই থাকে,
সংসার চালান দিগ্‌দারি।
ও মোল্লা ও মৌলানা,
খবর কিছু শোন্‌ছনি—
এই দ্যাশ ছাইড়া গেছে যারা
তারা আবার আইবনি!
(আরে) জঙ্‌লা পানায়
পুখ্‌ইর দীঘি
ছাইয়া ফেল্‌ছে চতুর্দিক;
হায় হুতাশে
পরাণ টাটায়
ফকির দুঃখী পায়না ভিখ্।

ও ভূইঞা ও মুৎসুদ্দি,
বইলবার কিছু পারনি—
এই দ্যাশ ছাইড়া গেছে যারা
আবার তারা আইবনি !
(আরে) দিনের বেলায়
শিয়াল চেঁচায়,
পূজা উচ্ছব সব খতম ;
রাইতে নিদ্ নাই
চোখের পাতে,
বেড়ার ফাঁকে ভয় বিষম।
ও মিঞা ও চৌকিদার,
কইবার কিছু পারনি—
এই দ্যাশ ছাইড়া গেছে যারা
তারা ফিরা আইবনি !
(আরে) ভিটায় তাগো ঘুঘু চরে,
দিন দুফইরে খাঁ খাঁ করে ;
দ্যাশের মানুষ দ্যাশে আবার
ঘরে ফিরা আইবনি !
ও মোড়ল ও ইমামসাব,
সেলাম লও আর কইয়া যাও ঃ
সংবাদ কিছু জাননি—
এই দ্যাশ ছাইড়া গেছে যারা
তারা ফেরত আইবনি !
আকাশ বাতাস কাইন্দা মরে,
মোর গো চোখেও পানি ঝরে,
দ্যাশের মানুষ দ্যাশে আবার
কওনা ফিরা আইবনি !

। যুগান্তর '৫৫ ।

অজিতকৃষ্ণ বসু

জাতক

কোন এক শুভরাত্রে কোন এক অভিজাত ভবনের দোতলার ঘরে
দু'টো বেজে তেত্রিশ মিনিট আর পনের সেকেণ্ড পরে
নব-জাতকের কণ্ঠ কাঁদিল। অমনি
উদ্যত শঙ্খের সারি আরম্ভিল সুমঙ্গল ধ্বনি।
পণ্ডিত ছিলেন ব'সে, সাথে ল'য়ে মুক্ত পুঁথি-পাঁজি;
জাতক-জনক পানে তাকাইয়া কহিলেন, 'মারিয়াছ বাজি।
এই তিথি এই লগ্নে যে জাতক জন্ম নিল আজি—
জ্যোতিষবিদ্যায় যদি কিছু সত্য থাকে,
সে-ই ধন্য করিবে তোমাকে।
এই লগ্নের জাতকের আয়ু দীর্ঘ কান্তি সুদর্শন,
সৌভাগ্যের স্নিগ্ধধারা অবিরাম তার 'পরে হইবে বর্ষণ,
অপরূপ সুন্দর স্বভাব,
অর্থ যশ প্রতিপত্তি কিছুরি না রহিবে অভাব;
হবে না সে শত্রু কারো, শত্রু তার রহিবে না কেহ,
সকলেরি স্নেহ পাবে, সকলেরে করিবে সে স্নেহ;
যে কাজে সে দিবে হাত সে কাজে সফল হবে,
কর্ণেরে করিবে কানা দানের গৌরবে।
...ইত্যাদি ইত্যাদি। কত দিব বা তালিকা?
মিথ্যা হইবার নহে, শাস্ত্রে আছে লিখা।"

ঠিক সেইক্ষণে
ধরণীর নানাস্থানে প্রকাশ্যে অথবা সঙ্গোপনে

জন্ম নিল অগণিত সাপ, চিল, বাছুর, ব্যাঙাচী ;
বস্তিতে মা হ'ল কত পাঁচী ;
বাচ্চা দিল কত তিমি সাগরের তলের তিমিরে ;
কত যে পাঁঠার আত্মা পুনর্জন্ম নিয়ে এল ফিরে ;
বাবা হ'ল কাদের কসাই আর মেছোবাজারের কাল্লুমিয়া ;
ডিম হতে কত মুর্গী এল বাহিরিয়া
ভেদ করি বন্ধনের জাল।
হিসাব রাখিল বুঝি চিত্রগুপ্ত কিংবা মহাকাল।

পাগলা গারদের কবিতা।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা পাঠ

কবিতা কি আর লিখিব বন্ধু, কবিতার ঠাঁই নাই।
কল্পনা দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে কি হইবে ভাই?
প্রাণের প্রবাহ যেথায় আবিল, ঘন আবর্ত্তে ভরা
জানি না সেথায় কবিতা কেমনে নিজে দিতে পারে ধরা।
কাব্য কোথায়? রাস্তায় ঘাটে বুভুক্ষু মাথা কুটে।
জীবনের রঙ ফিকে হ'য়ে আসে, চিন্তার রেখা ফুটে।
কোথা ছায়া ঢাকা-বেতস-কুঞ্জ, কোথায় বকুল তল?
দয়িতার চোখে সজল আষাঢ়ে কোথা জল ছল ছল?
মুগ্ধ হৃদয়ে কেহ শোনে কিরে কবি কণ্ঠের গান
ছন্দের দোলা লাগিয়া কি আর নাচেরে নিরাশ প্রাণ?
হৃদয়ে হৃদয়ে ক্বচিৎ আজিকে ঘটে সাক্ষাৎকার।
কোথা প্রেম, শুধু হেমের লাগিয়া সাধনা বারংবার।
হয়ত কোথাও কোন মরমীয়া পায় মরমের সাথী।
হয়ত কোথাও মধুময় হয় উতলা মাধবী রাতি।
অধুনা জীবনে জীবিকার চাপ হয়েছে কঠোরতম;
তাই ত প্রেমিক প্রিয়া কানে বলে, বিদায় প্রেয়সী মম।
ছল ছল তব আঁখিতে জানি গো মাধুরি ঘুমায়ে রয়।
তবু যেতে হবে চাকুরীর টানে, এ বড় দুঃসময়।
বাসরের বাতি জ্বালায়ে রাখিয়া কি আর হইবে বালা,
জানি ম্লান হবে কণ্ঠে তোমার রজনীগন্ধা মালা।
হায় গো বন্ধু, কাব্য চেয়েছ। চেয়েছ কবিতা পড়া।
চারিদিকে হের ছন্দ-পতন, বেসুরে বিশ্ব ভরা।
হৃদয় লইয়া চলিছে যেথায় নিষ্ঠুর বিকিকিনি
নীতিবোধ যেথা জৈবিক টানে নিতান্ত ছিনিমিনি।

মিথ্যা যেথায় সত্য-মুখোসে গর্বে বেড়ায় ঘুরে,
উৎপীড়িতের নয়নে যেথায় নিয়ত অশ্রু ঝুরে,
কবিতা সেথায় অভিযোগ হয়, হয় না সুষমা মাখা।
কাব্য গগনে অমানিশা সেথা, ওঠে না চাঁদিমা রাকা।
রস-ঢল আঁখি গিয়াছে হারায়ে, কোথায় প্রাণের টান,
গাড়ী, বাড়ী, টাকা থাকিলে শুনিবে যত চাও প্রেম-গান।
প্রেমের সংজ্ঞা হয়েছে নূতন। প্রেমিক প্রেমিকা তারা
হাব ভাব আর আঁখির ভাষায় ঠকাতে পারেরে যারা।
বাস্তুহারার মিছিল চলেছে, শ্লোগান শুনি যে নানা।
ঝাণ্ডাধারীরা কেন যে চেঁচায় কারণ যায় না জানা।
ফুটপাতে ওই কে যে মরে আছে, তাকাবে কে বল ফিরে,
পড়ি মরি চলে বিশাল জনতা ডালহৌসীর তীরে।
যন্ত্রের যুগে এখন আমরা যন্ত্র মাফিক চলি।
সোর গোল তুলে মাইকে মাইকে স্বার্থের কথা বলি।
ঋষি-বালা যবে তরু আলবালে জল সেচনের ফাঁকে
আঁচল জড়ায়ে আম্র শাখায় প্রিয় সখিজনে ডাকে।
'খুলেদে সজনী আঁচল আমার, পায়ে কুশ গেছে ফুটি'
ছলে বার বার নেহারে নৃপেরে উদ্যত আঁখি দু'টি।
সে যুগ কেটেছে। হৃদয়ের স্রোতে কবে প'ড়ে গেছে ভাঁটা
পাগলামী আজ প্রেমের লাগিয়া প্রকাশ্যে কাঁদা কাটা।
তবুও বন্ধু লেখনী চালাই, তবুও কবিতা লিখি।
মাটিতে থাকিয়া চোখ মেলে দেখি তারকার ঝিকিমিকি।
বাসন্তী রঙে রাঙে বনভূমি, ডাকে বিচিত্র পাখী।
মন-পাখী সেই পরম লগনে ডেকে ওঠে থাকি থাকি।
বাস্তব ভুলি মাঝে মাঝে যাই কল্পলোকেতে চলি।
কবি নই ভাই, তবুও ডেকেছ। লহ প্রীতি অঞ্জলি।

। ষষ্টি-মধু ।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

কূপমণ্ডুক

(১)

কানাকানি করে সারা পৃথিবীটা যদিও
ঘরে বসে থাকি কূপমণ্ডুক কী ভেবে ;
শিরীষের ডালে হাওয়া-ঝিরঝির বসন্ত।

বাইরে আকাশ সোনালি, মদির—নদীও ;
কাঠঠোকরার দিনের খোরাক কী দেবে !
শ্রমের মূল্য-খোয়া-যাওয়া দিন এখন তো।

আজ মীনাক্ষী আসেনি তো মাঠে,—মৃগাঙ্ক
দেশের দশের সম্মান রেখে নিজেই
প্রাণ ঢেলে দিয়ে চরকীর মতো ঘুরেছে।

কিছুটা ঊর্ধ্বে হয়তো উঠেছে হিমাঙ্ক,
দিন বরবাদ রোদে আর ঘামে ভিজেই ;
মাঠে কি মনেই সব সাফল্য দূরে যে।

কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাথে বসে পুরাণো
বই-ঘাঁটি, কই তারা ফিস্‌ফাস্‌ করে কি !
কোথায় তাহলে ? ঘরমুখো হই দিনান্তে।

ঘরেই মিছিল—চায়ের পেয়ালা-ফুরানো ;
বাইরে কাদের জটলা ? মেয়েরা ঘরে কি !
কূপমণ্ডুক পথে নেমে আসি কী জানতে !

(২)

প্রেমের কাহিনী পড়েছি পুঁথির পাতায়।
ব্যাঙ্ক আমানতী, প্রাসাদ-মোটর-বিহারী—
কেন যাযাবর, যক্ষের মত কুহকে!

আশাহীন দিন, তবু কিসে মন মাতায়!
কাজে ডুবে থেকে মরে-যাওয়া, সুখ কী ছারই!
আহা, আলো হাওয়া প্রেম থাকবে না ভূলোকে?

চাইনা রাজ্য, রাজনীতি নিয়ে ভাবনা
কখনো করিনি, রাজকন্যার জন্যে
তবু ছোটে মন,—মরীচিকাহত মৃগ সে।

আশা নিষ্ফল, বুক ফাটে, তবু চাবো না;
বাঁচবো কি করে পরের দয়ার পণ্যে!
ফিরে যায় হায়, দরজায় এসে প্রিয় যে!

জীবিকার চেয়ে বড়ো নয় প্রিয়া, বুঝেছি
সকল দেশের চিন্তা—নিজেকে বাঁচানো;
নূতন স্বর্গে ইন্দ্রত্বই কাম্য।

মানসী প্রিয়াকে পথে পথে কতো খুঁজেছি,
হায় ভগবান! বৃথা সংসার-সাজানো—
মন যে বোঝে না ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য।

। পারাবত।

কুমারেশ ঘোষ

কোনো বুড়ো-গরুর প্রতি

আবার কি ? তোমার জন্যে অনেক হয়েচে করা,
গোয়াল ঘরেতে মশার জন্যে অনেক দিয়েচি ধুনো,
বর্ষার কালে গোয়ালের চালে বদলে দিয়েচি টালি,
কুচিয়ে দিয়েচি খড় ঘাস আব চুনি ভুসি রাশি রাশি,
বস্তা কেটে তা' সেলাই ক'বে দিয়েচি গায়ের 'পরে,
শীতের কষ্ট পাওনি কখনো, রেখেচি যত্ন ক'রে।

অবশ্য তুমিও দিয়েচো দুধ, মিথ্যে বলবো না,
দুধ খেয়ে আর দুধ বেচে বটে অনেক করেচি টাকা,
ছেলে মেয়ে বৌ আমরা সবাই খেয়েচি তোমার দুধ,
দই সন্দেশ রাবড়ি বা ক্ষীর কিছুই যায়নি বাকি ;
এবং তোমার গোবর চোনা, কাজেই লেগেচে বটে,
অসুখে দিয়েচি চোনার শেক, গোবরে দিয়েচি ঘুটে !
কাঁচা বাড়িটাকে ভেঙে ফেলে বড় দালান করেচি খাড়া,
লক্ষ্মীমন্ত হয়েচি এখন, ছিলাম লক্ষ্মীছাড়া।

দিয়েচি, দিয়েচো, ঠিকই হয়েচে ; ঠকাইনি কেউ কাকে,
দেওয়া-নেওয়া-যুগে ঠিকই হয়েচে আমাদের লেনদেন,
এখন তোমার বয়েস হয়েচে, বন্ধ হয়েচে দুধ,
বন্ধ কাজেই তোমার পেছনে অযথা খরচ করা।

জানোয়ার, তাই বোঝো না তোমরা মানুষের এই ধর্ম,
হাত তুলে মোরা দিই না কাকেও, যদি না সে কিছু দেয়,
বুড়ো বাপকেও খাতির করিনে যদি না খাটতে পারে,
এম্পায়ারেতে নাচ দেখে তবে বন্যায় দিই টাকা।

জীবণের রস নিংড়িয়ে নিয়ে তবে দিই তাকে ভাত,
যুবতীকে আগে ভোগ ক'রে নিয়ে তবেই উপুড় হাত!

বুড়ো জানোয়ার! ব্যথা পাবে তুমি আমার সরল কথায়,
কিন্তু উপায় নেইকো কিছুই, আমি তো মানুষ বটে,
শুধু দিয়ে যাবো, পাবো না কিছুই, এসব চলে না আর,
যে দামটা দিয়ে কিনেচি তোমায়, সেটা তো ফেরত চাই—

কী করে সে টাকা ফেরত আসবে, ভেবে তা করেচি ঠিক—
কসাইয়ের কাছে বেচবো তোমায়,—কিছুটা আসবে ঘরে।
ক্ষতি হবে বটে তোমার জন্যে, কী আর করবো বলো?
বুড়ো হয়ে গেচো, অনেক করেচো, খাতির করাই গেলো॥

। নতুন মিছিল।

দিনেশ দাস

নখ

কার্জন পার্কে বিদেশী মেয়েটি আছে ব'সে
যেন ডেজি ফুটেছে বাংলার মাটিতে।
কী মসৃণ! কী দীর্ঘ ওর নখের পাপড়ি
যেন পড়ন্ত রোদের তামাটে তার!

ওপেল পাথরের মত স্বচ্ছ ওই নখের ওপর
ভাসছে কোন্ পাথর যুগের ছায়া,
যখন বন্য মানুষ ছুঁচলো নখে
ছিঁড়ে ফেলত তার শিকারের টুঁটি।

সেই আদিম হিংসার ছোপে
আজো যেন লাল হ'য়ে আছে
ওই সুন্দর ধারালো নখগুলো!
তাই তো ওই নধর নখে
ছিঁড়ে গেছে কত তরুণের বুক,
বুঝি আমারও হৃদপিণ্ডে
ওই নখের ডগা গিঁথে যাবে।

। দিনেশ দাসের কবিতা।

সুশীল রায়

সভ্যতা

কোদালে কুপিয়ে মাটি বেকুবীর দৃষ্টান্ত চরম
দেখিয়েছি আত্মীয়-স্বজনে।
স্বখাত সলিলে ডুবে লভিয়াছি আনন্দ পরম
লঘু করি দৈহিক ওজনে।

মুক্তহস্তে বিতরণ, অন্নদান নিজেকে ঠকিয়ে—
এ-জীবনে হয়েছে অনেক।
অভিজ্ঞ যাঁহারা, তাঁরা কহিতেন, 'করিছ ও কি হে?—
এরি মধ্যে হারালে বিবেক?"

বিবেক সাবেক-কেলে বৃদ্ধ ভেবে কহিনু, 'এবার
বুদ্ধি দিন আনাড়ি আমাকে।'
সম্ভ্রমে বসিনু পার্শ্বে, হেরিলাম শ্বেতগুম্ফ তাঁর
হরিদ্রাভ হয়েছে তামাকে।

শির সঞ্চালন করি' বহুকষ্টে হাসিয়া কাশিয়া
মন্ত্র কহি' দিলেন মোক্ষম।
সভ্য-বুদ্ধি লাভ করি' উঠিলাম ক্ষণে উদ্ভাসিয়া,
অপারগ হলেম সক্ষম।

তাই তো সম্প্রতি আমি ঘোরতর নেমকহারাম,
পরার্থে নাহিকো স্বাদ, পর-অর্থে প্রচুর আরাম।

পাঞ্চালী।

তারাপদ লাহিড়ী

ফোকের ফক্কিকারী

ফোক্ কালচার ফাঁক বুঝে এক ফন্দি আঁটে মনে,
জাহির করবে আপনাকে সে জনগনের সনে।
ফোক্ আর্ট আর ফোক ড্যান্সের ঢেউ লেগেছে প্রাণে,
সহর নগর উঠল জেগে মাত্‌লো ফোকের গানে।

নূতন যুগের নূতন ধাঁচে
কৈলাসেতে ভৃঙ্গি নাচে
সিনেমাতে ধিঙ্গী নাচে—
দল বেঁধে এক সাথে,

নটরাজের ভক্ত শত
যন্ত্রী মন্ত্রী নাচে যত
বেসরকারী সরকারী কত—
মিল্‌লো একই পথে।

নাম কিনতে ইনাম্ নিতে ছুটলো মেয়েছেলে,
কেউবা ধ্বজা, তক্‌মা নিতে ছুটলো নাচের তালে।
সহর মাঝে, নানান সাজে জুটলো যত সঙ্গী
নিউজ পেপার ফটো ছাপার দেখায় কত ভঙ্গী
শিল্পী, কবি, ভুঁইফোড় কেউ উঠলো মাথা চেড়ে,
বিজ্‌লী-আলোয় ফ্যানের তলায় ফোক্ কালচার করে।

পাড়া গাঁয়ে পড়লো সাড়া
ফোকের ধারক, বাহক যারা
খবর পেয়ে এলো তারা—
জুটলো সহর ’পরে,

ভিক্ষা করে পথে পথে
কাটলো দিন কোন মতে
কারো মোহ ভাঙলো তাতে—
ফিরে গেল ঘরে।

ফোকের ফক্করীতে ভুলে
কেউবা দুটো পয়সা পেলে
ব্যবসায়ী-কেউ সুকৌশলে—
তাদের সাথে মিশে,

হাজার টাকা কামিয়ে নিয়ে
নাম জাহিরের সুযোগ পেয়ে
কাজ বাগিয়ে, ধাক্কা দিয়ে—
ফেল্লো পথের শেষে।

দল পাকিয়ে গোষ্ঠী পোষণ
উপরিওলায় কেবল তোষণ
অর্বাচীনের উচ্চ আসন—
মিল্‌ল ফোকের যুগে,

নিচেব তলায়, অন্ধকারে
জ্বল্‌ল না দীপ একটি ঘরে
কেউবা গলায় মেডেল প'রে—
মরলো রোগে ভুগে।

ফোক কালচার অবশেষে ভাবছে বসে আজ,
কাকের মত পরলাম কি ময়ুরপুচ্ছ সাজ ?
এই কলিকাল, সবই ভেজাল, হায়রে একি হ'লো,
আপনাকে আজ করতে জাহির নিজের সবই গেলো ?

যষ্টি-মধু।

সমর সেন

ব্রতচারী

পথে ঘাটে রোদ্রের করাল উত্তাপ,
নাসারন্ধ্রে দুর্গন্ধ, স্তূপীকৃত জঞ্জাল,
শুনছি ধর্মঘটে করপোরেশন বেহাল,
কলেরা বসন্ত প্লেগের আসন্ন উৎসব।

মোড়ে মোড়ে ভগ্নকণ্ঠে গান,
আর সন্ধ্যায় ইয়ার্কি ছাড়া আর কী পেশা?
সম্প্রতি সে বিষয়ে নিরুৎসাহ,
কাজে নেমে পড়ি।
আহা, উপরে ঘরে ঘরে সোনার প্রাতমা কত
দেশোদ্ধার এত সহজ,
লুপ্ত পৌরুষ বুঝি ফিরে এল
ধাঙড়দের মনে মনে ধন্যবাদ জানাই।

হঠাৎ কোথা থেকে এত লোক,
এ কী গণ্ডগোল!
প্রায় রাক্ষস মুখ,
উপরন্তু হাতে শক্ত লাঠি।
ছত্রভঙ্গ, ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ফিরে আসি।

। সমর সেনের কবিতা।

সরিৎশেখর মজুমদার

পেটকাটা বাসের ডাক

[কলিকাতায় এক নতুন ধরণের বাস চালু করা হইয়াছে। ইহার মাঝখানে একটিমাত্র দরজা। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এইরূপ 'পেটকাটা বাস' চালু করার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তেরশো একষট্টির তেইশে বৈশাখে এমন একটি রাক্ষুসে বাসের চাকার তলায় পড়িয়া এক যুবকের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে।]

যদি, জীবনে ঘেন্না তব হইয়া থাকে,
(যদি) মনে হয় শুধু বিষ জীবনটাকে,
যদি, মরণ লভিতে চাও,
এসো তবে, ঝাঁপ দাও,
বন্ধু গো ! সাড়া দাও আমার ডাকে,
যদি জীবনে ঘেন্না তব হইয়া থাকে।

পেট্‌কাটা বাস আমি, যাত্রীবাহি—
(যাবো) নিয়ে যাবো যেথা দিন রাত্রি নাহি।
হেন, সুযোগ আসে না বড়ো,
কাছা ধরে ঝুলে পড়ো,
মরণ দোলায় চড়ো হৃদয়গ্রাহী।
(মিছে) ভীড় দেখে ভড়কিয়ে থেকো না চাহি !
ধরো, ঝক্‌ঝকে হ্যাণ্ডিল মৃত্যুশীতল।
খাসা তেলা-তেলা রূপো-রং (নয় তা পিতল !)
আমি, একটি ঝাঁকানি দিয়ে,
দোবো হাত ফসকিয়ে ;
জানোই ত'—জীবনটা এমনি পিছল !
(ধরো) ঝক্‌ঝকে হ্যাণ্ডিল মৃত্যুশীতল !

জেনো, পড়লেই আছে মোর পিছন-চাকা,
আহা! নিয়তির কোল যেন পাতিয়া রাখা।
ফট্ ফটাস্ ফাটবে খুলি,
থেমে যাবে সব বুলি,
চুকে যাবে গিন্নীর সিঁদুর-শাঁখা ;
আছে নির্ভুল চুম্বকী পিছন-চাকা।

যদি জীবনে ঘেন্না তব হইয়া থাকে,
সাড়া দাও বন্ধুগো আমার ডাকে।
(মোর) চাকায় বাঘের গ্রাস,
পিশে দেবে হা-হুতাশ ;
নির্বিকল্প লাস জীবনটাকে
ভ্যাংচাবে, পড়ে থেকে পথের বাঁকে।

নেই, নেই কোনো ঝঞ্ঝাট নেইকো জ্বালা।
(নেই) ঝুটমুট ডাক্তার ডাকার পালা।
নীচে পড়লেই সব শেষ,
বাহারে, এই তো বেশ।
দেখবে নতুন দেশ, তারায় আলা,
মরণে চাহো তো. আরে আওনা ভালা।

। সচিত্র ভারত।

কলেজবয়

বৌ'দির ছোট বোন

১

বৌ'দির ছোট বোন, তার সাথে প্রেম করা চ'লবে ;
ষোড়শী সপ্তদশী, ভর্তি হয়েছে সবে কলেজে
প্রথম প্রেমের ভাষা স্বপ্নের মত ক'রে ব'লবে –
কিশোরীর মত ভীরু, ছেলেমানুষিও খুব চলে যে,
বৌ'দির ছোট বোন মোর দিবা-স্বপ্নের সবিতা,
ভাব-ব্যঞ্জনাময়ী, মঞ্জু ছন্দোময়ী কবিতা ;
কুমারী অনাঘ্রাতা, বিশ্বের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা,
নবনী-কোমল তনু, মুখের লাবনি অনবদ্য,
নব-যৌবন-বনে সে আমার মৌ-বন-প্রেষ্ঠা,
স্বপ্ন-সাগর মথি' লক্ষ্মী এলেন যেন সদ্য !

২

বৌ'দির ছোট বোন আজিও অনাদৃতা কাব্যে,
শ্যালিকা ও পরকীয়া সেখানে জুড়িয়া আছে রাজ্য,
কবিরা দেয় নি ঠাঁই রসময় দৃশ্যে কি শ্রাব্যে,
তবুও সে রসময়ী, করে নি সে অনাদর গ্রাহ্য ।
রূপে পুলকিত তনু, মহীয়সা লীলায়িত লাস্যে,
কখনো করুণাময়ী, কখনো কৃপণা ঔদাস্যে ;
মৌন মধুর হাসি, হাসিতে ঝরিছে সদা অর্থ ;
সে হাসি কখনো টানে, কখনো ঠেলিয়া ফেলে সুদূরে ;
সে যেন কাব্য এক, প্রতিটি শ্লোকের হয় দ্ব্যর্থ,
কভু প্রাঞ্জল কভু দুর্বোধ ছলনাই শুধু রে !

৩

বৌ'দির ছোট বোন আলাপ চালায় ভাব-বাচ্যে,
অল্পই কথা বলে, না বলে যা আভাসে তা পূর্ণঃ
চারিদিকে লোকজন, [এ দিকেই সকলে তাকাচ্ছে।]
শঙ্কা হৃদয়ে জাগে কখন স্বপন হয় চূর্ণ।
প্রাণের কথাটি তাই বলিতে মরিতে হয় সরমে ;
কেবল না-বলা বাণী জানা আছে মরমে ও মরমে ;
আঁখির মুখর চাওয়া, নববধূ-সম কভু লজ্জা,
কখনো ব্যগ্র ভাব, কখনো অল্পেতেই ক্ষুব্ধ ;
কভু অগোছালো বেশ, কখনো বর্ম-সম সজ্জা ;
পরশে শিহর কভু, কভু সে স্বপনে করে লুব্ধ।

৪

বৌ'দির ছোট বোন, নামহীন মধু সম্বন্ধ,
নহে নিকটের বধূ, নহে সুদূরের অভিসারিণী ;
সে যেন বাতাসে ভাসা হাস্নুহানার মৃদু গন্ধ ;
ধরা ছোঁয়া যায় না কো, অথচ সুরভি মনোহারিণী
কখনো কাজের ছলে দেখা দিয়ে যায় দূরে সরিয়া,
কখনো ছলনা ক'রে বিনা ডোরে কাছে রাখে ধরিয়া ;
আশে-পাশে আছে তবু ধরা নাহি যায় কভু বক্ষে,
কখনো চিনিতে পারি, কখনো পারি না তারে চিনতে,
নেপথ্য আনাগোনা, যোগাযোগ লঘু প্রীতি-সখ্যে ;
মগ্নচেতন-লোকে ফুটে আছে সুকুমার বৃন্তে।

৫

বৌ'দির ছোট বোন, তার সাথে প্রেম করা চল্‌তো,
স্বপ্ন সফল হতো, প্রিয়া হতো,—ছিল সম্ভাবনা,
'হতো যা হয় না কেন!'—দাবী আর আছে বাহুবল তো ;
তবে আর কেন তারে একান্ত বধূ ক'রে পাব না?

স্বপ্ন ও শিহরণ, আশা আর দুরাশার দ্বন্দ্বে
নিবেদন করিলাম সব কথা প্রণয়-প্রবন্ধে ;
ছিঁড়িল স্বপ্ন-জাল, হেরিনু চক্ষু দুটি রগড়ে,
প্রকাশ্যে দিবালোকে জ্যো'স্না মোটেই শোভা পায় না :
কহিল লজ্জানতা,—'নিবেদিতা হয়ে আছি অগ্রে....
...আপনাকে ভালো লাগে, ..ভালবাসা দু'জনকে যায় না !'
ব্ল্যাকবোর্ড।

গোপাল ভৌমিক

সময়

এই আমি সিঁড়ি বেয়ে রোজ উঠি নামি
সন্ধ্যায়, সকালে, রাতে দোতলার ফ্লাটে :
কখনো সটান উঠি, কখনো বা থামি,
দশটি বছর শুধু অজ্ঞাতেই কাটে।
অফিস, গড়ের মাঠ, ট্রাম-বাস-আমি
সবই ঠিক রয়ে গেছে, তবু দুনিয়াটা
কখন পাল্‌টে গেছে, দিয়েছে সেলামী
কালের কুটিল পায়ে জীবন-সনাটা।

সেদিন হঠাৎ ভুল ভেঙে দিল রামী,
পাশের ফ্লাটের মেয়ে, কত আবদার
মুখ বুঁজে সয়ে গেছি, সে যে এতো দামী
সে-কথা হৃদয়ে কভু হয়নি সোচ্চার।
যৌবন হিল্লোলে দুলে সে-দিন সিঁড়িতে
সময় দেখালো রামী দেহ-বল্লরীতে।

। বসন্ত বাহার

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তিনজন

আমি তাদের তিনজনকে দেখলুম :
মেয়েটি জমকালো রূপসী,
নীল চোখ, টানা ভুরু, শাদা রঙ।
ছেলেটি ছ' ফিট লম্বা, নেভি- ব্লু স্যুট-পরা, সুপুরুষ।
তৃতীয়জন আমাদের পাড়ার কুকুর,
ভারি অলস, সব সময়েই হাই তোলে।

তাদের দু'জনের কথা সবাই বলে,
ছেলেটি কোনো আপিসের ভাবী বড় সাহেব ;
·মেয়েটি—নাম-করা মেয়ে।

কুকুরটা কথা বলে না, হাই তোলে,
তাকেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে হোলো।

। একা।

সন্তোষ কুমার দে

ঘড়ি

হাতে হাতে সব হাত ঘড়ি বাঁধা
হাতকড়িরই তা নামান্তর,
চলে দিন রাত নিরন্তর।
এক চোখ সদা সত্রাসে দেখে
কাঁটা ঘুরে গেল কোন দিকে,
মনে মনে জানে বন্দী কে !
খাঁচার পাখির মত ঝাপটায় পাখা,
বিদ্রোহে কভু কাত করে চোখ,
ঠোঁট ক'রে ফেলে বাঁকা !

প্রভাতের আলো আগুনের মত
ঝিলিক মারিছে কাঁচে,
দুপুরের রোদ নেয় প্রতিশোধ,
ঘড়ি তবু আছে কাছে।

যত ছুটে যাও—যতই ঝরুক ঘাম
আঁধারেও ঘড়ি টিক টিক চলে
জ্বেলে রাখে রেডিয়াম।
জীবনে কোথাও নাহি বিশ্রাম
হুক কাটা ধরা বাঁধা,
পেট জ্বলে যাক, তবু পা চালাও
আছে হাতে ঘড়ি বাঁধা।

একতারা।

হরপ্রসাদ মিত্র

রামধন কবিরাজের জন্যে

রোজ কিছু কিছু লেখা জমা হলে
এক মাসে হয় তিরিশ গুণ।
তাকে বারো দিয়ে গুণ করে, আরো—
পাঁচগুণ জুড়ে, একুনে যা—
তারি জোরে সালতামামীর ডাকে
রামধনও হবে 'লেখক' ঠিক ;
ততোধিক যদি প্রফেসার হয়
অথবা কোথাও সম্পাদক—
তাহলে তাকেই 'কবিসম্রাট'
বলবে যে-দেশ কোথায় তা ?

ছোটো বড়ো মেজো পাঠকেরা সবই
পড়ে ছোটো-বড়ো বিজ্ঞাপন।
পাঠকেরা জানে লেখকের নাম
মনে-মনে জানে শক্তি কম।
ভয়ে-ভয়ে মানে ছাত্র-পাঠক
মাষ্টার তার গল্পকার।
সামলাতে হয় সব মতামত
বিষয় বুদ্ধি অল্প কার ?

ইনিয়ে-বিনিয়ে পদ্য বানিয়ে
যশের কাঙাল ও বিখ্যাত।
পদ্য লিখেছে, গপ্পো লিখেছে,
তাছাড়া দিচ্ছে শিক্ষা তো।

। ষষ্টি-মধু।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

শৃগাল-সংবর্ধনা উপলক্ষে ভাষণ

অনেক দূরের থেকে তোমাকে যে জানি
শুনেছি তোমার বাণী
হে মনীষী, ঈসপের শৃগাল !
পার হ'য়ে দেশ-কাল, ভেঙে যেতো ব্যবধান,
অপসৃত হ'লে যতো সময়ের জ্বাল,
তোমাকে যে আজো দেখি, কৌটিল্যের কুটিল সোদর
পূজ্যপাদ বিষ্ণুশর্মা—তুমি তাঁর সুযোগ্য দোসর !
মিত্রলাভে পেয়েছি তোমায়,
মিত্রভেদে দেখি তুমি দমনক-প্রায়
ফ্রিজিয়ান ক্রীতদাস ঈসপের মানস-তনয় ;
অতিবৃদ্ধ তবু আজো, হে গুরু মশাই,
ছেলেদের কানে-কানে কথামালা কও !
গাধা পিটে ঘোড়া করা ক্লান্তিকর কাজে
ক্লান্ত তুমি একেবারে নও ।

সুরার সুরভি এলো হাওয়ার নিশ্বাসে
দোলে পক্ক দ্রাক্ষাগুচ্ছ মন্থর হিল্লোলে
দ্রাক্ষালতাবিতানের তলে
লুব্ধ আজো চেয়ে থাকে, জিহ্বা ভরে জলে !
তখন তোমার নীতি করি যে স্মরণ
চিরন্তন সে-সান্ত্বনা আপ্তবাক্য সম মনে আসে

হে দুঃখহরণ !
হ্যাটে কোটে ট্রাউজারে অত্যন্ত বিশিষ্ট একি

তোমাকে যে আজ দেখি
মন্ত্রীর মন্ত্রণাকক্ষে কূটবুদ্ধি, হে হৃতলাঙ্গুল,
আন্তর্জাতিক প্রশ্নে পরামর্শ দাও নির্ভুল।

তোমাকে তো প্রায় দেখি, আগেও দেখেছি কতোবার
পৌরহিত্যে রত হতে কতো গোল-টেবিল বৈঠকে
মেকিয়া ভেলির গুরু,
তোমার সুনীতি বিনা মানুষ যে প্রতিপদে ঠকে।

খৃষ্টেরও অগ্রজ তুমি
মোহম্মদ তিনিও তো সেদিনের লোক—
বুদ্ধের চেয়েও বৃদ্ধ, হে চতুর, বিজ্ঞচূড়ামণি,
একথাও হয়তো বা মেনে নিতে হয়!
তোমার কথার পরে কার হেন সাধ্য কথা কয়?
তবু যেন দেখি মাঝে মাঝে
সভা-শেষে গর্তে ফিরে যাও—
বিগলিত শব টেনে নিয়ে
নিরুদ্বেগ চিত্তে ব'সে সঙ্গোপনে খাও।
দেখে যে অবাক্ লাগে
কেন আজো মৃত্তিকার গর্তে করো বাস?
জগতে অপরাজেয় তুমি মহেষ্বাস!
শত শত যুদ্ধে জয়ী তবু তুমি কাকে করো ত্রাস?

অন্ধকার যুগ ইতিহাসের পাতায়
ছিন্ন-ভিন্ন উড়ে উড়ে যায়
কালের ঝড়ের মুখে ধূলির ধোঁয়ায়
রিক্ত আজ ক্রিসাসের সে ধনভাণ্ডার
অবলুপ্ত লিডিয়ার সেই রাজ্যপাট

রাজাই বিস্মৃত যদি কে রেখেছে মনে
তাঁর যতো সভাসদজনে ?
ধুলো জমা ইতিবৃত্তে তারি কোন কোণে
পড়ে গেছে নাম ?
ব্যতিক্রম তুমি তার
সমাদরে অতিস্মৃত, যোগ্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।
ক্রিসাসের উপদেষ্টা অতো জ্ঞানী মহাত্মা সোলন
তোমারই তো পিতৃবন্ধু, তুমি তো তা' ভালোভাবে জানো,
তাঁর নাম নেয় কতো জন ?
পরন্তু প্রত্যুত পক্ষে তোমারই তো বিজয় ঘোষণা
ঘরে ঘরে করে সর্বজনা।

চিন্তার আচার্য তুমি, হে শ্যালপণ্ডিত।
নিজে ক'রে গর্তবাস আমাদের এ সমাজ
বাসযোগ্য করে গেছো তুমি
বিধান ক'রেছো তুমি বহুভাবে বহুজন হিত
অনিদ্রায় রাত্রি জাগি, তোমারই অমৃত কথা ভাবি মনেমনে
রাত্রি প্রগাঢ় হয়, তুমিও কোরাস্ গাও দূর কোনো বনে
ঘড়ি তো ছাখো না, তবু তুমিও প্রহর গোনো ;
তোমায় বন্দনা করি, প্রভু এ মিনতি শোনো
এ দীন অপত্যে দাও তোমার সহজ বুদ্ধি
একটুকু উপজ্ঞার শিবা- সংবিৎ।

এসো এসো ধরা দাও (ফাঁদ পাতিনি কো)
তোমার বুদ্ধির মূলে বাহাত্তর আজো তার স্পর্শ হানে নি কো
এসো আজ পিতৃঋণ করি পরিশোধ
মহা সমারোহে করি জয়ন্তী তোমার
বিরাট মিটিং ডাকি সুদীর্ঘ ভাষণ দিই অতি দুর্বোধ

মঞ্চের ওপর থেকে আবোল তাবোল বকে'
হাততালি পাই বাহবার !

যে অমৃতপুত্র বলে গর্ব করি সবে
সে অমৃত তুমি তাকি একবারও আনি অনুভবে ?
হে শ্বভীরু, হয়ো নাকো ভীত
আমাদের কুকুরেরা রবে শৃঙ্খলিত !
এসো, এসো, ধন্য করো,
শূন্যাসন পূর্ণ-করো ;
জনগণ গাক শিবা-বন্দনা-সংগীত।
তুমিই পুরোধা এব
পাত্রাধার প্রজ্ঞানের
হে শ্যালপণ্ডিত !

। বর্ষবাণী ।

ইন্দিরা দেবী

খাম-খেয়ালীর প্রতি

খাম-খেয়ালী আমরা লিখিয়া চলেছি খেয়াল খাতা
চিত্রে, কাব্যে, গল্পে, গাথায় ভরিয়া তুলেছি পাতা।
সাগর পারের শতেক কথা ও কাহিনী আমরা জানি
তারা যাহা করে ভালো ব'লে শুধু আমরা তাহাই মানি।
তাদের চোখেতে আমরা নিজের দেশকে সদাই দেখি
'শিব সুন্দর' দূরে ফেলে দিয়ে আদর করি যে মেকী।
'ফ্রয়েডী বুলি না কপচালে দেখি হয় না কিছুই লেখা
লেখার সহজ তথ্য তাদের কাছেই মোদের শেখা।
সারা দেশ তাই ভরে গেছে আজ লেখা ও লেখকে শুধু
বিদ্যাতে সব অষ্টরম্ভা, মগজে বুদ্ধি ঢুঁ ঢুঁ।
পাশের বাড়ীতে ধুকে মরে রোগী আজিকে পথ্য বিনা
নিশ্চল হয়ে এঁকে যাই মোরা প্রেমের লেনা ও দেনা।
'গার্বো'তে আর 'মার্লো'তে মিলে গিলেছে মোদের মাথা
মোদের হৃদয়-বেদীতে যে ভাই তাদেরই আসন পাতা!
দেশের ও দশের যত সমস্যা ও-দেশী তারকা নিয়া
তাদের ব্যথা ও বেদনায় আজি পূর্ণ মোদের হিয়া।
জীবন চলেছে বাঁধা পথ ধরে যৌবন মরে—আজি
ছাগ সাহিত্যে ভরে গেছে দেশ আজিকে আমরা কাজি।
খাম খেয়ালী তোমার চাবুকে যেন গো চক্ষু খোলে
বাঁধা পথ ধ'রে চল্লো নাক' ভাই একথা রাখছি ব'লে।
দিশেহারা মোরা হারায়েছি পথ—পথ যে তমসা কালো
তুমি শুধু ভাই পথ বলে দাও, দেখাও নূতন আলো।
তোমার প্রাণের পূর্ণ জ্যোতিতে দেখাও স্বরগ জ্যোতি
ভাবো ও ভাবাও টনক নড়াও, শব দেহে দাও গতি।

। খাম-খেয়ালী ।

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

জীবন দর্শন

কারোকে বিশ্বাস নয়, ক্রুটাস্ ছড়ানো,
ইয়েগোর মূর্তি ধ'রে করে চলাফেরা।
খুঁটি গাড়া নির্ভরতা চাই-ই নড়ানো,
আয়নায় মুখ দেখা, সবি চুল চেরা।
অবান্তর কথা নয় হাসিও ওজনে,
কেবা আত্ম, কেবা বন্ধু, কেবা পরিজন,
আত্ম গণ্ডা গুণে নাও, ডজনে ডজনে।
স্বার্থ চিন্তা ঠেসে যাক্ সারা হৃদি মন।
কুমীরের কান্না খালি নয় বাজে ফেলা,
ঝোপ বুঝে কোপ মারা বাহাদুরী নোয়া।
সাপোর্টার চাই শুধু গোটা কত চেলা,
দুধের পুলির পুর চিনি মাখা খোয়া।
তার পর মালা হাতে অধ্যাত্মের বুলি,
স্বর্গ রাজ্যে নিঃসংশয়ে দেবে তোমা তুলি।

। যষ্টি মধু।

সু-মো-দে

লোকে বলে মোরে কবি

রসোত্তীর্ণ সেই কাব্যকে ধরে
কাব্যের ভাব ও বর্ণাঢ্য কথা।
ছন্দ সে যদি শিউলির মত ঝরে,
মধু বসন্তে কোয়েলার ব্যাকুলতা--
অযুত ভূহীন ভুখা নরনারায়ণ
নীচুতলে চলে মিছিল কঙ্কালের,
উপর তলাতে এক-জোট বন্ধন
অহি শকুনির কুমীর-হাঙ্গরের।
শুধু প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও ফাঁকি
গালভরা বাণী শোষণ মধুতে মাখা,
ভাগ্যবানেরা সব দাঁড়ে পোষা পাখী
অক্টোপাসরা মানব চর্মে ঢাকা।
জন-জীবনের দুর্ভিক্ষের সারি
ভুরি ভোজিদের উচ্ছিষ্ট না পায়,
ওদের ঘিরেছে নিরন্ন মহামারী
দীন জীবন কি পুষ্পে নিদ্রা যায়?
নিদারুণ হীন সঙ্কট পরিবেশে
কবিতারে করি কি উপায়ে পুষ্পিতা?
গন-বঞ্চনা কি উপায়ে ভুলি হেসে
পাঁজরে আগুন বক্ষে শ্মশান চিতা।
এ দীনের রচা কবিতা কাব্য নয়
শিউলি ঝরে না নয়ত ছন্দ ছবি,
ফণীমনসার মত কণ্টকময়
কি জানি তবুও লোকে বলে মোরে কবি

। যষ্টি মধু।

বাণী রায়

চায়ের গান

স্বপ্নের ছায়া পড়েছে এলায়ে
অনেক দূরের দেশে,
শিশু বিথীকায় উতল পবন বয় ;
ফুল আর পাতা হ'ল একাকার ;
ফুলে ফুলে ফুলময় ;
ব্যাকুল বাতাস বয়।
তাম্র কুসুমে অলক সাজানো নীল পাত্রের বেশে
বিরহ মিলনে আমরা দুজ'নে চায়ের পাতার দেশে
সোনালী পানীয়ে দুজনের চোখ
ছায়া ফেলে গড়ে নূতন ভূলোক ;
সোনা গলা সুধা সাদা পেয়ালায়
আরো লাগে মধুময় ;
চায়ের কুঁড়ির সুরভিত বায়ু আমাদের ঘিরে বয়
অনেক দূরের দেশের কাহিনী স্বপ্নে ঘুমিয়ে রয়।
সে দেশের মধু মৌচাকে নেই,
নেই পদ্মের বুকে,
সে দেশের মধু পেয়ালায় গ'লে
ওঠে তোমাদের মুখে।
চায়ের পাতার জন্মক্ষণের যত আশা-অভিলাষ
রূপোলী কাগজে জড়ানো প্রহরী ঘরে ঘরে বারমাস।
সবুজ বাগানে আকাশের নীচে পৃথিবীর কোনে কোনে,
দুটি ফুল আর এক কুঁড়ি তার মায়াবী আরাম বোনে।
স্নিগ্ধ-উষ্ণ ক্লান্তিনাশন অমৃতের হোক জয়,
তৃষা-নিবারণ চায়ের পাত্র সকল ভুবনময়।

। যষ্টি মধু।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস

দর্জিবিধাতা

দর্জিবিধাতা, মেশিন চালাও ঘর্ঘর ঘর্ঘর—
হাতের কাছে যা কাপড় পাও, তা কেটে কর কুটিকুটি
সদাই ব্যস্ত ঝকঝকে ওই কাঁচির অধর দুটি—
কাঁচি ওতো নয়, খলিফা বিধাতা, -ও তোমার খর্পর।

আহা মরি-মরি, কি সাজ বানালে—ও বুঝি রাজার সাজ?
পান্না-মোতির চুমকি-বসান চৈনিক অংশুক—
কত না রক্তে রঙিন ও বেশ—ভেঙেছে কত না বুক,
পালক ত নয়—ঘাতক, হে বিধি, তোমার রাজাধিরাজ।

সিংহাসনের ঝালর-ঝোলান চাঁদোয়ার ফাঁকে ফাঁকে
অশান্ত কত জীবন্ত প্রেত হাহাকার করে মরে,
তোমার শানিত শ্বেত ইস্পাতে ছায়া কী তাদের পড়ে?
মনোপিঞ্জরে বেদনা কি জাগে বন্দী পাখির ডাকে?

দর্জিবিধাতা, মেশিন চালাও ঘর্ঘর ঘর্ঘর—
বানাও পোশাক রাজপুরুষের উদ্ধতগম্ভীর,—
হাতে উদ্যত তরবারে কাটে শত মানুষের শির,
হৃদয় এদের আছে কিনা আছে বোঝা ভারি দুষ্কর।

যত পায় এরা তত চায় আরো—লালসার নেই শেষ,
পকেটবহুল পোশাক এদের ঘুষের টাকায় ভারি,
তবুও একটি পয়সার লোভে এরা করে মারামারি,—
শাবাশ বিধাতা, খলিফা বিধাতা, শাবাশ তোমার বেশ!

ঘুষেড়ার দল দেশের মন্ত্রী, ঘেসেড়ার দল রাজা
আমরা যে,.বিধি, কাস্তে, তা' জানি—সারাদিন সারারাত
বিলাসী ঘোড়ার আহার জোগাতে করি শুধু প্রাণপাত
না জানি কি দোষে কাস্তেকে, বিধি, দিয়েছ এমন সাজা।

দর্জিবিধাতা, চালাও তোমার মেশিন অবিশ্রাম—
জোড়াতালি দিয়ে গড় এইবার জন নেতাদের সাজ :
মঞ্চ ভাষণে গলে গলে পড়া, মুখে কুমারীর লাজ,
চক্ষে ক্ষুধিত শকুন দৃষ্টি খুঁজে ফেরে ডান বাম।

সময়ের তালে তাল রাখে যারা, তারাই নেতার সেরা
জিভে হরিনাম, কণ্ঠে কোরান, অন্তরে হলাহল,
উদরে লালসা তৃপ্তিবিহীন, হাতে মৃত্যুর কল
চার পাশে আছে কপট ত্যাগের অতি সুকঠিন বেড়া।

দেশোদ্ধারের মন্ত্রে এদের ধ্বংসই শুধু আনে
করে না যা বলে, বলে না যা করে,—মিথ্যার অবতার !
ধরা যদি পড়ে পায় না লজ্জা—এমনি নির্বিকার
বেহায়া বিধাতা, তোমার সৃষ্টি কত না ছলনা জানে।

দর্জিবিধাতা, চালাও তোমার মেশিন অবিশ্রাম—
ধর্মগুরুর পবিত্র সাজ এবারে বানাতে হবে,
তোমার নামেই অভিশাপ যারা দেয় উদাত্ত রবে
পরের ছিদ্র খুঁজে যারা ফেরে যুগে যুগে অবিরাম।

পূত পোশাকের নিচে যে এদের পূতিগন্ধের বাস
ভক্ত জীবনে পাপ যার নাম তা হল এদের লীলা
প্রভুদের কাছে কাঠিন্যে হার মেনেছে কঠিন শিলা—
তবুও ঠাকুর করুণামধুর—পাপীদেরই শুধু ত্রাস !

শাবাশ বিধাতা, খলিফা বিধাতা, শাবাশ ও কারিগরি !
পোশাক বানাতে তোমার মত যে কাউকে দেখিনা দড়,
ধর্মগুরুর গৈরিক দেখে দেবতাও জড়সড়
পরকীয়া আর পরনিন্দায় কাটে দিন শর্বরী।

দর্জিবিধাতা, চালাও মেশিন ক্লান্তিবিহীন হাতে—
এবারে কবির পোশাক বানাও বিচিত্র রংয়ে মাখা,
ললাটে দীপ্তি, অন্তরে প্রেম, নীবিতে হিংসা আঁকা,
দিঠির মাধুরী শেষ হল সব পুরান দেনার খাতে !

সবুজের মোহে হৃদয় আতুর—পায় না সবুজ-ছোঁয়া
পানীয় যে তার বিষাক্ত নীল—ধনিকের মোসাহেবী,
স্বর্গ সাধক হয়েছে যেন রে দীন অলক্ষ্মীসেবী,
ব্যাহত জীবনে ঘিরেছে যেন রে শত হতাশার ধোঁয়া।

তবুও এদের বড় বড় বুলি—মুখে নেই লাজ কোন
মনের পাল্লা লম্বা এদের—পৃথিবী ছাড়ায়ে যায়
পায়ের পাল্লা ঘুরে ঘুরে মরে নরকের কিনারায়
অসীম তোমার ধৈর্য, বিধাতা, বাচাল কাব্য শোন।

দর্জিবধাতা, দর্জিবিধাতা, তোমার পোশাক গুণে
চোরাকারবারী আর যত কালো বাজারীর ভিড়ে ভিড়ে
ছুনিয়ার হাটে পাপের সন্ধ্যা নেমে এল ধীরে ধীরে,—
মাটি কেঁদে মরে দীন মানুষের কুকুর-কান্না শুনে।

আমার আর্জি, দর্জিবিধাতা, এবারে শোন গো বলি :
এমন একটা পোশাক বানাও—যদি বা মর্জি হয়,
পলে পলে মরা দীন প্রাণ সব এক সাথে হোক ক্ষয়—
একসাথে যাক ছুনিয়ার যত জঞ্জালগুলি জ্বলি।

তারপরে তুমি চালাও না কেন মেশিন অবিশ্রাম—
কামিজ-পিরান নানা বর্ণের বানাও না যত পার
মানুষকে, বিধি, মার্জিত চারু বেল্লিক করে ছাড়—
বেশের মূল্যে শেষ হয়ে যাক প্রাণের যা কিছু দাম।

আমরা।

সুধীর কুমার রায়

পোষ্টার

পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে গেল দেশটা,
ভয় হয় বুকে পিঠে সেঁটে দেয় শেষটা।
চোখছুটো তুলে ধরে ঘাড়খানা বাঁকিয়ে,
আশে পাশে কত কিযে দেখি সব তাকিয়ে।
তারকার ছবি আছে নানা পোজে আহা রে,
কত তার রঙ্‌চঙ্‌ কত ঢঙ্‌ বাহারে।
দেওয়ালের সারা গায়ে ছবি আধ-ন্যাংটা,
ঘাগরা উড়ায়ে দিয়ে তুলে দেছে ঠ্যাংটা।
লজ্জায় মরে যাই রুচি দেখে বাঁচি না,
বিস্ময়ে হতবাক্‌—আছি কিবা আছি না।
উদ্ভট বাবাজীর তাজ্জব মাছুলি—
দাম তার বেশী নয়—মোটে এক আধুলি।
অম্বল সেরে যাবে—সেরে যাবে পিত্ত,
বন্ধ্যার ছেলে হবে একেবারে ঠিকতো।
যৌবন ফিরে পাবে নয় মোটে মিথ্যে,
যে যা পারে দেয় মেরে যাহা আসে চিত্তে।
দেওয়ালের সারা গায়ে আর ল্যাম্প্‌ পোষ্টে,
কত কি যে লেখা আছে—সাফ্‌ করে কোষ্ঠে
ঘুম ভেঙে একদিন দেখা যাবে শেষটা,
পোষ্টার-প্লাকার্ডেতে ছেয়ে গেছে দেশটা।
ঘাড়ে মই চাপা দিয়ে বুকে পিঠে মারবে,
পথ চলা দায় হবে—সহজে কি ছাড়বে ?

। ষষ্টি-মধু ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাব

প্রভু, যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই !
কোন দ্বিরুক্তি করবো না ! নেবো তীর ধনুক।
এমনি বেকার। মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই —
দেহ না চল্‌লে, চল্‌বে তোমার কড়া চাবুক।

হা ঘরে আমরা ! মুক্ত আকাশ ঘর, বাহির।
হে প্রভু, তুমিই শেখালে পৃথিবী মায়া কেবল—
তাইতো আজকে মন্ত্র নিয়েছি উপবাসীর।
ফলে নেই লোভ ! তোমার গোলায় তুলি ফসল

হে সওদাগর,—সিপাই, সান্ত্রী সব তোমার
দয়া করে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও—
তারপরে, প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার
জনগণ মতে বিধি নিষেধের বেড়ি পরাও।

অস্ত্র মেলেনি এতদিন। তাই ভেঁজেছি তান।
অভ্যাস ছিলো তীর-ধনুকের, ছেলেবেলায়
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বল্‌বো বৎস ! সভ্যতা যেন থাকে বজায় !

চোখ বুঁজে কোন কোকিলের দিকে ফেরাব কান ॥

। চিরকুট ।

প্রবুদ্ধ

সকলই সমান

এখানে মৃত্যুও কাঁপে
জীবনের পদচাপে
স্মৃতি মরে নাকো হায়, বিস্মৃতির কোলে !
এখানের পরিবেশে
ভূত-ভবিষ্যতে মিশে
একাকার হ'য়ে রয় 'স্তূপের আড়ালে'।
এখানে যে-কেউ আসে
সবে রয় পাশে-পাশে
উত্তমের ঘৃণা নেই অধমের প্রতি ;
বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ
শরৎ, সত্যেন-সাথ
কালিদাস, পাতিতুণ্ডি, সব, এক গতি ।
অথচ, মজাটি ভাই
এটি নয় স্বর্গ ঠাঁই
কিংবা,—ঐ কী বলে, শ্মশানও নয় !
যেই শ্মশানের কথা,
অমর কাব্যেতে গাঁথা
'এখানে আসিলে সবে, সমানই হয়।'
তবে কোন্ দেশ এই ?
জানবে একান্তই ?
এটি হোল ফুটপাথে 'ওল্ড-বুক-শপ্',
যেখানে দড়িতে ঝোলে,
(আর বাতাসেতে দোলে)
'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে, কাব্য 'ছপ্ছপ্' ॥

দীপালী।

জগন্নাথ সরকার

অপ-রূপকথা

স্বপনপুরীর রাজকন্যা
সাত সাগর আর তেরো নদীর পারে থাকবেই
এমন তো কোন কথা নেই।
থাকতেও তো পারে ইডেন গার্ডেনে, ক্যাসানোভায়
কিংবা লেকের ধারে।

নাই বা হ'ল মেঘবরণ,
শ্যাম্পু করা ধোঁয়াটে কেশ
ঘাড় দেখানো ছাঁটে
বেশ তো মানায়।

স্বপনপুরীর রাজকন্যার হাতে
পারুল-কলি থাক্‌বে
এমন রুল্‌ তো নেই।
থাক্‌তে পারে
উৎকলীদের কটিতটে দোল খাওয়া
ভোল্‌ পাল্টানো বটুয়া।
ওর গহন কোনে
ছোট একটা জীয়ন-কাঠি…
কাঠির ছোঁয়ায় জাগেই যদি
রাজকন্যার কুঁচবরণ ঠোঁট,
জাগুক্‌ না।

কঙ্কনের কিঙ্কিনী নাইবা যদি বাজে
কি-ই বা এসে যায়।

বাজতেও পারে সাড়ে-পাঁচটা
বাইশ ক্যারেট সোনায় গড়া
ছোট্ট ঘড়িটাতে।
আসার আশায় বসেই যদি থাকে
স্বপনপুরীর রাজকন্যা,
থাকুক্ না!……
অচিন্ দেশের রাজপুত্তুর আসবেই।

অচিন দেশের রাজপুত্তুর
অচিন দেশেই থাক্‌বে,
কেউ কি পারে বলতে?
থাকতে পারে টালায় কিংবা টালিগঞ্জে,
শ্যামবাজারে কি রাধাবাজারে
সালকে কিংবা সিমলায়।….
রাজপুত্তুরের হাতে
অসি যদি না-ই থাকে দোষ কি,
মসী-ভরা পেন্‌টি থাকলেই হবে।
চোখে থাকবে দূরদৃষ্টি
পাতলা কাঁচের ফাঁকে ফাঁকে।

পক্ষীরাজে চড়তেই হবে
অমন কথা ভুল।
অষ্টিন, রোভার, স্টুডিবেকার
আরো অনেক কিছু আছে
নিদেন পক্ষে ট্যাক্‌সি কিংবা ট্রাম
স্টেট্‌বাস্ কিংবা রিক্‌সা।
রাজপুত্তুর হাজির হবে রাজকন্যার পাশে
বলবে 'রাজকন্যে,
এই এসেছি আমি।'

শিউরে উঠবে রাজকন্যা ;
পুলক ভরা চাউনি হেনে বলবে
বাপ্‌স ! এত দেরী !
ছ'টা বাজতে ক'টা মিনিট বা আছে।'
রাজপুত্তুর বলবে 'তা হোক্‌,
অভিযানটাই বড়;
কী এ্যাডভেঞ্চারাস্‌, আর কী থ্রিলিং।'
হেসে উঠবে রাজকন্যা....
সে হাসিতে ঝরবে না মুক্তো,
দুলবে শুধু
নকল মুক্তোর নেক্‌লেশটি।
রাজপুত্তুর বলবে, 'দেরী নয় আব
এবার চলো।'
রাজকন্যা বলবে 'চলো।'

স্বপনপুরীর রাজকন্যা
আর
অচিন দেশের রাজপুত্তুর
হাজির হবে
তেপান্তরের মাঠের শেষে নয়,
গড়ের মাঠের শেষে
মেট্রোতে।...

। সংস্কৃতি ।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

মওকা

অতীতের ভুল আজ প্রায়শ্চিত্তে শোধরাতে বলে'
সকাল ও সন্ধ্যাকালে বস্তুবুদ্ধি গৃহিনী আমার
দেবতাকে সাক্ষ্য রেখে অনুরোধ করে বার বার
এবার তৃতীয় যুদ্ধে—আর যেন বিস্মৃতির ছলে—

ভুলো না ধরিতে কিছু পণ্যভার বুদ্ধির কৌশলে
পাঁচ আনাকে পাকচক্রে প্যাঁচ কষে পাঁচশো টাকার
অঙ্ক করে তোলা চাই ; বর্ত্তমান জীবনে বাঁচার
এই ত' একক পথ, তা না হলে ধ্বংসের কবলে।

সুবুদ্ধি একেই বলে।   সাধ্বী পত্নী, সাধুবাদ দিই !
কল্যাণকামিনি অয়ি, বুদ্ধিমতি, সুদীর্ঘায়ু ভব।
সভ্যতা যখন থেকে বেনেদের এসেছে কবলে
নির্বোধকে খুন করে তাজারক্তে স্নান করে নিই ;
তারপর কিছু টাকা দান করে মৃত্যুঞ্জয় হব,—
দেশের ঐতিহ্যকামী বাহবার পুষ্পমাল্য গলে।

। একক ।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

নাগরিক কাব্য

হাওড়ার ব্রিজে সকাল হয়েছে চকচক করে পোলের ফ্রেম,
গঙ্গার জল লাল হয়ে ছিল ঘোলা করে দিল ষ্টিমার লঞ্চ।
ট্রেন এসে গেছে অনেকগুলোই যাত্রীরা ছোটে উর্ধশ্বাসে
মানুষে ও মালে বারুদের মত বাসে ট্রামে হ'ল ঠাসা ও গাদা।
তারপর তারা ঢোকে তাড়াতাড়ি হাওড়া পোলের বিরাট হাঁ-তে
গম্ গম্ আর গরগর আর ঘরঘর করে কোন সে দানা
লক্ষ মানব ছুটিয়া চলেছে দিনের প্রথমে তাহারই টানে
লালা ঝ'রে পড়ে নয়া দানবের লকলক করে লোলুপ জিব,
হাওড়ার ব্রিজে সকাল হয়েছে চকচক করে পোলের ফ্রেম।

বড়বাজারেতে দুপুর হয়েছে, ডালহৌসিতেও হয়েছে তাই,
তার আর গলা একসাথে কাটে লক্ষ জীবন একের হাতে।
ভুঁড়ির ঘামের নোনা-নোনা জল ঝরিয়া পড়িছে মাটির 'পরে
মিশিয়া গিয়াছে বুঝিতে পার না অনেক চোখের নোন্তা জল,
রাইটার্স বাড়ি, সেক্রেটারেট লাল টকটক দাঁড়িয়ে আছে,
ঠকঠক ক'রে ঠোকাঠুকি খেয়ে মর ঘুরে ঘুরে মাথাটা খুঁড়ে,
কোন্ পকেটেতে প'ড়ে হবে মাত্ নগরের এই ক্যারামবোর্ডে।
পিচ্ ঢালা পথ চক্ চক্ করে হাওড়া পোলের ফ্রেমের মত,
বড়বাজারেতে দুপুর হয়েছে, ডালহৌসিতেও হয়েছে তাই।

চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যা নেমেছে লালনীল সাপ-নিয়ন আলো,
বেগুনে আলোয় ক্লাউন গাউন ব্লাউজ বডিজ যৌনলীলা,
মায়ের চিতার আগুনে ধরায় সিগারেট যেন পেত্নী-প্রিয়া,
গান্ধীর ছবি ম্লান হ'ল হেথা জ্বল জ্বল কার চিত্রনটি।
নয়াদানবের পাঁজরে পাঁজরে ছুটিয়া চলেছে নানান 'কার'।

আলো জ্বলে আলো নিভে যায় বুঝি ধক্‌ধক্‌ করে কাহার নাড়ি!
মনুমেন্টের ঐ কোনটায় কোন্‌ সে বৃদ্ধা কাঁদিছে বসে,
চোখের জলেতে ভেজা গালে তার গ্যাসের আলোক উজলি ওঠে।
চকচক করে বুড়ির কপোল হাওড়া পোলের ফ্রেমের মত,
চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যা নেমেছে লাল নীল সাপ-নিয়ন আলো।

নগরের বুকে রাত্রি নামিল জ্বল জ্বল করে লক্ষ আঁখি,
নয়াদানবের কামনার মত জ্বলিয়া উঠিল লক্ষ বাতি।
গণিকার মাতা কন্যারে তার সাজিয়ে পাঠায় পথের ধারে
পাতিহাঁস যেন ডিম পেড়ে পেড়ে অমলেট ক'রে খাচ্ছে ভেজে,
বাঁশিতে ফুঁ দেয় কেউটে সাপেতে মাথায় তাহার নাচিছে ব্যাঙ!
রাত্রি নিঝুম জ্বল জ্বল করে নয়া দানবের লক্ষ আঁখি
আকাশের বুকে লক্ষ তারার আঁখির ভাষার প্রতিধ্বনি।
মাতা ভাগীরথী পচা ডোবা হয়ে প'ড়ে আছে ঠিক ন্যাতার মত,
গভীর রাত্রি নগর দানব সগর্বে খোঁজে শিকার তার
পুরু ঠোঁট দুটো জিব দিয়ে চাটে, নাক দিয়ে পড়ে গরম শ্বাস।
মানুষের ছেলে দেয়ালায় কাঁদে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে,
মরা জ্যোৎস্নার ম্লান আলো প'ড়ে, জ্যোৎস্না তো নয় চাঁদের বমি।
রাত্রি নিঝুম ধরণী ঘুমায়, দৈত্যপুরীটা জাগিয়া ওঠে,
হাওড়াপোলের স্টিলের ফ্রেমটা চকচকচক করে না আর,
লৌহ-ফ্রেমের সিল্যুট ছায়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরীসম।

হাওড়ার ব্রিজে ভোর হয় হয়, ফরসা হয়েছে আকাশ নীল
জ্বল জ্বল করে দুটি হীরে তারা ছলছল করা করুণ আঁখি।
নগরের এই কদর্যতাও মিথ্যা মন্দ শঠের মাঝে,
তবু মোরা খুঁজি সত্য ও শিব সুন্দরে ভাই ক্ষণে ক্ষণে।
নার্সারি হোমে যদিও আমরা টবের বেড়েতে বন্দীচারা,
এই ধরণীর উদার বক্ষে বনস্পতির ভূমিকা মোরা,

উত্তর আর পূর্ব মেঘের নূতন বারতা আমরা কব,
মনের শাখায় গাহিছে কোকিল আশার ময়ূর পেখম মেলে।
নয়াদানবের ফসিলের বুকে ফুঠিয়া উঠিবে মানব-ফুল
বিলাবে গন্ধ, ফলাইবে ফল—নার্সারি হোমে আজকে যারা।
রাত শেষ হবে, ভোর হয় হয় রাঙা হয়ে ওঠে নভের নীল,
হাওড়া ব্রীজের ষ্টীলের ফ্রেমটা রাঙাইয়া দেয় নতুন আলো,
রেঙে ওঠা ফ্রেম—ফ্রেম সে তো নয়, সিন্দুরে রাঙা সতীর সিঁথি,
কলকল ক'রে বহিছে গঙ্গা আমার মায়ের করুণা হ'য়ে
জ্বল জ্বল করে দুটি হীরে তারা ছলছল করা উজল আঁখি
হাওড়ার ব্রিজে ভোর হয় হয়, রাঙা হয়ে ওঠে স্টীলের ফ্রেম।

। শনিবারের চিঠি।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমি অল্পমূল্যে কেনা

পদ দলিতের জীবনের কথা,
শুনিবার অবসর
ভালো করে জানি, নেই তোমাদের
হও না আপন পর।
তবু আমি—আজ 'মাইকে'র মুখে,
বলে যাবো কথা, যত আছে বুকে :
সাগরেতে শুয়ে মোটেই আমি যে,
শিশিরে করিনা ডর।

ধর্মতলার গৃহকোণ হতে
মুদ্রামান্তে আনি,
ঘরের বাহিরে বিছিয়ে রেখেছো
আমার এই দেহখানি ;
লাঞ্ছনা আর শত অপমান
দেহমন মোর করে খান্ খান্,
প্রাণ যদি থাকে, কান দিয়ে শোনো,
আমার বেদনা বাণী।

তাগাদায় এসে তোমারি দুয়ারে,
তোমারই পাওনাদার,
মোর বুক মাঝে, জুতো ঠুকে ঠুকে,
ছেড়ে গেছে হুংকার।
আঁখি জলে আমি ভেসে গেছি হায়,
কেইবা তা ছাখে, কার বয়ে যায়,
অপমান যেন রাবণের চিতা,
বুকে জ্বলে অনিবার।

তোমার মেয়ের ফিঁয়াসেরা এসে,
বর্ষাবাদলে ভিজে,
চুপসানো চটি মুখে মারে যবে,
দেখনি তুমি কি নিজে ?
দশসেরী কেউ 'লণ্ডবুট' পরে
মোর বুকে খুলে, তারপর ঘরে
ঢুকেছে যখন—মারো নিকো চড়,
অদ্ভুত সেই চীজ্‌-এ।

লাই পেয়ে পেয়ে তোমার কুকুর,
নবাব খাঞ্জাখাঁই,
দাঁত দিয়ে কাটে, এত আবদারে,—
বুকের পাঁজরটাই
বলি নাকো কিছু, মুখ বুঁজে সহি,
তাই ভগবান বড় দুখে কহি—
এ পোড়া কপালে নাই কিগো সুখ,
এমনি ভাগ্যটাই।

না হয় হোলাম পাপোষ-ই আমি,
অল্পমূল্যে কেনা,
তাই বলে কিগো 'ফোরফ্রণ্টে'তে
কভু মোরে আন্‌বে না ?
এক ঘেয়ে সেই গৎ বাঁধা দিন,
চৌকাঠ পাশে ভঙ্গিবিহীন
চিৎ হয়ে পড়ে কড়িকাঠ গোনা—
কত 'কাঠ' হলো চেনা
না হয় হোলাম পাপোষ-ই আমি,
অল্পমূল্যে কেনা।

। আমি অল্প মূল্যে কেনা।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

প্ল্যান

পাতাল দিয়ে প্লেন চালাব,
আকাশ দিয়ে নৌকো—
স্বপ্নগুলো হ'লদে, সবুজ—লম্বাটে, গোল, চৌকো,
সব রেখেছি টাটকা, তাজা জ্যান্ত ;
সাচ্চা কথা
ট্যাক্সো যদি আরো কিছু ছ্যান্‌ ত',
দেখিয়ে দেব, দেখিয়ে দেব :
আমরা শুধু দেখিয়ে দেব।

চলবে ট্র্যাফিক বাড়ীর ছাদে,
রাস্তা বেবাক ফাঁকা—
সবার পায়ে থাকবে আঁটা ইঞ্চি কয়েক চাকা ;
যেমন খুশী, চলবেন—
চলতে বিশেষ কষ্ট হ'লেই বলবেন :
থাকবে পুলিশ দফায়-দফায় পথের মোড়ে-মোড়ে—
সূর্যটাকে নিভিয়ে, চাঁদ
উস্কে দেবে জোরে—

ট্যাপের কলে মজুত ক্ষীরের সরবত ;
বলুন কি-আর হরকত।
ব্লু- প্রিণ্টটা পড়বেন :
না আছে কী প্ল্যান সে ?
হয়নিক যা, হয়নিক যা'—চীন, রাশিয়া, ফ্রান্সে—
দেখিয়ে দেব, দেখিয়ে দেব :
আমরা সেরেফ দেখিয়ে দেব।

এ সব গেল টুকিটাকি, আসল টুকুই উহ্য—
তত্ত্বটুকু বড়ই গূঢ় গুহ্য ঃ
উদর ব'লে বস্তুটারই
থাকবে না আর চিন্তা—
তা ধিন্ ধিন, ধিন্ তা ঃ
নৃত্য করুন হুলা-হুলা, ডিম-ডিম-ডিম বাদ্য—
অক্সিজেনেই থাকবে ঠাসা প্রাণধারনের খাদ্য।
শ্বাস গ্রহণের বায়ুর সাথেই
মিটবে ক্ষুধা নিশ্বাসে—
আনতে পাবেন এ সব সহজ বিশ্বাসে ?
অথচ সব সত্যি
ইহলোকের সমস্যা আর রাখবে না এক রত্তি।

হৃদয়টাকে চড়ান শুধু স্বার্থত্যাগের সাবাস-এ
যা কিছু আয়, সব ধরে দিন
আরো বেশী ট্যাক্সে
দিয়েই দেখুন, দিন্-না।
কী করেছেন গান্ধীজী আর করতেন কী জিন্না ?
আমরা শুধু দেখিয়ে দেব—
হাঁটু এবং কনুই তুলে দেখিয়ে দেব
ওস্তাদী মার রাতের শেষে দেখিয়ে দেব,
দেখিয়ে দেব।

। ষষ্টি-মধু।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

স্বর্গদ্বার

ষ্টেশনের এক পাশে কোন এক রমণীর স্ফীত মৃতদেহ
হাজার লোকের ভীড়ে পড়ে আছে দ্বিপ্রহর দিনের আলোকে
চট-ঢাকা অর্ধনগ্ন বীভৎস কদর্য যেন মৃত্যুর নরক
হঠাৎ আমার চোখে, তুলে ধরে সভ্যতার কুৎসিত রূপ।
মৃত্যু নাকি মধুময়, মৃত্যু নাকি সুন্দরের শেষ আশীর্বাদ
জীবন্ত প্রমাণ তার মুখোমুখি এইখানে আজকে পেলাম।

তোমাদের এ পৃথিবী এ নারীর বাঁচবার কোন অধিকার
স্বীকার করেনি জানি। তবু শোনো হয়তো বা এরি নাম ছিল
কোন এক শোভা সেন, সুচরিতা বসু রায়। কটাক্ষে যার
কিশোরের দেহে আসে উচ্ছলিত যৌবনের প্রথম আস্বাদ।
এই মৃত চোখে মুখে কোন রাতে প্রার্থিতের নিবিড় চুম্বনে
এই নারী মুছে যেত রজনীগন্ধার মত শ্রাবণ আঁধারে।
তোমার পৃথিবী থেকে সুন্দরের এক মুঠো সেই শুভ্র দান
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলে ষ্টেশনের একপাশে বীভৎস নরকে।

চারপাশে কবরের ঘনকালো অন্ধকার জড়ো হয়ে ওঠে
ট্রেনের যাত্রীর ভীড় থেমে যায় রাত্রি শেষে ঘুমের প্রহরে
মৃতদেহ ঘিরে ঘিরে মাংস লোভী কুকুরের নৈশভোজ শুরু
নারীর নরম অংগে সারমেয় আহার্যের অবাধ প্রস্তুতি।
পৃথিবীর সব আলো নিভে আসে ধীরে ধীরে ভোরের আকাশে :
হে ঈশ্বর হে দেবতা তোমার স্বর্গের দ্বার আর কতদূর।

। মষ্টি-মধু।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

বর্তমান

চুপ রও শয়তান! আমাদের চেনো না!
বলছি যা শোন তাই, প্রতিবাদ এনো না!
দেব যাহা তার বেশী যদি কিছু চেয়েছ,
জেনে রাখো সবে তবে জুতো-পেটা খেয়েছ।
যত পার খেটে যাও, বিশ্রাম নিও না,
কুঁড়েমিরে কেহ কভু প্রশ্রয় দিও না।

আমরাই তোমাদের ভগবান জানিও—
যখন যা বলব তা মুখ বুজে মানিও।
তোমাদের চাবি কাঠি আমাদেরই হাতে রয়,
আমরা যা দয়া করে দেব তার বেশী নয়।
কোন দিন যদি কেউ বাড়া বাড়ি করবি
জেনে রাখ্ চাবুকের ঘায়ে সব মরবি।

ফুটপথে মাটিতেই শুয়ে পড়ে থাকবি,
ভোর যেই হবে সেই কাজে সব লাগবি।
কালিয়া, পোলাও, সরু চাউলের অন্ন,
মাছ দুধ ফল সব আমাদেরই জন্য।
লেখা পড়া শিখে সব কিবা আর করবি?
পায়ে সেই নিয়মের শৃঙ্খলই পরবি।

মগজে তোদের কারো বুদ্ধি তো মোটে নেই,
সেথা শুধু ভরা আছে ঘুণ আর গোবরেই।
এত কথা বললাম, এর পরও যদি আর
কোন কথা কয়েছিস্—জেনে রাখ্ তবে সার
এ জগৎ আমাদেরই—মোরা শুধু যোগ্য,
যত কিছু সম্পদ আমাদেরই ভোগ্য।

। উছল সবুজ।

প্রভাকর মাঝি

বিংশ শতাব্দীর চাঁদ

দশটা পাঁচটা আপিসের ঘানি টেনে
সাড়ে পাঁচটায় বেরোই ইচ্ছে করে'।
(শখিয়েছে এটা কুলীন কেরাণী যারা)
বড় সাহেবের পড়ি যদি সুনজরে।
সাত তাড়াতাড়ি বেরোলেম ঘর থেকে,
সওয়া সাতটায় এনগেজমেণ্ট আছে
—ধ্যুত্তেরি গেল স্যাণ্ডালটার ফিতে,
মলি সেন নয়, কাবুলওলার কাছে।
ওরি ফাঁকে কোন রেষ্টুরেণ্টে বসে
হাফ কাপ চায়ে ক্ষিধেটা মারতে হবে
রামু গোয়ালাটা শুনছে না আর কথা,
(এখনো কি চাঁদ ওঠো তুমি নীল নভে ?)
দেড় বছরের পিলে-পেটা মেয়েটা তো
জন্মের থেকে একটানা ভুগছেই।
টেম্পারেচার বেড়ে ছিল সকালেতে,
খবর নেবার এখন সময় নেই।
তারপর ফের প্রাইভেট টিউসানি,
সার্কাস লেনে আটটায় হবে যেতে।
আজকে তোমাকে দেখবে কে আর চাঁদ,
তিনি তো এখন টেলিফোন আপিসেতে।
জপিয়ে জপিয়ে ঘোষকে এনেছি বাগে,
ফেরবার পথে আর একটু দেব তাড়া।
সহদেব সেন তাকাচ্ছে আড় চোখে,
দামী শিকারটা হয় বুঝি হাতছাড়া।
আজো নাকি চাঁদ, ওঠো তুমি ঝলোমলো,
তোমাকে নিয়ে কি কবিতা লিখব বলো ?

। ষষ্ঠি-মধু।

বেলা দেবী

ঠাকুরমার আক্ষেপ

নাত্‌নি, মনে বড়ই যে হয় হিংসে
জন্ম কেন নিলেম নারে শতাব্দী এই বিংশে।
(আজ) আশিতে আসিতে কতই আসিল দেশে
মোদের দেমাক ঠমক গিয়েছে ভেসে।
টানি কেশ পাশ তালুতে খোঁপাটি বেঁধে
নথটি নাকেতে ফেঁদে
পয়সা প্রমাণ সিঁদুরের টিপ পরি
চিবোতাম পান জর্দ্দায় গাল ভরি।
কোমরে দুলায়ে দিতেম গোট রূপার
সাদামাটা শাড়ী এতেই কত বাহার।
ঠাকুর্দ্দা তোর বলত 'প্রাণেশ্বরী
মরি কি বা সাজে সাজিয়াছ সুন্দরী,'
শুনে যেন ঝড় উঠিত বক্ষতলে
গর্ব্বে যেতাম গলে।
বাষট্টিতে গেছে তোর দাদু, তবু
লাজে দিনমানে কথাটি বলিনি কভু
আজ দেখি তোরা হাওয়া খেতে যাস দুপ'রে
স্বামীর হাত ধরে।
পহরে পহরে মলম মাখিস মুখে
লাল, শাদা গুঁড়ো ; চশমা আছেই চোখে
কপালে ঘুচেছে সিঁদুরের ও বালাই
সে সিঁদুর দেখি ঠোঁটেতে পেয়েছে ঠাঁই।
রকমারি শাড়ি গহনার জেল্লায়
(মোর) ছানি পড়া চোখ আশিতেও ঝলসায়

সুখেতে বেড়াস ঘুরি।
বধূন'স আর,.প্রজাপতি সম উড়ি
দেশটা হয়েছে যেন শ্রীবৃন্দাবন
(আজ) নাতনি রে হায়! চলে গেছে যৌবন।
মরে ফের যদি অন্য জনম পাই
যেন এ যুগের মেয়ে হয়ে জন্মাই।

। সংস্কৃতি।

সুনীল কুমার লাহিড়ী

অথ ধর্মকথা

এ এক আজব দেশ রে দাদা।
হেথা, সাধু সজ্জন হবেন যে জন লান্ছনা তাঁর বাঁধা।
হেথায় কথার চোটেই বাজিমাৎ—
ব্রহ্মাবিষ্টু কুপোকাৎ—
কথায় কথায় ধম্মবুলি মনে লাগায় ধাধা।
এ এক আজব দেশরে দাদা।

ধর্ম নামে অধর্ম হয় এই দেশেতে যত—
সারা বিশ্বে এমন কোথাও হয়না জেনো তত—
বল্‌তে পারো কোন দেশেতে খাদ্যে মেশায় বিষ?
চোরাবাজারীর জয়জয়কার কোথায় অহর্নিশ?
কোথায় এমন লাখে লাখে—
রামধুনে ভাই আকাশ ঢাকে?
রামজীউ-এর শপথ নিয়ে বে-ধরমী কাজ,
করতে বল কোন দেশীয় পায়না মোটেই লাজ?
কালোবাজার লালবাজারে কোথায় পাতায় মিতা।
এই দেশেতেই—জন্মে যেথায় উপনিষদ, গীতা।
খাদ্যেতে বিষ—বিষেও ভেজাল,
কোথায় এমন পাবে।
মুক্তি অমন সহজ নয় যে মরেই বেঁচে যাবে।

বেঁচেই বরং মরে থাকো—
দু'বেলা রামজীউকে ডাকো,
রামরাজ্যের জয়জয়কার তবেই হবে ঠিক।
মান্‌বে না ভাই ধরম-কথা—
ধিক্ তোমাকে ধিক্!

ষষ্টি-মধু।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রিয়বরেষু

নতুন-লেখা কাব্য নিয়ে সাহিত্যিকের দরজায়
যখন দিতে ধরনা, ভায়া, বলেছি, 'বেশ, আচ্ছা।
আবো একদিন এস না হয়।' তখন কেবা জানত
সেই ছেলেটিই হঠাৎ হবে দুরন্ত দুর্দান্ত।
সেই সেদিনের চিঁচিঁ-কণ্ঠ এখন ত বেশ গর্জায়।
তখন ছিলে নেহাত শিশু, সদ্যোজাত বাচ্চা।

আজকে তুমি ক্রিটিক, যেন ক্রান্তিকারী যোজক।
গল্প লেখা—শক্ত সেটা খুবই?
কাব্য—ছি ছি তাতেও গেলে ঘেমে?
তাই বুঝি আরবছরে দিয়ে এম-এ
এখন কর সাহিত্যিকের মুণ্ডু লোফালুফি?
বাংলা দেশের মস্ত জবরদস্ত সমালোচক।

। কালান্তর।

গৌরকিশোর ঘোষ

নাগরদোলা

এই যে নাগরদোলা
উঠছে, নামছে, থামছে,
নিচ্ছে লোক।
ঘুরছে ঘোরা।
চকিবাজীর ঝোঁক
নাগরদোলার।

নাগরদোলাটা আটকা পোক্ত খুঁটোয়।
ওরই জোরে নামায় লোককে,
উঠোয়।
উচুঁর লোকটা করছে ঘৃণা নীচকে।
(সামনা যেন ভেংচি কাটছে পিছকে)
জানছে নামবে, নামছে, তবুও ভজা
উঠেই ভাবছে টিকবে এবার
নাগরদোলার সেই তো আসল মজা।

। ষষ্টি-মধু ।

অরুণাচল বসু

চড়ুই

সারাদিন চড়ুয়েরা ডাকছেই—ডাকছেই—
তুমি তাতে সাড়া দাও, নাই দাও,
ঘরটার প্রতিকোণ সুরে ভ'রে রাখছেই
প্রতিদানে খুদ-কুঁড়ো যাই দাও।

হরদম সোর-গোল কড়িকাঠে, জানলায়,
ঘর আছে শরদোলে, খোপোরে ;
একপয়সাও ভাড়া দেবে না সে মামলায়
নিচে কিম্বা থাক সে ওপরে।

'রেণ্ট-কন্‌ট্রোল' বৃথা রেশনিং মিথ্যে,
না মানে আইন,—কোনো সরকার ;
সেরা বিপ্লবী সেই, নির্ভিক চিত্তে
আজি তারই পথ নেয়া দরকার।

। ষষ্টি-মধু ।

শতদল গোস্বামী

কাক

সরীসৃপ কানাগলি নাম তার হরিসভা লেন
খড়কুটো দিয়ে সেথা বাসা বাঁধে হরিভক্ত কাক :
ফোঁটা কাটে, টিকি রাখে—বুকে তার ফাউন্টেন পেন
নামাবলী-স্যুট পরে—প্রতিবেশী সবাই অবাক।

এ-কাক সে-কাক নয়, মনে হয় মহা দার্শনিক
নিজের কুটীরে বসে চিন্তা মগ্ন থাকে দিন রাত্র :
অট্টহাসি হাসে কভু, কখনো বা হাসে ফিকফিক
ঢিল যদি ছোঁড়ে কেউ, স্থির চিত্তে সয় সে আঘাত।

এ-কাকের ইতিহাস পার যদি লিখে রেখো কবি
বাস্তুহারা উদ্বাস্তু সে, কাকিনীর প্রেমে সে পাগল
(ব্যর্থ প্রেম, দীর্ঘশ্বাস—এই নিয়ে এঁকো তুমি ছবি,)
সে জীবনী পড়ে যেন পাঠকের চোখে ঝরে জল।

সরীসৃপ কানাগলি হরিসভা লেন তার নাম,
কাক বসে মদ খায়, স্মৃতি ভোলে, পায় সে আরাম।

। ষষ্টি-মধু ।

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

দৈনন্দিন

[একদিকে]

সকালে :

রেষ্টুরেণ্টের ফাঁকা পলিটিক্সের 'স্যাকারিণ'
ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় নিঃশেষিত ;

দুপুরে :

অফিসে কলমপেশা, দিবানিদ্রা ঘরে, পথে হাত-সাফাই,
রোদ্দুরে বিষ্টিতে ক্ষতি নেই ;

বিকেলে :

সিনেমা 'কিউ', ময়দানে গ্যালারী-ভরা—
তবু ভাল ট্রাম, বাস পাতলা হয়েছে ;

রাত্তিরে :

রক, গলি, পাড়া, ক্লাবে তুমুল জিহ্বা-তর্ক
বিষয়ের অপেক্ষা রাখে না।

[অন্যদিকে]

রেস, জুয়া, বিয়ার, ব্রাণ্ডি, ডান্সে, হোটেলে
শহরের প্রতি অংগ পূর্ণ যৌবনা।

। শহর।

রাম বসু

প্রথম গর্ভিনী

সহসা সে উঠলো চমকে
শিয়ালদা' ষ্টেশনে
কাতারে কাতারে শুয়ে স্বামী স্ত্রী, মাংস হাড়
হয়তো বা সাময়িক পাতানো সম্পর্ক
পাত্র হাতে ঘোরে নারী
চোখ যার অব্যর্থ সন্ধানী
নর্দমায় কোলের বাচ্চাটা কেঁদে মরে
মাছি ব'সে দু'চোখ খোবলায়
আলো জ্বলে সারাক্ষণ
লম্পটের দৃষ্টির মতন
দূরের ইঞ্জিন সিটি মারে।

প্রথম গর্ভিনী নারী আঁৎকালো উজ্জ্বল শহরে।

পাক খায় শরীরের শিরা
রক্ত হানা দেয় মুখে :
কে তবে জঠরে তার, নাড়ীতে নাড়ীতে বাঁধা
ইচ্ছা হয়ে একি ছিল মনের মাঝারে ?
কার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ নখ তল পেট ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে
জরায়ু সজোরে মোচড়ায়
অতি দূর অন্ধকারে মাথা কুটে বলে :
'মাগো, এই যদি ভাগ্য, তবে
কেন জন্ম হবে ?

এর চেয়ে ঢের ভালো
মেরে ফেলো
আমার মুখের গন্ধ বুক ভরে নেবার আগেই
শেষ হয়ে যাই।'

ডাক ছাড়ে প্রথম গর্ভিণী
কেঁপে ওঠে সহিষ্ণু মেদিনী।
। যখন যন্ত্রণা।

কৃষ্ণ ধর

হে রবিঠাকুর

তোমাকে দেখিনি চোখে হে রবি ঠাকুর।
তুমি আছো এ দেশের আরো কতদূর॥
তোমার পুতুল খেলা সারা দেশ জুড়ে।
তুমি নাকি এ দেশের সবাকার ঘরে॥

শয়নে, স্বপনে তুমি, উৎসবে ব্যসনে।
তোমার ধ্যানের মূর্তি সকলের মনে॥
বিশেষতঃ যাঁরা আজ মগজ প্রধান।
আকাদামী, পরিষদ জুড়ে অধিষ্ঠান॥

তাঁরা তো তোমার নামে অজ্ঞান হন।
তুমি দেখি সকলের একান্ত আপন॥
অনুবাদ উদ্ধৃতি, বেতার ভাষণ।
আলপনা, ধূপ-ধুনা, শান্তিনিকেতন॥

নববর্ষ, শুভদিন, জাতীয় সংগীত।
এ জাতির গাত্রে তুমি যজ্ঞ উপবীত॥
তুমিই, তুমিই সব হে রবি ঠাকুর।
তুমি আছো এ দেশের আরো কতদূর॥

লালদিঘী গদগদ তোমার নামে।
তোমার আসন পাতা দক্ষিণে ও বামে॥
উত্তমর্ণ, অধমর্ণ সকলের তুমি।
তোমার নামেতে দেখি নাচে বঙ্গভূমি॥

এমনি মহিমা জেনো হে রবি ঠাকুর।
এজাতির কণ্ঠে দোলে তোমারই সুর॥
প্রয়োজনে নাম করে জওহরলাল।
তুমি নাকি এ দেশের হৃদয় প্রবাল॥

কিমাশ্চর্য এত ভক্তি, প্রণামের পরে
তোমার ভাষাকে তারা কণ্ঠরোধ করে ॥
তোমার বাংলা দেশ দুইখান করি।
দিল্লার বাদশা'রা শান দেয় ছুরি ॥

আয়ু শেষ, বায়ু বিষ, অন্ধকার কালো।
এ দেশের কোনো ঘরে নাই জ্বালা আলো ॥
দুঃসময়ে একদিন তুমি ছিলে বলে।
বিপদ আপদ সব গেছে অবহেলে ॥

একদিন তুমি ছিলে পরম আশ্রয়।
শোকে তাপে, দুঃখে সুখে একান্ত নির্ভয় ॥
তুমি ছিলে, ভাষা ছিল নির্বাকের মুখে।
তুমি ছিলে, বল ছিল দুর্বলের বুকে ॥

তুমি নাই বাংলা দেশ রৌদ্রবসনী।
সর্ব অঙ্গে অগ্নিদাহ, বুকে অশনি ॥
এখন তোমার নাম হে রবি ঠাকুর।
স্মৃতিমাত্র হয়ে আছে, তাও বহুদূর ॥

তবুও তোমার নামে ওঠে লাখে লাখ
নামের মহিমা প্রভু করলো অবাক ॥
বছরে একটি দিন জ্বলে ধূপ-ধুনা।
পঁচিশে বৈশাখে জমে নব্য রবিয়ানা ॥

কেউ বলে তুমি ঋষি, কেউ বলে গৃহী
কেউ বলে বুর্জোয়া, কেউ বলে নেহি ॥
তোমার এ শ্রাদ্ধ শান্তি লাগে অপরূপ।
শুধুই তোমার দেশ অবাক নিশ্চুপ ॥

ভাবি তাই অতঃকিম্, আর কতদূর।
রবিয়ানা শেষ কবে, হে রবি ঠাকুর ॥

। যখন প্রথম ধরেছে কলি।

রাণা বসু

মনভ্রমণ

আজকে আমি রাতের ট্রেনে সাগর তীরে যাব,
আর কিছু না পাইতো সেথায়
শান্তি মনে পাব।
ডালপালা আর মাটি দিয়ে ছোট্ট কুটির গড়ে,
থাকবো মহা সুখে ;
মৌমাছিরা ফুলের মধুর লোভে,
আসবে যখন ফুলের দেশে, তুলবে
গুন্-গুন্-গুন্ গান,
শুনবো পেতে কান ॥

শান্তি আমি পাব।
শান্তি যখন আসবে নেমে ঘোমটা খুলে উষার,
ঝিল্লি ডাকে সজীব হবে যখন মৃদু নিশা,
সন্ধ্যা-সকাল মুখর যেথা পাখির কলরবে ॥

এখন আমি সাগর-তীরে যাব—
তটের ওপর যেথায় এসে ঢেউগুলো সব মিশে
শব্দ ওঠায় ছলাৎ—
একি হল হঠাৎ ঃ
সিমেণ্ট-করা মেঝেয় শুয়ে স্বপ্ন দেখি কাহার !

। শারদীয়া বসুমতী।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ,
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বড় শক্ত ইমারত।
তারপর শুরু হ'লো তার আঁস্তাকুড়ে আনা গোনা :

আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।
তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হ'য়ে।

খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করলো প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেলো প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবারের।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চ'লে এলো
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে॥

। ছাড়পত্র।

বিমল ভৌমিক

পরাভূত দেবতা

কূট বিদ্যা অধিগত, বুদ্ধি কোনো কৈবল্য মানে না
সিগারেট ঠোঁটে চেপে নৈরাশ্যের পদাবলী ভনি
প্রবল পুরুষ প্রাণ মহাপ্রেমে মোক্ষও জানে না
তাইতো পরমানন্দে সর্বত্রই সর্বনাশ গণি।
সর্বত্রই সর্বনাশ। আর ঠোঁটে সিগারেট জ্বলে
অথচ অস্থির গৃহে দোঁহে দেখা ধ্রুপদী নির্জনে
মনকে বেঁধেছি বটে বৈরাগ্যের কঠিন বল্কলে
তবু এ দ্বৈতই ভালো, চলো আজ কেটে পড়ি বনে।

তাহ'লে অন্ততঃ আর স্বৈরাচারী নায়কের হাতে
হৃদয় হবে না ক্ষত। বানপ্রস্থে অবশ্যই শ্রেয়
মিলতে পারে। সেইখানে আপাততঃ বাধাহীন রাতে
হৃদয় ছাউনী ফেলে খুঁজে পাবে নির্ধারিত প্রেয়।
আর এই সুচতুর মুহূর্তের ঘন অবসরে
নায়কেরা নিদ্রা দিক মানুষের বাঁধানো কবরে।

সংস্কৃতি।

প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়

সমুদ্রটা দিচ্ছে গালি

জহরবাবু নস্যি নিয়ে
বলেন, 'দেখি পুরী গিয়ে
সমুদ্রটা বেজায় গোঁয়ার
ফুলছে যেন সদাই রাগে।
সন্‌সনিয়ে দৌড়ে এসে
কুলের কাছে অবশেষে
লাফিয়ে উঠে ধরতে বা চায়
হাজার হাতে শূণ্যটাকে।
তারপরেতে হুহুঙ্কারে,
ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তীরের ধারে,
বিশ্রীভাবে দিচ্ছে গালি
কেন কাকে কেই বা জানে।
'কাঁচ-কামিণী'র বাড়ী থেকে,
বহুক্ষণ এই দৃশ্য দেখে,
জানতে পেরে আসল ব্যাপার
বুঝে নিলাম কথার মানে।
মন্দিরের ওই অন্ধকারে
দারিদ্র আর সংস্কারে
বন্দীরা সব যে বিশ্বাসে
পোষণ করে শীর্ণ প্রাণে,
যে বিশ্বাসে পথের 'পরে
মুমূর্ষু দল লুটিয়ে প'ড়ে
যাত্রীদলে তত্ত্ব ব'লে
ভিক্ষা তরে হস্ত পাতে.
দারিদ্র আর দুঃখ তরে
সে বিশ্বাসকে দায়ী ক'রে
সমুদ্রটা দিচ্ছে গালি
কাঠের ঠুঁটো জগন্নাথে' ॥

। যষ্টি-মধু ।

পুলক আঢ্য

একটি বাস্তব কবিতা

মঞ্জুলা সেন ! আজকে আমার কথা
শুনতে তোমারে হবে নিশ্চয়ই হবে
কতদিন আর ফিরে যাব বলো বৃথা ?
অবসর বলো হবে সে তোমার কবে ?

তখন তো ঢের বলেছিলে মিঠে বুলি ;
বলেছিলে—আমি ভুলব না ভুলব না।
মাসের পরেতে মাস যায় আজ চলি,
কতদিন আর সহিব এ বঞ্চনা ?

মিস্ সেন ! তব দ্বারে এসে বার বার—
হতাশ হইয়া গিয়াছি কেবল ফিরে,
আমারও পথেতে যাওনা তো তুমি আর ;
ভুলেছ কি সেই তোমার 'আপণ' টিরে ?

মঞ্জুলা ! আজ কোন কথা মানব না,
বাকীটা মেটাও তেরো টাকা বারো আনা।

।ষষ্টি-মধু।

মনোজ ভট্টাচার্য

ঘুঘু ও ফাঁদ

আমি ঘুঘু আর তুমি যেন ফাঁদ
তাই—
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার
তোমাতেই ধরা পড়িয়াছি বারেবার।

কখনো পরেছ কুরুবক কালো কেশে
মালতীর মালা দুলায়েছ তব গলে
কখনো রঙেতে রাঙিয়েছ ঠোঁট—হেসে
সুর্মা টেনেছ কাজল আঁখির কোলে।

কত রূপে কত মতে
মোরে ছলিয়াছ কত পথে—
শ্রান্ত দেহেতে শান্তি দাওনি
ভুলিয়েছ আলেয়াতে ;
আর ভোলা নয়—ভেবেছি অনেকবার।
তবু এই জনমেতে—এই যুগে—এই বার—
সব জেনে শুনে
তোমাতেই ধরা পড়িয়াছি আর বার।

। ষষ্টি-মধু।

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন বনাম বাস্তব

(আলাপ)

পুং : শুনছেন মিস শ্রীলা সরকার
হিস্ট্রির নোটখানা খুব ছিল দরকার।
যদি কিছু না ভাবেন, তাহ'লে……

স্ত্রী : না না, এতে কি বা আছে ভাববার।
তবে দয়া করে এই সামনের শনিবার
যদি নিয়ে আসেন তো, না হলে……

(প্রলাপ)

পুং : শ্রীলা শোনো, (হাত ধ'রে) কবে আমি কবে আর
তোমাকে নিজের ক'রে পাবো বলো। এ আঁধার
হৃদয়ের ঘরে তুমি আলো দেবে, কথা দাও
সবই বোঝো, তবে এইবার কাছে টেনে নাও।

স্ত্রী : লক্ষ্মীটি, একবার বাবা মাকে বললেই
হয়ে যাবে সব ঠিক। তুমি জানো তোমাকেই
আমি চাই ; তুমি ছাড়া বাঁচব না আমি ঠিক।
(মনে মনে) ভগবান গাঁটছড়া বেঁধে দিক।

(বিলাপ)

স্ত্রী : আর পারি না যে সামলানো দায়
ওগো মেয়েটাকে নাও না কোলে,
পাজি ছেলেটাই কি কম জ্বালায়
তেল ওল্‌টাতো একটু হ'লে।

পুং : এখনও রান্না হ'ল না, অফিসে
চাকরী এবার গেলই তবে ;

কি করি বলতো, দেখছি না খেয়ে
চাকরী বজায় রাখতে হবে।

স্ত্রী : খান দুই শাড়ি আনতেই হবে
ছেঁড়া জোড়া দিয়ে চলে না আর
এম এ পাশ করে মাসিক বেতন
এক'শ পঁচিশ চমৎকার!
বাড়ী ভাড়া বাকী দু'মাসের, ছাই
কি করতে চাও করো এবার!
আজ ভাবি এম এ পড়ার সময়ে
প্রেমে পড়লাম কেন তোমার।

। যষ্টি-মধু।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

ইচ্ছাময়ী

মনের যেহেতু ক্ষয় আছে আর এই দেহে তার বাস
চাঁদের প্রভাব তুচ্ছ করব এমন সাধ্য কই।
হয়ত জোয়ার অথবা ভাঁটার অসময় উচ্ছ্বাস
মানতেই হয় নতুবা ছাড়তে সঙ্গিনী-সঙ্গই।

কি যে করি এই অবেলায় এসে ইচ্ছারও জোর নেই
মনে ভাবি যদি উত্তরে যাব দক্ষিণে ঘোরে মুখ
বসন্ত আসে রোগে না ঋতুতে এইটুকু বুঝতেই
এতদিন গেল, তা হলে বলো তো বেঁচে থেকে কিবা সুখ।

বকুলের বনে কোকিল ডাকবে এইটা যখন রীতি
নীতির কথা যে বুঝবে না মন হাওয়াই সে কথা বলে
বাসনা বয়সে মিত্রতা নেই হিংসায় নেই প্রীতি—
নিরাসক্তির এমন ধাপ্পা আজকে কি দেওয়া চলে।

আমার লক্ষ্য ভোজনে নিদ্রায় কিন্তু বুঝাই কাকে
শরীর-তত্ত্বে অন্যপক্ষ নির্বোধ হস্তিনী
মাকালে আপেলে ভেদ থাকে নাকো পড়লে দুর্বিপাকে
নয়াপয়সার হিসেব না জান খসবে আস্তগিনি।

তবুত হৃদয়ে হৃদ্যতা আছে দুবেলা দুমুঠো জোটে
রুচি-কান্নার উপরিপাওনা বছর বছর আছে
ঝগড়া বিবাদ থাকলেও রাতে রজনীগন্ধা ফোটে
সাগরের হাওয়া মর্মর তোলে মাঝে মাঝে মরা গাছে।

ভাগ্যের নামে হতভাগা এই মনকে বুঝান বৃথা
হয়ত ভাবছে চৈত্র-শ্রাবণে তার ইচ্ছাই জয়ী
অথচ আজকে গৃহিণী আমার সচীব অথবা মিতা
সন্দেহ হয়। ভাবছি—আসলে গৃহিণী ইচ্ছাময়ী॥

। ষষ্টি-মধু।

নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

ভেজাল-মহিমা

চালের ভিতর কাঁকর শুধুই, দুধে শুধুই জল,
মাখনে কেবল চটকা কলা মেশায় অনর্গল।
আটার ভিতর পাথর গুঁড়ো তেঁতুল বিচি যত,
সর্ষে তেলে সোর গুঁজে হায় হচ্ছে পেশাই কত।

টাট্‌কা ঘিয়ে ডালদা ভরা লেবু পাতার গন্ধ,
রং দেখে নয় গব্য ঘৃত করবে কে আর সন্দ!
দুধের গুঁড়োয় চা খড়ি সব মিশিয়ে সস্তা দরে,
সেই দুধেতে দধি ও ক্ষীর নিত্য তৈয়ার করে।

চায়ের ভিতর চামড়া গুঁড়ো কাঠের গুঁড়ো পুরে,
ফ্লেভার দিয়ে বিক্রী চলে সারা বাজার জুড়ে।
খয়েরে লাল ইঁটের গুঁড়ো, রঙিন গিরি মাটি;
খাদের চোটে পয়সা টাকা যায় না পাওয়া খাঁটি।

ওষুধ ভেজাল পথ্য ভেজাল কথায় ভেজাল ভরা,
বাহির দেখে ভিতর কারো যায় না সঠিক ধরা।
আলোক বাতাস তাতেও ভেজাল তেজস্ক্রীয় ঘুরে,
খাঁটির আজ নেইকো বালাই সারা জগৎ জুড়ে।

। ষষ্ঠ-মধু।

চণ্ডী লাহিড়ী

পুঁটি যখন উঠলো ফুটি

পুঁটির যখন বয়স হল চোদ্দ
পাত্র খুঁজে মা হল তার হদ্দ।
নেইকো চাল নেইকো যার চুলো
ছাই ফেলতে নেইকো ভাঙা কুলো
কে তার কথা শোনে,
ধুলোর মত ভাবনা তার জমতো মনের কোণে।
মা ও বেটি শুকিয়ে গোবর বেচতো হাটে ঘুঁটে;
আমি তখন তাগড়া-জোয়ান ইষ্টিশানের মুটে।

তেরশো পঞ্চাশে
পেটের জ্বালায় সবাই তখন কাঁপছে বিষম ত্রাসে
কে যে তাদের বুদ্ধি দিল তারাই সেটা জানে,
আমার তখন সময় কোথায়, চাইনি সেদিক পানে।

তারপর নেমে এল যুদ্ধের বন্যা
কোনদিকে ভেসে গেল মা ও তার কন্যা
জানা নেই সে খবর, রাখি নাই তথ্য
শোনা গেছে নানা কথা মিথ্যা ও সত্য।
কেউ বলে পড়েছিল বাবুদের খপ্পরে
সেথা হ'তে একদিন সন্ধ্যায় খপ্ করে
কিনে নিল ঝানু এক মাড়োয়াড়ী-নন্দন
সোনা-রূপো দেহে, তবু পুঁটি করে ক্রন্দন।

কেউ বলে বাজে কথা মাড়োয়ারী-ভাটিয়া ;
পুঁটি তো চালায় পেট গতরেতে খাটিয়া।
সম্প্রতি নাচে গায় যাত্রার পার্টিতে
নৃত্যের নামে হয় রাত জেগে খাটিতে
কেউ বলে বাসা তার কু-পাড়ার গলিতে—
কিছুই আজব নয় এই ঘোর কলিতে
এমন অনেক কথা টুক্‌টাক কর্ণে
হাওয়ায় আসতো ভেসে নানারূপ বর্ণে।

বহুকাল পরে
কলকাতা সহরের ফুটপাত ধরে
হেঁটে যেতে চোখে পড়ে ভীড় সিনেমায়
ছেলে বুড়ো কেউ বাদ নাই—
স্থান নেই একচুল
সব ক্লাস 'ফুল'।
তবুও দাঁড়িয়ে আছি মনে আশা ক্ষীণ
এ বইয়ে নেমেছে এক নয়া হিরোয়িন
বাইরে দেয়ালে আঁটা বড় পোষ্টার
তার গায়ে আঁকা-ছবি নয়া ফিল্মষ্টার।
নগ্ন বেশ-বাশে,
নায়কের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে।
আমি তো অবাক,
এতো হাঁক-ডাক।
এতো দেখি চেনা-মুখ, আমাদের পুঁটি,
খায় লুটোপুটি
এগ্নি পায়ে ছেলে-বুড়ো জুটে!
পুঁটি হল ফিল্মষ্টার, আমি সেই মুটে।

দেখা হ'ল হঠাৎ চলতি ট্রামে
আমার চোখে জল ঝরিয়ে
পুঁটি রাণীই নামে।
কোথায় শাড়ী, গয়না কোথায়
কোথায় রূপের ঝলক
এ যেন ঠিক উথলে-পড়া একটু দুধের বলক
পুড়ে গেছে উনুন পাড়ের তাপে
আমার শকুন-চোখ জোড়াতে
পলক না আর কাঁপে।
সারা মাথায় রুক্ষ চুলের বোঝা
একটি নয়ন কাণা
মুখটি দেখে বেশ যাচ্ছে বোঝা
দিয়েছিলো বসন্ত রোগ হানা।
আমার মনের মরা-গাঙে জাগলো বুঝি ঢেউ
লীলাময়ের কি যে লীলা বুঝতে পারে কেউ ?
কাছে গিয়ে মুচকী হেসে বলি—
'তুমি আমার অনেক কালের চেনা'
হাসলো পুঁটু, 'আমিও তোমায় চিনি
শেষ করেছি এবার বেচা-কেনা।'
মুখ নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলি—
'আর যে ওনা চলি
ওগো আমার অনেক কালের প্রিয়ে
চল এবার বৃন্দাবনে গিয়ে
কণ্ঠী বদল করে নিয়ে আকণ্ঠ ডুব দেব'
বললো পুঁটি-'সঙ্গ নেবই নেব !'

। ষষ্টি-মধু।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

উল্টোরথ

এ দুনিয়ায় উল্টো সবই
রথ কি শুধু উল্টো চলে ?
জ্ঞানী, গুণী, মহৎ, কবি
সবাই তো আজ উল্টো বলে।

উল্টো চলে দেশের বাতাস
উল্টো চলে কালের গতি,
সাতের মেয়ে হ'চ্ছে সাতাশ
অসতীরা হ'চ্ছে সতী।

ভ্যানিটি আর ওষ্ঠে হাসি
রাস্তাতে আজ দেখতে পেলে,
খেঁকরে গলা, ছোট্ট কাশি'
উল্টে পড়ে নব্য ছেলে।

প্রিয়ার কাছে প্রিয়রা তো
ওষ্ঠ দুটো উল্টে হাসে
উল্টে লাফায় বানর যত
বানরীরা থাকলে পাশে।

আরো কত উল্টো বেজায়
সব কি হেথায় লিখতে পারি ?
সব পাখিতে মাছ খেয়ে যায়
নাম শুধু হয় মাছরাঙারি।

। জলছবি।

চিত্ত সিংহ

ক'লকাতা

প্রত্যূষে সেখানে পা, ফিরে আসে রাত্রির গাড়ীতে।

সারাদিন চড়াই-উৎরাই, তবু সে ভ্রমণে ক্লান্ত নই;
কৃত্রিম সমস্ত কিছু, কঠিন সুতোয় টানা স্তন,
নকল রেশমী শাড়ী, প্রতিটি মুহূর্তে অবিন্যস্ত;
ঠোঁটেতে সিন্দুর আর, গলে গণ্ডে এক গাদা ছাই।
তবুও অবাক হই, যখন বাঁকায় ভুরু প্রেমে;
অভিমানে ঠোঁট কাঁপে, বিদ্ধ করে দৃষ্টির শরেতে;
ভীষণ অবাক হই, যখন সে রেগে গিয়ে হাসে।

কোমর ভীষণ সরু, বক্ষ ও নিতম্ব দুই টিলা,
উচ্চতায় একই মাপ; জঙ্ঘা দু'টি ভীষণ সরস।
তার প্রেমে আমি বাঁচি, তাকে ছাড়া নিশ্চিত মরণ;
ইচ্ছেয় তাকেই দেখি, অনিচ্ছেয় ঠিক যেন সে।

সে আমাকে ডাক দেয়ঃ প্রত্যূষে সেখানে রাখি পা;
সে আমাকে তুলে ধরেঃ রাত্রির গাড়ীতে আমি ফিরি॥

। আকণ্ঠ।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বড় বেশী ভাবছি

বড় বেশী ভাবছি।
চিন্তার ঢেউ উঠে বালু-বেলা আছড়ায়,
সোনালী সাগর তট জরে যায় নোনতায়,
রূপালী ভাবনা যত জোট বেঁধে রাখছি।
বড় বেশী ভাবছি।

চিন্তার রাজ্যের তারারাই সাক্ষী,
টুপ করে তারা খসা ভাবনার ভাগ্যি ;
সন্ধ্যারই নীলে শুধু জমকালো ভিড়
অনন্ত আগন্তুক যে যত ঘন বসতির।
চিন্তার স্বাদ শুধু ক্রমাগত চাখছি,
বড় বেশী ভাবছি।

'চিনির প্রলেপ লেপা কুইনিন চুষছি
অবশেষ কষা কটু খাচ্ছি।
বড় বেশী ভাবছি।

রক্তের গতি বাড়ে উর্ধ-শিরার
ভিস্তি মগজ শুধু করে ভার ভার।
জানি মনে সৃজনের যোজনের স্পৃহা,—
ক্রমে ক্রমে বর্ধিত ভাবনার প্লীহা,
হাজার বাতির তেজে মায়া মনে জ্বালিয়ে
হারান আশায় যায় হদিসই দিয়ে।

তারি ভিড় দেখি শুধু হাজার হাজার
মননের বিচিত্র বিস্তার,

দিনে দিনে ভাবনার-বিদ্যুৎ খালি চোখে দেখছি ;
বড় বেশী ভাবছি।

হাড় ভাঙা খাটুনির দিন শুধু গুনছি
লক্ষ্মীর দেউলেই মাথা শুধু কুট্‌ছি ;
কুটে কুটে মাথা ফুলে ব্যথা কালসিটে,—
এক ফোটা শান্তিও যদি আসে জীবনের কোন পারমিটে ;
শুধু তাই সাধ্‌ছি।
বেশী বেশী ভাবছি।

দেখি কই ভাবাভাবি-মুক্তির মূর্তি
জ্বল-জ্বল ফুর্তির স্ফুলিংগ বর্তি।
এ ভাবনা-দোটানার তাঁত শুধু বুনছি,
বড় বেশী ভাবছি।

মিষ্টি-মন।

অলক চক্রবর্ত্তী

তোমায় হারানোর উদ্দেশ্যে

তোমায় হারানোর ব্যথা আজো ভুলতে পারি না.
ভোলা কি সহজ ?
আমাব সংগে জড়িত ছিলে কত বছর,
মনে হয়, কত যুগ—
মনে হয়, সেই অনাদি কাল হোতে
হয়ত তুমি আর আমি ছিলাম এক সাথে,
ভেবেছিলাম, হয়তো আরো কত বছর
তুমি আর আমি থাকবো একত্রে
হে আমার চিরসঙ্গী।

কিন্তু ভেঙে গেল আমার আশা ;
তুমি চলে গেলে, বেখে গেলে গভীর হতাশা,
আমার জীবনে এনেছিলে শিহরণ, দিয়েছিলে দোলা,
রইলে না কেন তবে ?
হঠাৎ কেন নিলে বিদায়।
হয়তো তোমার মনে হয়, আমার জীবনে
তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে,
তাই নিলে বিদায়, আমায় মাঝ পথে দাঁড় করিয়ে,
কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে তোমাকে,
আমি তোমায় আবার ফিরে চাই,
তোমার অভাবে আমার জগৎ অন্ধকার ও শূণ্য
হে আমার ভেঙে যাওয়া চশমা।

ষষ্টি-মধু।

সুধীর কুমার দাস

যদি মেরে দিই

দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকা যদিও দায়—
স্বর্গ রচনা করছি তবুও কল্পনায়।
রেসের টিকিট যদি শ্রীহরি
মেরে দিই আমি তোমারে স্মরি'
রাতারাতি কোঠা হাঁকাবো সহরে, লাগাবো তাক্
ব্যাঙ্কের ঘরে কিছু জমা দেবো, কিছুটা থাক্।

কিনে নেবো তাতে 'বুইক্' এবং ফার্নিচার,
হীরা-ঝলোমলো ঘরণীর তরে কণ্ঠহার।
হক্‌সাহেবের বাজারে গিয়ে
আধুনিক সাজ-সজ্জা নিয়ে
গোটা বাড়ীখানা অদ্ভুত করে সাজিয়ে দেবো,
দর্শন লাগি' যদি আসে কেউ বাজিয়ে নেবো।

বড় ক'রে নাম বেরোবে পত্র পত্রিকাতে,
পরিচিতিসহ হয়তো ফটোও থাকবে সাথে।
দলে দলে লোক আসবে কাছে
সঙ্গ আমার হারায় পাছে,
তোষামোদ-সুরে বলবে তাহারা—হে মহারথী,
প্রতি ফাঙ্‌সনে তুমি বিনা হবে কে সভাপতি?

অমনি আমিও রাজী হ'য়ে যাবো তাদের মতে,
বুইক্ আমার ছুটে যাবে ধূলো উড়িয়ে পথে।
ফাঙ্‌সনে হবো হাজির যবে
জয়ধ্বনি দিয়ে উঠবে সবে—

মঞ্চের 'পরে নির্ভীক শিরে দাঁড়ায়ে রবো,
বক্তৃতা দেবো হাসি-হাসি মুখে নিত্য নব।

জানবে সবাই আমি উৎসাহী সবার কাজে,
দিনে দিনে নাম ছড়িয়ে তো যাবে জগৎ-মাঝে।
ক্ষতি নেই যদি হঠাৎ মরি,
জানে শুধু একা সেই শ্রীহরি—
ঘরণী আমার দিবস কাটাবে দারুণ শোকে,
মাঠে ময়দানে মৃত্যু-দিবস পালবে লোকে।

। যষ্টি-মধু ।

অশোক ভট্টাচার্য

বোটানিকাল গার্ডেনে

ঊর্ধ্বে আলোর বন্যায় ভেসে যায়
মেঘে মেঘে ঐ পুষ্পিত নভলোক—
নিম্নে কোমল সবুজ ঘাসের 'পরে
ব'সেছি আমরা দোহার নিকটে দোঁহা।

পাশে বয়ে চলে বৈরাগী নদী তার
ধূসর অংগে কত মানুষের আশা
নিঃশেষে লীন,—শশ্মান কুড়ানো ছাই
কত না চলেছে সাগরের সন্ধানে।

অদূরে হঠাৎ শাল-বীথিকায় শুনি
যুবক-যুবতী কলকোলাহলে মাতে
তবু, হায় কই, তোমার আমার প্রাণে
জাগো না তো সেই দুর্লভ ভালোবাসা ?

আমরা দু'জনে যেন এ কালের দুই
নট আর নটি ব'সে আছি পাশাপাশি ;—
মঞ্চের 'পরে নেমে পাঠ ভুল ক'রে
সার মেনেছি এ গালে-চোখে রঙ্ মাখা ॥

। ষষ্টি-মধু ।

আনন্দ বাগচী

মাকড়সার উক্তি

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি রক্ত করবীর রাজা।

বহুদূর প্রসারিত, আমার বিচিত্র বেড়াজাল
আমি তার পিছনে রয়েছি,
নিন্দুকে জঞ্জাল বলে, আমি বলি জনতার জাল
সব আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছি।
সব ছেড়ে তত্ত্বে আসো যদি
এখন সমস্ত জাল নোট থেকে ওষুধ অবধি।

রয়েছি দেহলি প্রান্তে, বলতে পারো, হৃৎপিণ্ডেশ্বর!
কণ্ঠে নব ভাগবত, রসে টৈ-টম্বুর হৃদয়
রাজনীতি যাকে বলে আমি তার দক্ষ কারিগর—
হাওয়া বুঝে সময় সময়
যদিও নেপথ্যে থাকি নিপাতনে সিদ্ধ রাখি দাবী;
ধন নয় মান নয়, হাতে আছে ছোট্ট এক চাবি।

যদি চলো ডালে ডালে, পাতায় পাতায় চলি গাছে,
সাক্ষাৎ মৃত্যুর চেয়ে ফাইন আর্টস্ আর কিছু আছে?

। ষষ্ঠী-মধু।

অঞ্জনকুমার দত্ত

একটি অতি আধুনিক কবিতা

উপমা :

তোমার লাউ-লাউ চোখে
কাস্তে হাতুড়ীর লাল পতাকা।
গড়িয়ে পড়া আলকাতরার মত কেশদামে তব
রুষিয়ান ভড্‌গার গন্ধ
আমার ডলার বাঁধা মন
লজ্জায় মরে,
যেন বার্লিনের পতন।

বক্তব্য :

তবু তোমারেই চাই।
তাই, মনের ইউ-এন-ও ঘোড়াকে
ঘুরিয়ে কোরিয়া নয়াচীন
ইন্দোচীনে মেরে ঢুঁ
থামিয়েছি জেনেভার কুলে ;
তোমায় নেবই তুলে,
বাঁধব আমার সাথে
ইঞ্জিনের পেছনে বগীটা যেমন।
তখন বুঝবে, আমি
আইনষ্টাইনের এ্যাটম প্রকাশি চিন্তা,
তেনজিংএর এভারেষ্ট বিজয়ী শক্তি,
হিটলালের সমর কৌশল,
জহরলালের শান্তি কীর্তি।

আবেগ :

তোমায় না পাওয়া অবধি, আমি
হিমবিক্ষুব্ধ সাইবেরিয়ার তুষার ঝড়,
স্বতঃসিদ্ধ বন্যা ভারতের,
পেছনের চাকাওয়ালা
অতিকায় ষ্টেটবাস,
দুর্বোধ্য অধুনিক কবিতা।

শেষ প্রশস্তি (ধীর স্বরে) :

জেনো, পায়নি তোমায় তাই আমি ভয়ঙ্কর
সাংঘাতিক, হ্যাঁ ব্বাবা ॥

। যষ্টি-মধু ।

অচিন্ত্যকুমার বসু

টাকার খেলা

সেদিন গোপনে ডেকে প্রিয়তমা
কহিল মোরে,
প্রেম করিবারে আসিয়াছ তুমি
কিসের জোরে ?

টাকা আছে তব ? জানো না তো প্রিয়
এ দুনিয়া শুধু টাকারই খেলা,
ভুলে যাও আজি যত কিছু কথা
বলেছি আমরা সেই ছেলেবেলা।

প্রেম যদি চাও আনো এই বেলা
চাকরী খুঁজে,
টাকা হলে এসো প্রেম দেব হেসে
সময় বুঝে।

আমি কহিলাম, এত সব খেলা
বৃথায় যাবে কি টাকা না হলে।
বেকার বলিয়া সেই প্রেম-মালা
দিতে কি পার না আমার গলে ?

প্রিয়া কয় হেসে, বৃথা বহ বুকে
দুরাশা প্রিয়
'মানি' কর, পরে এই মানিকেরে
মাল্য দিও।

। ষষ্টি-মধু ।

অশোক মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন

এতদিনে বুঝলাম সত্যি
পৃথিবীতে বেঁচে নেই সুখ একরত্তি।
জীবনটা যেন এক কবিতা
বলা শুধু মিথ্যের ভণিতা।

গৃহে কটি আছে বালখিল্য
তাদের কি নিদারুণ পাঠে শৈথিল্য!
রাতদিন বসে শুধু কথা-গান-হাসি—
এসব কি কোনদিন আমি ভালবাসি?

পাশে পড়ে ছিল জমি এক চিল্‌তে
বেশ কিছু কাঠ-খড় পুড়ল তা মিলতে।
মনে ছিল আশা
ফলমূল গাছ কিছু হবে সেথা খাসা!
এখন সে স্থান
ছেলে আর মেয়েদের ফুলের বাগান।

আরও কত ঢং দেখব কে জানে,
গতকাল, হ্যাঁ কালই ত, ছুঁড়ি এক মানে
আধুনিকে বলে যারে মহিলা
বয়স যদিও ষোল (হা ঈশ্বর, আর কত লীলা
দেখাবে তুমিই জান!) মুখে এক তোলা
কি ছাই মেখেছে—বুঝি পিটুলির গোলা,
গট্‌গট্ করে এসে চোখে মোর তাকিয়ে
বললে, 'অমলবাবুকে দিন ডাকিয়ে।'

শুনে তাই মুখে মোর কথা সরে না তো,
অমলটা কবে থেকে বাবু হল তা তো
আমার ছিল না জানা : বললাম, 'শোন
অমল তো বাড়ি নেই, প্রয়োজন কোন
থাকে যদি তবে হেঁ হেঁ আমাকেই বলে যেতে পারো'

শুনেই সে অভিমানে হয়ে থরো থরো
টক্‌টকে রাঙা মুখে বলে,
'এমনটা ভুলো মন হলে কভু চলে ?
বলবেন তাকে—
আর যেন কখনও না মঞ্জুকে ডাকে।'
অনুরাগে দুই চোখ করে ছলছল
শ্রীমতী মঞ্জু দিল চোখে অঞ্চল।

অমলকে সেদিনই কোন এক ফাঁকে
শুধোলাম, 'মানে ইয়ে মঞ্জুটা কে ?'
জ্বলে গেল পিত্তি কথা শুনে তার,
বলে কিনা 'ও যে হয় বন্ধু আমার।'

। যষ্টি-মধু।

সুকুমার মিত্র

একটি বাস্তব কবিতা

গালে দিয়ে হাত কর্তা মরেন ভেবে—
ছেলের ফি-এর এতগুলো টাকা
কে এখন ধার দেবে ?
যাহা কিছু ঘরে ছিল সোনাদানা
সবি তো গিয়েছে পেটে ;
ছেলেটা এবার পাশ করে যদি
খানিকটা পড়ে খেটে
হয়তো তখন কিছুটা সুরাহা হবে ;
শেষ সম্বল এখন কেবল
এইটুকু আশা ভবে।

গিন্নী ভাবেন ছেলেটা করলে পাশ,
হবে না সহিতে ক্রুর অভাবের
নিষ্ঠুর নাগপাশ।
যাহা কিছু সখ আজিও রয়েছে বাকী
যা কিছু বাসনা মিটিবে তখন
যাবে না কিছুই ফাঁকি।

ছেলে সুশান্ত পাড়ার রকেতে বসে
শুধু দিনরাত আড্ডা মারেন কষে ;
মুখে বিড়ি আর মাথায় বাব্‌রী চুল
'দেশী ও বিদেশী তারকার দেহ
সৌরভে মশগুল
লেখাপড়া শিখে কাজ কিবা তার হবে ?

কর্তা ভাবেন শেষ সম্বল
এইটুকু আশা ভবে।

। সংস্কৃতি।

অসিত মৈত্র

চিরকালের ছড়া

নাই দিলে চড়ে মাথে জানি সে তো কুকুরে
যত কাটো তত বাড়ে খাল কিবা পুকুরে ;
যতো খাও তবু কিসে ভরে নাকো চিত্ত ?
ঘুষ যে তাহার নাম মনে রেখো নিত্য।

দুধ ঘি মাখন দধি সন্দেশ আর
পারো যদি ধার করে করিও আহার ;
ট্যাঁকের অর্থ কভু ইহাতে না দিবে
বিধির আদেশ এই—মনেতে রাখিবে।

যারা মরে বিল সেঁচে তার বেলা কই
বেঁটে মোটা কালো কালো ডিম ভরা কই ?
কাঁটাল খাইতে চাও, বলি·তবে খেও
পরের মাথায় ভাঙি—অতি উপাদেয়।

আর বলি শোন কিসে ভরে ওঠে বুক
পরের নিন্দে, আহা শোনাও যে সুখ!
ধিন্ ধেরে কেটে ধেরে ধিন্ নানা ধিন্ তা।
ভাইপোর মেরে জক্ চলো সারা দিনটা।

ভাবছো জীবনে হবে উন্নতি কিসে ?
বড়বাবুটিরে ডেকো মামা কিবা পিসে,
কাছ ছাড়া হবে নাকো কভু তার থেকে
মাঝে মাঝে রাজভোগ দিও বাড়ী ডেকে।

বাঁচবার পথ এই সিধে আছে খোলা
বাকী যা রহিল সব আজ থাক তোলা ;
আমার এ বাণী সবে রেখো মনে করি
দিনে রাতে বাবা-হনুমানজীকে স্মরি।

বস্তি-মধু।

অবধুত

স্বখাত সলিলে

ওরে ও খেয়ালী।
গহন বনে সাপের মাথায় কি দীপ জ্বালালি।
ওবে ও খেয়ালি॥

আকাশ জোড়া আঁস্তাকুড়ে -
বাঁধনু যে ঘর কোন সুদূরে
সাত সাগরের মন মুকুবে স্বপন দেখালি।
ওরে ও খেয়ালি॥

ওরে ও খেয়ালী।
জীবন বীমায় শেয়ার কেনায় মিলন ঘটালি।
জামাই পাতা আঁধার ফাঁদে
কৃষ্ণ চামার আকুল কাঁদে
লাইকা বুকে খোকা চাঁদে কি দুধ পিয়ালী।
ওরে ও খেয়ালী॥

ওরে ও খেয়ালী।
কাঁপন ছাঁদের গোপন ব্যথায় কি সুর শোনালি।
ছায়োছবির শাড়ির আঁচল
বাটার চটি চোখের কাজল
দখিন মেরুর তুষার বাদল হৃদয় টুটালী॥
ওরে ও খেয়ালী॥

ওরে ও খেয়ালী।
চটুল চোখের চাউনি ছোঁয়া কি ঘুম পাড়ালি।

ময়লা ফেলা টিনের মাঝে
খোকার সলাজ কণ্ঠ বাজে
পঞ্চশীলের পচাই ঝাঁজে শিউলী ঝরালি।
ওরে ও খেয়ালী॥

ওরে ও খেয়ালী।
অনুর বুকে পরমানুর নাচন নাচালি।
আধ্যাত্মিক জপছে মালা
গুপ্ত সাধন গুপ্ত সলা
হুইস্কী ধেনো বস্তীবালা মধুর মিতালি।
ওরে ও খেয়ালী॥

ওরে ও খেয়ালী।
খ ল কেটে তুই আপন ঘরে কুমীর আনালি।
বেদেয় চেনে সাপের হাসি
ভেকের শোকে সাপ উদাসী
লেডিজ সীটে বসল খাসি বেহুঁশ হেঁয়ালী।
ওরে ও খেয়ালী॥

ওরে ও খেয়ালী।
মাইক মুখে সংস্কৃতির নিলাম ডাকালি।
হাই তুলছে বেড়াল ভিজে
চিনলি না তুই ঠসক কি যে
স্বখাত সলিলে ডুবলি নিজে চেরাগ ভাসালি।
ওরে ও খেয়ালী॥

। যষ্টি-মধু।

কবি-পরিচিতি

পরশুরাম (রাজশেখর বসু)

জন্ম ১৮৮০খৃঃ। ডি, লিট, পদ্মভূষণ ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত। বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটির সভাপতি (১৯৩৫)। গ্রন্থ—গড্ডালিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, লঘুগুরু, গল্পকল্প, নীলতারা ইত্যাদি গল্প, রামায়ণ, মহাভারত, চলন্তিকা অভিধান ইত্যাদি। ঠিকানা—৭২, বকুল বাগান রোড, কলিকাতা-২৫।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (কপিঞ্জল)

জন্ম ১৮৮২ খৃঃ। বর্দ্ধমান জেলায় কোগ্রামে। মাথরুণ হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। পল্লী কবি। জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। গ্রন্থ—উজানী, বীথি, একতারা, বনমল্লিকা, অজয়, নূপুর, বনতুলসী শতদল ইত্যাদি। ঠিকানা—কোগ্রাম, নতুনহাট, বর্দ্ধমান।

নরেন্দ্র দেব

জন্ম ১২৯৫ বঙ্গাব্দ। কলিকাতায়। যুগ্ম সম্পাদক : পি-ই-এন ক্লাব (পঃ বঙ্গ) সম্পাদক—পাঠশালা (১৩৪৩)। গ্রন্থ—খেলার পুতুল, গরমিল, বোঝাপড়া, যাদুঘর, ওমর খৈয়াম, মেঘদূত, বসুধারা, কাব্য-দিপালী, সাহেব বিবির দেশে ইত্যাদি। ঠিকানা—৭২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯।

কালিদাস রায় (বেতাল ভট্ট)

জন্ম ১২৯৬ বঙ্গাব্দ। বর্দ্ধমান জেলায় কড়ুই গ্রামে। প্রাক্তন শিক্ষক। জগত্তারিনী পুরস্কার ও কবিশেখর উপাধি প্রাপ্ত। গ্রন্থ—পর্ণপুট, বল্লরী, গীতালহরী, ঋতুমঙ্গল, ব্রজরেণু, লাজাঞ্জলি, কিশলয় ইত্যাদি। ঠিকানা—পি-১৩, চারু এ্যাভিন্যু, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৩০১ বঙ্গাব্দ, ৭ই বৈশাখ। ২৪ পরগণায় নারায়ণপুর গ্রামে। নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবসর প্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। গ্রন্থ—আকাশ গঙ্গা, নতুন কবিতা, চার্বাকের উক্তি ইত্যাদি। ঠিকানা—৮/১, গরচা সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-১৯।

জগদানন্দ বাজপেয়ী

জন্ম ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, ১লা শ্রাবণ। সহঃ সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা। বহুদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে অতিবাহিত। গ্রন্থ—চলার পথে। ঠিকানা—১৯/১ ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯।

কৃষ্ণধন দে

জন্ম ১৮৯৮ খৃঃ, ১লা জুন। বর্দ্ধমান জেলায় আঝাপুর গ্রামে। বঙ্গবাসী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। বহু ছায়াচিত্র কাহিনীর সঙ্গীত রচয়িতা ও

কাহিনীকার। বর্তমানে হাইকোর্টের আপীল বিভাগের বহু ভাষাবিদ প্রধান অনুবাদক। গ্রন্থ—ব্যথার পরাগ, ভগবান বুদ্ধদেব ইত্যাদি। ঠিকানা—৫/১-এ, পাঁচু খানসামা লেন, কলিকাতা-৯।

প্রভাত কিরণ বসু

জন্ম কলিকাতায়। শিশু সাহিত্যে 'কাকাবাবু' নামে বিশেষ পরিচিত। বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে নিযুক্ত। গ্রন্থ—পর্দানশীন, দক্ষিণ হাওয়া, অসী ও মসি ইত্যাদি। ঠিকানা—৭, রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৯৮ খৃঃ। নদীয়া জেলায় লোকনাথপুর গ্রামে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২১), বর্তমানে লাইফ্ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। গ্রন্থ—আহিতাগ্নি, মনোমুকুর, মডার্ণ কবিতা, অনুরাধা, অতসী, স্বদেশী সংগীত সঞ্চয়ন, কুঁড়ের বাদশা, বেঁটে বক্কেশ্বর, নিদ্রাবতী রাজকন্যা ইত্যাদি। ঠিকানা—১৬-এ, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬।

পরিমল গোস্বামী

জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ। ফরিদপুর জেলায় রতনদিয়া গ্রামে, মাতুলালয়ে। বর্তমানে যুগান্তর পত্রিকার সাময়িকী বিভাগের সম্পাদক। ফটোগ্রাফীতে বিশেষ পারদর্শী। গ্রন্থ—বুদ-বুদ, ট্রামের সেই লোকটি, দুষ্মন্তের বিচার, ঘুঘু, লড়কে লেঙ্গে, ক্যামেরার ছবি ইত্যাদি। ঠিকানা—৩৫-ডি কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

বিভূতি ভূষণ বিদ্যাবিনোদ

জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ, ১৬ই জুন। মেদিনীপুরে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২১); বর্তমানে ব্যবসায়ী ও শিক্ষক। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নির্মাল্য, জাতির ব্যথা, সমাজ বিধি, যুগধর্ম ইত্যাদি। ঠিকানা—পোঃ গুড়গুড়াপাল, মেদিনীপুর।

বনফুল (বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়)

জন্ম ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা শ্রাবণ। পূর্ণিয়া জেলায় মনিহারী গ্রামে। শরৎ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৫২)। বর্তমানে স্বাধীন চিকিৎসা ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—তৃণখণ্ড, বৈতরণীর তীরে, সে ও আমি, নির্মোক, রাত্রি, জঙ্গম, স্থাবর, অগ্নি, করকমলেষু, বনফুলের কবিতা, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি। ঠিকানা—'গোলকুঠি', আদমপুর, ভাগলপুর।

সজনীকান্ত দাস

জন্ম ১৯০০ খৃঃ, ২৫শে আগষ্ট। বর্দ্ধমান জেলায় বেতালবন গ্রামে, মাতুলালয়ে। সম্পাদক— শনিবারের চিঠি। স্থাপনা—রঞ্জন প্রকাশালয় (১৯২৮), শনিরঞ্জন

প্রেস (১৯৩১)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। গ্রন্থ—অজয়, পথ চলতে ঘাসের ফুল, মধু ও হুল, অঙ্গুষ্ঠ, মনোদর্পণ, কেডস্ ও স্যাণ্ডাল, রাজহংস, পঁচিশে বৈশাখ ইত্যাদি। ঠিকানা—৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭।

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯০০ খৃঃ। ভাওয়ালপুর গভর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যাপনা (১৯৩৮)। দাশ ব্যাঙ্ক, হাওড়া ইনস্যুরেন্স, হিন্দুস্থান শেয়ার ডিলার্স, আরতী কটন মিলস, ক্যালকাটা হোটেল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। গ্রন্থ—এলো মেলো, চক্রবৎ, একুশটা মেয়ে ইত্যাদি। ঠিকানা—১৬-বি, বিপ্রদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

কমলাকান্ত (প্রমথ নাথ বিশী)

জন্ম ১৯০২ খৃঃ। রাজসাহী জেলায় জোয়াড়ী গ্রামে। সাহিত্য জগতে প্র-না-বি নামে খ্যাত। অধ্যাপনা—শান্তি-নিকেতন, রিপন কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় 'কমলাকান্তের আসর'-এর পরিচালক। গ্রন্থ—রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, নিকৃষ্ট গল্প ইত্যাদি। ঠিকানা—২৬-বি অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯।

সুনির্মল বসু

জন্ম ১৯০২ খৃঃ। গিরিডিতে। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। ছবি আঁকায় প্রবল নেশা ছিল। গ্রন্থ—ছানাবড়া, হুলুস্থূল, হৈ-চৈ, বেড়ে মজা, পাততাড়ি, ছন্দের টুং টাং ইত্যাদি। মৃত্যু-২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ খৃঃ।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯০৪ খৃঃ। সম্পাদক—যুগান্তর পত্রিকা। পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান জার্ণালিষ্ট অ্যাসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব সহঃ সভাপতি। গ্রন্থ—জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী, বিপ্লবী নায়িকা, রুশ জার্মান-সংগ্রাম, শতাব্দীর সঙ্গীত, জীবন মৃত্যু ইত্যাদি। ঠিকানা—৮৮/১, গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৩।

কানাই সামন্ত

জন্ম ১৯০৪ খৃঃ, ৭ই জানুয়ারী। কলিকাতায়, মাতুলালয়ে। বর্তমানে বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগে চাকুরি করেন। গ্রন্থ—চিত্রোৎপলা, গীতমঞ্জরী, উর্বশী, ইন্দ্রধনু, নীরঞ্জনা ইত্যাদি। ঠিকানা—৬/৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭।

অন্নদাশঙ্কর রায়

জন্ম ১৯০৪ খৃঃ, ১৫ই মার্চ। ঢেঙ্কানল রাজ্যে। আই, সি, এস-এ প্রথম স্থান লাভ (১৯২৭)। বর্তমানে শান্তি নিকেতনে আছেন। গ্রন্থ-পথে

প্রবাসে, সত্যাসত্য, তারুণ্য, বিদুর বই, ইসারা, রাঙা ধানের খৈ, যৌবন-জ্বালা, রত্ন ও শ্রীমতী ইত্যাদি। ঠিকানা—'শান্তিনিকেতন', বোলপুর, বীরভূম।

অপরাজিতা দেবী (রাধারাণী দেবী)

জন্ম ১৯০৪ খৃঃ। কবি নরেন্দ্র দেবের সহধর্মিনী। গ্রন্থ—লীলা-কমল, বন বিহগী, সীঁথিমৌর. মিলনের মন্ত্রমালা, বুকের বীণা, অঙিনার ফুল, শেষের পরিচয় ইত্যাদি। ঠিকানা—৭২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯।

অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো)

জন্ম ১৯০৫ খৃঃ, ১লা মে। ময়মনসিংহ জেলার সাকুরাইল গ্রামে। গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত; ১৯৩৫ সালে যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি' বিভাগে যোগদান ও 'সব পেয়েছির আসর' এর প্রতিষ্ঠাতা। গ্রন্থ—বেপরোয়া, ভুতুড়ে দেশ, বন পলাশীর ক্ষুদে ডাকাত, স্বপন বুড়োর গল্প সঞ্চয়ন, দেশে দেশে মোর ঘর আছে, স্বপন বুড়োর হুল্লোড়, স্বপন বুড়োর ছড়া, এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা ইত্যাদি। ঠিকানা—১৬, মহারাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জন্ম ১৩১১ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র। কাশীতে। সিনেমা ও কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। আকাদামি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৫৭)। গ্রন্থ—পুতুল ও প্রতিমা, প্রথমা, পঞ্চশর, বেনামী বন্দর, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ, সাগর থেকে ফেরা ইত্যাদি। ঠিকানা—৫৭, হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬।

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (উপানন্দ উপাধ্যায়)

জন্ম ১৯০৪ খৃঃ, ১৪ই ডিসেম্বর। ২৪ পরগণার গৈপুর গ্রামে। বর্তমানে 'ভারতবর্ষের' কিশোর জগৎ-এর পরিচালক এবং কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের অধীক্ষক। গ্রন্থ—মধুছন্দা, দীপায়ন, প্রথম প্রণাম, তৃষিত মরু, ভগ্ননীড় ইত্যাদি। ঠিকানা—১২৬, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫।

রামেন্দু দত্ত

জন্ম ১৩১১ বঙ্গাব্দ. ২৮শে মাঘ। কলিকাতায়। চিকিৎসা ব্যবসায়ী। একাদশ শিখবাহিনীর ভূতপূর্ব ক্যাপ্টেন। গ্রন্থ—মঞ্জুলা, মঞ্জরী, নব মঞ্জরী, ফুলের ডালি ইত্যাদি। ঠিকানা—১১-এ, পুরণচাঁদ নাহার এ্যাভিন্যু, কলিকাতা-১৩।

বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বিপ্রমুখ)

জন্ম ১৯০৬ খৃঃ, ৭ই ফেব্রুয়ারী। ২৪ পরগণায় বারাসাতে। সুরেন্দ্র নাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। গ্রন্থ—সম্ভবা, সঞ্চারী, নিমন্ত্রণ, বিপ্রমুখ কথা ইত্যাদি। ঠিকানা—৯, কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা-১৯।

শিবরাম চক্রবর্তী

জন্ম ১৩১৬ বঙ্গাব্দ। কলিকাতায়। ছাত্রাবস্থায় অহিংস আন্দোলনে যোগদান ও বহুবার কারাবরণ। ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরস রচনাই প্রধান বৈশিষ্ট। গ্রন্থ—মেয়েদের মন, অথ বিবাহ ঘটিত, প্রেমের পথ ঘোরালো, হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি ইত্যাদি। ঠিকানা—১৩৪, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭।

অজিত দত্ত (রৈবতক)

জন্ম ১৯০৭ খৃঃ। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। গ্রন্থ–মন পবনের নাও, ছায়ার আলপনা, জনান্তিকে, নষ্টচাঁদ, পনর্ণবা, কুসুমের মাস ইত্যাদি। ঠিকানা—২০২, রাসবিহারী এ্যাভিন্যু, কলিকাতা-২৯।

বুদ্ধদেব বসু

জন্ম ১৯০৮ খৃঃ। কুমিল্লায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কবিতা'র সম্পাদক। গ্রন্থ—অসূর্যম্পশ্যা, সাড়া, সমুদ্রতীর, দ্রৌপদীর শাড়ী, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, বন্দীর বন্দনা ইত্যাদি। ঠিকানা—২০২, রাসবিহারী এ্যাভিন্যু, কলিকাতা-২৯।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জন্ম ১৯১০ খৃঃ। নদীয়া জেলায় ভাজনঘাটে। প্রথমে শিক্ষকতা, পরে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক সেক্রেটারী। বর্তমানে যুগান্তর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। গ্রন্থ—সেতু, মিছে কথা, মহানির্বান, সুইসাইড, বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শতাব্দী ও সাহিত্য, রবীন্দ্রজীবন ও প্রতিভা ইত্যাদি। ঠিকানা—১১৭, কালীঘাট রোড, কলিকাতা-২৬।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

জন্ম ১৩.৭ বঙ্গাব্দ, ২৬শে অগ্রহায়ণ। কলিকাতায়। সিনেমার সঙ্গে জড়িত ও বহু জনপ্রিয় সঙ্গীতের রচয়িতা। গ্রন্থ—জীবন ও রাত্রি, দক্ষিণায়ন, উলুখড়, দ্বিপ্রহরে, ফতোয়া, ভুখা ভারত, উদাত্ত ভারত ইত্যাদি। ঠিকানা—১, যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা-২৬।

কলেজবয় (জগদীশ ভট্টাচার্য)

জন্ম ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, শ্রীপঞ্চমী তিথি। শ্রীহট্ট জেলায়। বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। গ্রন্থ—ব্লাকবোর্ড, অষ্টাদশী, রূপশাশ্বতী, রবীন্দ্র কাব্য গোধূলি, সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। ঠিকানা—বঙ্গবাসী কলেজ হোষ্টেল, স্কট লেন, কলিকাতা।

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯১১ খৃঃ, ১১ই মে। মেদিনীপুর জেলায় নাড়াজোল গ্রামে।

বাগান তৈরী করা একটি প্রবল নেশা। পেশা—শিক্ষকতা। গ্রন্থ—অশরীরীর দান প্রাণ প্রবাহিনী ইত্যাদি। ঠিকানা—৮৬/১, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

জন্ম ১৯১২ খৃঃ। ঢাকা জেলায় বজ্রযোগিনী গ্রামে। বর্তমানে যুগান্তর পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। গ্রন্থ—সুভদ্রার ভিটে, বাজীমাৎ, কালোমেঘ. শতাব্দীর সূর্য, পোড়ামাটি, বিদেশ বিভূঁই ইত্যাদি। ঠিকানা—৬৪, পাইকপাড়া ফার্স্ট রো, কলিকাতা-৩৭।

অজিত কৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব)

জন্ম ১৯১২ খৃঃ, ৩রা জুলাই। কলিকাতায়। শনিবারের চিঠিতে 'পাগলা গারদের কবিতা' লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। গ্রন্থ—জীবন সাহারা, পাগলা গারদের কবিতা, নে-তে-তেরি-তোম, খামখেয়ালীর ছড়া, প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদি। ঠিকানা—১৮, রাখালদাস আঢ্য রোড, কলিকাতা-২৭।

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম ১৯১৩ খৃঃ, ২৯শে সেপ্টেম্বর। বাঁকুড়া জেলায় অযোধ্যা গ্রামে। বর্তমানে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। গ্রন্থ—ভারতের বীর সন্তান। ঠিকানা—ডেবরা, মেদিনীপুর।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ৩০শে আশ্বিন। বাঁকুড়া জেলায় টিকরপাড়া গ্রামে। সংস্কৃত কাব্য পুরাণ তীর্থ উপাধি প্রাপ্ত। গ্রন্থ—রাজকন্যা, তিন অকাশ ইত্যাদি। ঠিকানা—১৭, ওলাবিবিতলা লেন, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া।

কুমারেশ ঘোষ (কুশ)

জন্ম ১৩২০ বঙ্গাব্দ, ২১শে পৌষ। কুষ্টিয়া সহরে, মাতুলালয়ে। সম্পাদক—'যষ্টি-মধু'। 'গ্রন্থগৃহ' প্রকাশালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রন্থ—ভাঙাগড়া, ওগো মেয়ে সাবধান, ম্যানিয়া, ফাঁকিস্থান, ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল, সালোম, পক্কিস, স্বামীপালন পদ্ধতি, বেনহুর, পণ্যা, নতুন মিছিল, কাঠের ঘোড়া, ইংরেজের দেশে ইত্যাদি। ঠিকানা—৪৫-এ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯।

দিনেশ দাস

জন্ম ১৯১৫ খৃঃ, ১৬ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতায়। সাংবাদিক ও শিক্ষাব্রতী। গ্রন্থ—কবিতা, ভুখা মিছিল, দিনেশ দাসের কবিতা, অহল্যা ইত্যাদি। ঠিকানা—৪/১ আফ্তব মস্ক লেন, কলিকাতা-২৭।

সুশীল রায়

জন্ম ১৯১৫ খৃঃ। রাজসাহীতে। বর্তমানে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

গ্রন্থ—পাঞ্চালী, গল্পসঞ্চয়ন, একদা, ত্রিবেণী, স্বর্ণা, মধুমাধবী, আকাশ স্বপ্ন, মনীষী-জীবন কথা ইত্যাদি। ঠিকানা—১৩-বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯।

তারাপদ লাহিড়ী

জন্ম ১৯১৫ খৃঃ, ফেব্রুয়ারী। মালদহ জেলায় মুচিয়া গ্রামে। লোক-সঙ্গীত গায়ক রূপে বিশেষ পরিচিত। বর্তমানে ভেটেরিনারী ডাক্তাররূপে সরকারী কার্যে নিযুক্ত। ঠিকানা—৪৮/২, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০।

সমর সেন

জন্ম ১৯১৬ খৃঃ, ১০ই অক্টোবর। বর্তমানে মস্কো অনুবাদ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—কয়েকটি কবিতা, নানা কথা, খোলা চিঠি, তিন পুরুষ, সমর সেনের কবিতা ইত্যাদি। ঠিকানা—ফরেন্ পাবলিশিং হাউস, মস্কো। রাশিয়া।

সরিৎশেখর মজুমদার (মুদ্গল মুনি)

জন্ম ১৩২২বঙ্গাব্দ, ১৫ই কার্তিক। দিল্লীর সাহদ্রায়। প্রাক্তন অধ্যাপক। ঠিকানা—১/২/৭, দমদম রোড, কলিকাতা-২।

গোপাল ভৌমিক

জন্ম ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে ফাল্গুন। ঢাকা জেলায় দানিস্তপুর গ্রামে। সাংবাদিকতা ও বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রের সম্পাদনা (১৯৪২-১৯৫২)। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। গ্রন্থ—সাক্ষর, বসন্ত বাহার, দেশী ও বিদেশী, পৃথিবীর বড় মানুষ, সমাজ ও সাহিত্য, নেতাজী, ডেইজি মিলার ইত্যাদি। ঠিকানা—৫০-এ, বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৯১৭ খৃঃ, ২৭শে মার্চ। বর্তমানে মস্কো অনুবাদ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থ—মৈনাক, শিবির, একা, পূর্বরঙ্গ, পারুলদি, ছাতুবাবুর ছাতা ইত্যাদি। ঠিকানা—৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২০।

সন্তোষ কুমার দে

জন্ম ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ৬ই বৈশাখ। খুলনা জেলায় মূলঘর গ্রামে। বর্তমানে একটি বিশ্ববিখ্যাত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের প্রচার সচিব। গ্রন্থ—একতারা, স্ট্রাইক পরিচয়, কৌতুক যৌতুক, সরস গল্প, পাণ্ডুলিপি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন, একতারা ইত্যাদি। ঠিকানা—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

হরপ্রসাদ মিত্র

জন্ম ১৯১৭ খৃঃ। দেওঘরে। ডি, লিট প্রাপ্ত। গ্রন্থ—কবিতার বিচিত্র কথা, সাহিত্য পাঠকের ডায়েরী, তিমিরাভিসার ইত্যাদি। ঠিকানা—৫৩, বরোদা দে ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ২৪শে অগ্রহায়ণ। কলিকাতায়। গ্রন্থ—অবতামসী, আবার রাত্রি ইত্যাদি। ঠিকানা—৩, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪।

ইন্দিরা দেবী

জন্ম ১৯১৮ খৃঃ, ১১ই মার্চ। কলিকাতায়। সম্পাদিকা—সাত সমুদ্দুর। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শিশু মহলের পরিচালিকা। বিভিন্ন শিশু প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। গ্রন্থ—গোধুলী লগন, ছায়া, এতদিন যে বসে ছিলাম ইত্যাদি। ঠিকানা—৪০, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যু, কলিকাতা ১২।

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

জন্ম ১৯১৮ খৃঃ। চন্দননগরে। চন্দননগরে প্রবর্তক নারী মন্দিরের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। চন্দননগর মহকুমা উন্নয়ন সমিতির সরকার মনোনীত একমাত্র মহিলা সদস্যা। গ্রন্থ—আতপ্ত কাঞ্চন। ঠিকানা—বড়বাজার, চন্দননগর, হুগলী।

সু-মো-দে (সুরেন্দ্র মোহন দে)

জন্ম ১৯১৮ খৃঃ, ১৭ই অক্টোবর। মেদিনীপুর জেলায় গোল কুয়াচকে। রাজবন্দী রূপে কারারুদ্ধ (১৯৩০-১৯৩৮)। বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর শাখার সহকারী সম্পাদক। গ্রন্থ—বিপ্লবী মেদিনীপুর, সপ্তরশ্মি, সর্বোদয় ও ভূদান ইত্যাদি। ঠিকানা—'দেবেন্দ্র-আলয়', গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর।

বাণী রায়

জন্ম ১৯১৯ খৃঃ, নভেম্বর। পাবনা জেলায়। প্রাক্তন অধ্যাপিকা—চারুচন্দ্র কলেজ। গ্রন্থ—জুপিটার, পুনরাবৃত্তি, শূন্যের অঙ্ক, প্রেম, হাসি কান্নার দিন, সপ্ত সাগর ইত্যাদি। ঠিকানা—৭৩, সাদর্ণ এ্যাভিন্যু, কলিকাতা-২৯।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস

জন্ম ১৯১৮ খৃঃ, ১৩ই নভেম্বর। কলিকাতায়। ভুঁইঞাপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। সাপ্তাহিক 'মুখপত্র' ও মাসিক 'আমরা' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। গ্রন্থ—আমরা বাঙ্গালী, কালি ও কলম, পুরাতনী, সংসদ বাংলা অভিধান ইত্যাদি। ঠিকানা—১২৭-এন, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।

সুধীর কুমার রায়

জন্ম ১৯১৯ খৃঃ। ১০ই অক্টোবর। ২৪ পরগণা জেলায় গোবরডাঙ্গা গ্রামে। বর্তমানে সরকারী কর্মচারী। নানা পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন। ঠিকানা—গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯২০ খৃঃ; নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে। রাজনৈতিক আন্দোলনে নিরাপত্তা বন্দী (১৯৪৮-১৯৫০)। 'পরিচয়'-এর প্রাক্তন সম্পাদক। গ্রন্থ—পদাতিক, অগ্নিকোণ, চিরকূট, আমার বাংলা, ভূতের ব্যাগার, কথার কথা, রোজেন বার্গ পত্রগুচ্ছ, কত ক্ষুধা, নাজিম হিকমতের কবিতা ইত্যাদি। ঠিকানা—৫-বি, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-২৯।

প্রবুদ্ধ (প্রবোধ চন্দ্র বসু)

জন্ম ১৯২০ খৃঃ। মেদিনীপুর জেলায় বিভীষণপুর গ্রামে। 'মহাকাল' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। বর্তমানে 'সচিত্র তোমার জীবন' পত্রিকার সহঃ সম্পাদক। গ্রন্থ—হজমিগুলি, ছেড়ে আসা গ্রাম, বিংশ শতাব্দীর শেষ ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস, এক পকেট হাসি, বানিয়ে বলছি না ইত্যাদি। ঠিকানা—১৩, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯।

জগন্নাথ সরকার (পথচারী)

জন্ম ১৯২০ খৃঃ। পাবনা জেলার তাঁতিবন্দ গ্রামে। পাঠ্যাবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। ছোট গল্প, কবিতা এবং হাস্যরসাত্মক রচনায় বিশেষ পারদর্শী। 'রূপলেখা' পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক। বর্তমানে কলিকাতার এক মার্চেণ্ট অফিসের পদস্থ কর্মচারী। ঠিকানা—চড়কডাঙা, বারাসাত, ২৪ পরগণা।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

জন্ম ১৯২১ খৃঃ, ১লা মার্চ। কলিকাতায়। বর্তমানে চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক এবং দেশবন্ধু কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল। 'একক' পত্রিকার সম্পাদক। গ্রন্থ—কয়েকটি সনেট, আজন্ম, ঘুম ভাঙার গান, দেশের ডাক, বাংলা ভাষার ভূমিকা, অলংকার জিজ্ঞাসা, আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি প্রকৃতি ইত্যাদি। ঠিকানা—২৮, হালদার পাড়া রোড, কলিকাতা-২৬।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯২২ খৃঃ, ১লা জুন। পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। বর্তমানে সিনেমার সহঃ পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার। ঠিকানা—১৬-পি/৪, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জন্ম ১০২২ খৃঃ, ২রা ডিসেম্বর। বীরভূম জেলায় সিউড়ি গ্রামে। পরিচালনায়—দৈনিক কৃষক (১৯৪৭-১৯৪৮) সম্পাদনা—সচিত্র সাপ্তাহিক (১৯৫২-৫৩), বঙ্গ (১৯৪৯-৫০) বর্তমানে 'সমকালীন' পত্রিকার সম্পাদক। প্রায় বিশ বৎসর রাজনৈতিক জীবন যাপন। কারাবাস (১৯৪২-৪৪)। গ্রন্থ—বিদিশা, অবন্তী,

ঘোড়া কর ভগবান, আমি অল্প মূল্যে কেনা, মধুরদিনের গল্প ইত্যাদি। ঠিকানা—২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩।

গোবিন্দ চক্রবর্তী

জন্ম ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ৩রা আষাঢ়। নদীয়া জেলার রাণাঘাটে। গ্রন্থ—অরণ্য-মরাল, উত্তরণ ইত্যাদি। ঠিকানা—জি, টি ও। খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

জন্ম ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ৫ই জ্যৈষ্ঠ। মেদিনীপুর জেলার কুঞ্জপাড়া গ্রামে। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী। বর্তমানে সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত। গ্রন্থ—আবাদ। ঠিকানা—সন্তোষপুর মর্ডার্ণ কলোনি, যাদবপুর।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

জন্ম ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ। ২৪ পরগণায় দিঘড়া গ্রামে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী। বর্তমানে মার্চেন্ট অফিসের কর্মচারী। গ্রন্থ—মধুবাগ, উছল সবুজ, ইত্যাদি। ঠিকানা—দিঘড়া, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।

প্রভাকর মাঝি

জন্ম ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ৬ই পৌষ। বাঁকুড়া জেলায় ভূতসহর গ্রামে। বর্তমানে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। গ্রন্থ—কবিতা চয়ন। ঠিকানা—মিশন-কম্পাউণ্ড, মেদিনীপুর।

বেলা দেবী

জন্ম ১৯২৩ খৃঃ। শ্রীহট্ট জেলায়। স্বামী—প্রখ্যাত ব্যবসায়ী হীরালাল ধর। 'নববাণী'-পত্রিকার মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা। গ্রন্থ—জীবন তীর্থ। ঠিকানা—২৯-সি, যোগীপাড়া লেন, কলিকাতা-৬।

সুনীল কুমার লাহিড়ী

জন্ম ১৯২৪ খৃঃ, ৭ই মার্চ। কলিকাতায়। বর্তমানে বহু পত্র-পত্রিকার খ্যাতিমান লেখক। রেল বিভাগের বিশিষ্ট কর্মচারী। গ্রন্থ—শবরী। ঠিকানা—১৯, শিবনারায়ণদাস লেন, কলিকাতা-৬।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জন্ম ১৯২৪ খৃঃ। ফরিদপুর জেলায় চান্দ্রা গ্রামে। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গ্রন্থ—নীল নির্জন। ঠিকানা—২৪/৫ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬।

গৌর কিশোর ঘোষ (রূপদর্শী)

জন্ম ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ৫ই আষাঢ়। যশোহর জেলায় মথুরাপুর গ্রামে।

রিপোর্টার : আনন্দবাজার পত্রিকা। গ্রন্থ—এই কলকাতায়, রূপদর্শীর সার্কাস, রূপদর্শীর নক্সা, কথায় কথায়, নাচের পুতুল ইত্যাদি। ঠিকানা—৫৭, কাশীপুর রোড, বরানগর, কলিকাতা-২।

অরুণাচল বসু

জন্ম ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ২৬শে ভাদ্র। যশোহর জেলায় ডোঙাঘাটা গ্রামে। চিত্রকলা ও সঙ্গীত রচনায় বিশেষ অনুরাগী। প্রথম জীবনে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টস্'-এর ছাত্র ছিলেন। গ্রন্থ—পলাশের কাল, দুরন্ত রাধা ইত্যাদি। ঠিকানা—c/o গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

শতদল গোস্বামী

জন্ম ১৯২৪ খৃঃ। ফরিদপুর জেলায় রতনদিয়া গ্রামে। পিতা—পরিমল গোস্বামী। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ঠিকানা—৩৫ ডি, কৈলাসবসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯২৫ খৃঃ। খুলনা জেলায় বিষ্ণুপুর গ্রামে। অধুনালুপ্ত 'স্বাক্ষর' সাময়িক পত্রের প্রাক্তন সম্পাদক। বর্তমানে ভারত-সরকারের অধীনস্থ কাষ্টম্‌স্ অফিসারের পদে নিযুক্ত। গ্রন্থ—শহর, হীরে পান্না মুক্তো, বাসর কন্যা ইত্যাদি। ঠিকানা—৭০/২, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-৯।

রাম বসু

জন্ম ১৯২৫ খৃঃ। ২৪ পরগণা জেলায় তারাগুনিয়া গ্রামে। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ অফিসের কর্মচারী। গ্রন্থ—তোমাকে, যখন যন্ত্রনা, দুঃখের দর্পনে, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি। ঠিকানা—২, কিশোরী লাল মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৬।

রাণা বসু

জন্ম ১৯২৫ খৃঃ, ৫ই ডিসেম্বর। নদীয়া জেলায় রাণাঘাটে। নববর্ষ, বিচিত্রিতা, পূজার ডালি পত্রিকার সম্পাদনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নানা পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ঠিকানা—৩, রামমোহন সাহা লেন, কলিকাতা-৬।

কৃষ্ণ ধর

জন্ম ১৯২৬ খৃঃ। ময়মনসিংহ জেলায় কমলপুরে। ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৬-৫৭)। বর্তমানে যুগান্তর পত্রিকার সহঃ সম্পাদক। গ্রন্থ—অঙ্গীকার, যখন প্রথম ধরেছে কলি ইত্যাদি। ঠিকানা—৬, মুসলমান পাড়া লেন, কলিকাতা-৯।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

জন্ম ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩০শে শ্রাবণ। বিপ্লবী কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ। গ্রন্থ—

ছাড়পত্র, ঘুম নেই, মিঠে কড়া, পূর্বাভাষ, অভিযান ইত্যাদি। মৃত্যু—২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

বিমল ভৌমিক

জন্ম ১৯২৭ খৃঃ। মালদহে। সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত। নানাপত্র পত্রিকায় নিয়মিত লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। ঠিকানা—৯, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা-৯।

প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯২৮ খৃঃ, ২০শে নভেম্বর। কলিকাতায়। বর্তমানে টেলিফোন সুপারভাইজার। গ্রন্থ—সন্ধিক্ষণ। ঠিকানা—১৫১-বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪।

পুলক আঢ্য

জন্ম ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ। মেদিনীপুর জেলায় কর্ণেলগোলায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মেদিনীপুর শাখার প্রাক্তণ সহঃ সম্পাদক। নানা পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ঠিকানা—কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর।

মনোজ ভট্টাচার্য

জন্ম ১৯৩০ খৃঃ, ২৩শে নভেম্বর। কলিকাতায়। বর্তমানে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার। গ্রন্থ—দি ডেথ অব আইভান ইলিচ, মুলাঁ রুজ, পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইত্যাদি। ঠিকানা—৯, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯।

প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ। কলিকাতায়। বর্তমানে বিদেশী ফার্মের রিপ্রেজেন্টেটিভ্; শরীর চর্চা ও খেলাধূলায় আগ্রহশীল। গ্রন্থ—যুঁই-যৌবন। ঠিকানা—৩২, জয়কৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

জন্ম ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ। খুলনা জেলায় মাগুরা গ্রামে। বর্তমানে সরকারী ব্যাঙ্কের কর্মচারী। নানা পত্র পত্রিকায় লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। ঠিকানা—১৬/১, বনমালী চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২।

নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

জন্ম ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭ই পৌষ। বীরভূম জেলায় কুকম গ্রামে। শিশু সাহিত্যে তরুণ লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। গ্রন্থ—হাসির তুবড়ি, কাতুর কুতুর (যন্ত্রস্থ) ঠিকানা—২৮/৪-এ, বীডন রো, কলিকাতা।

চণ্ডি লাহিড়ী

জন্ম ১৯৩১ খৃঃ। নবদ্বীপে। বর্তমানে দৈনিক লোক সেবক পত্রিকার সহঃ

সম্পাদক ও সাপ্তাহিক 'ভারতজ্যোতি'র চিত্র সম্পাদক। কার্টুন শিল্পী হিসাবেও পরিচিত। ঠিকানা—১৯১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (বিমুখ)

জন্ম ১৯৩২ খৃঃ, ২০শে ফেব্রুয়ারী। খুলনা জেলায় খেশরা গ্রামে। বর্তমানে সুবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষাধীনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখছেন। বহু পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। বর্তমানে 'ষষ্টি-মধু' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে নিযুক্ত। ঠিকানা—৬,পার্ক লেন, কলিকাতা-১৬।

চিত্ত সিংহ

জন্ম ১৯৩৩ খৃঃ, ফেব্রুয়ারী। নানা পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক। গ্রন্থ—আকণ্ঠ, বাউল ইত্যাদি। ঠিকানা—৬৭-এ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জন্ম ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ৩রা মাঘ। কলিকাতায়। সাহিত্যতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। গ্রন্থ—কাব্যকাকলী, মিষ্টিমন ইত্যাদি। ঠিকানা—৬৭, পাথুরিয়া ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

অলোক চক্রবর্তী

জন্ম ১৯৩৩ খৃঃ, ২১শে অক্টোবর। মাতা—ইন্দিরা দেবী। বহু পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ঠিকানা—৪০, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যু, কলিকাতা।

সুধীর কুমার দাস

জন্ম ১৯৩৩ খৃঃ, ১৪ই সেপ্টেম্বর। নদীয়া জেলায় কাশিয়াডাঙ্গায়, মাতুলালয়ে। অধুনালুপ্ত 'প্রহরী' ও 'মশাল' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে 'ষষ্টি-মধু'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নানা পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ঠিকানা—১৪৮-এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬।

অশোক ভট্টাচার্য

জন্ম ১৯৩৪ খৃঃ। কলিকাতায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—সুকান্ত ভটাচার্য। বহু পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন। গ্রন্থ—কবি সুকান্ত (যন্ত্রস্থ)। ঠিকানা—৪২-বি, হরমোহন ঘোষ লেন, কলিকাতা-১০।

আনন্দ বাগচী

জন্ম ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ। পাবনা জেলায় সাগতা গ্রামে। ছবি ও গানে অনুরাগী। গ্রন্থ—প্রলাপ, স্বাগত সন্ধ্যা, চকখড়ি ইত্যাদি। ঠিকানা—৫-এ, নিমতলা লেন, কলিকাতা।

অঞ্জন কুমার দত্ত

জন্ম ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১৬ই ভাদ্র। কলিকাতায়, মাতুলালয়ে। 'ষষ্টি-মধু'র

সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন, এবং 'সঞ্চয়' পত্রিকার সম্পাদনা করেলন। মৃত্যু: ১১ই জুন ১৯৫৭ খৃঃ।

অচিন্ত্য কুমার বসু

জন্ম ১৯৩৫ খৃঃ, ১লা ডিসেম্বর। যশোহর জেলায় পাঁজিয়া গ্রামে। বহু পত্রিকার লেখক। ঠিকানা—১৩৬/১, বেলেঘাটা রোড, কলিকাতা-১৫।

অশোক মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩৭ খৃঃ। ঢাকা শহরে। বর্তমানে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। বহু পত্র পত্রিকায় লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। ঠিকানা—১৯/৫, নস্কর পাড়া লেন, পোঃ বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া।

সুকুমার মিত্র

জন্ম ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে, মাতুলালয়ে। বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে যোগদান করেছেন। স্পোর্টসের দিকেও খ্যাতি আছে। ঠিকানা—গ্রাম—মোগলপুর, পোঃ—ভাণ্ডারহাটি জেলা—হুগলী।

অসিত মৈত্র

জন্ম ১৯৩৮ খৃঃ, ২রা আগষ্ট। কলিকাতায়। তাস এবং দাবা খেলায় বিশেষ উৎসাহী। নানা-পত্র পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বর্তমানে 'যষ্টি-মধু' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। ঠিকানা—১৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬।

অবধূত (কালিকানন্দ অবধূত)

৩২ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। তান্ত্রিক সাধক। অল্পকিছুদিন আগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। গ্রন্থ—মরুতীর্থ হিংলাজ, বশীকরণ উদ্ধারণপুরের ঘাট, বহুব্রীহি, শুভায় ভবতু ইত্যাদি। ঠিকানা—জোড়াঘাট, চুঁচুড়া, হুগলি।